২০০৬

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ☐ ৪র্থ সংখ্যা

৩১ আগষ্ট, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)-এর পবিত্র সান্নিধ্যে বাংলাদেশ জামাতের প্রতিনিধি দলের নেতা মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (মাঝখানে)। তাঁর ডানে যথাক্রমে মোহতরাম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর ঢাকা এবং মাওলানা ফিরোজ আলম, ইনচার্জ বাংলাডেস্ক, লন্ডন বামে মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ও নেছার আহমদ সাহেব ,চট্টগ্রাম।

মুবাশ্বেরক্লাসের ছাত্রদেরকে বার্ষিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দিচ্ছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ২৯তম কেন্দ্রীয় তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাসে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

ওয়াকেফীনের কাছে প্রত্যাশা

প্রত্যেক নবীর যুগেই তাঁর অনুসারীরা জীবন ওয়াকফ বা উৎসর্গ করে তন-মন-ধন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে কাজ করে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বর্তমান যুগে-হযরত ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালামের যুগেও অনেক অনেক ওয়াকফে জিন্দেগী স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। বিভিন্ন তাহরীকের অধীনে এখনও অনেকে ওয়াকফ করছেন এবং করবেন। কেউ কেউ কাগজ কলমে ওয়াকফ করেন নি বটে কিন্তু ওয়াকফের আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় আছেন।

যারা ওয়াকফ করেন তাদের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক নচেৎ তাদের ওয়াকফ হবে কেবল লৌকিক। এর মাঝে ঐশী প্রেরণা ও উদ্দীপনা শূন্যের কৌঠায় অবস্থান করবে। একজন ওয়াক্‌ফকারীকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ওয়াকফ করতে হবে। পুষ্টি-বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন, যে খাবার মানুষ স্বেচ্ছায় খুব আনন্দ সহকারে খায় তা সহজে হজম হয় আর তার শরীরে শক্তি যোগান দেয়। কেননা পসন্দসই খাবার দেখলে তার পরিপাকতন্ত্র থেকে যথাযথ পাচক রস নিঃসৃত হয়ে খাবারকে সহজে হজম করে দেয়। আর যে খাবার মানুষ অনীহা সহকারে খায় তা তার পরিপাকতন্ত্র সহজে গ্রহণ করে না বিধায় তার মাঝে বিবমিষা সৃষ্টি করে এবং শরীরের একমাত্রা ক্ষতি সাধন করে ক্লান্ত হয়। ওয়াকফের বেলায় এ উদাহরণটি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। স্বেচ্ছায় সানন্দে যারা ওয়াকফ করে না তারা ওয়াকফের মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। বরং কোন একটা সময় গিয়ে তা তাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ওয়াকফ হতে হবে নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে।

ওয়াকফের সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আর তাহলো স্বল্পেতুষ্টি। ওয়াক্‌ফকারী যেহেতু আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্যে যা আসে তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। ওয়াকফকারী যদি সর্বদা হাহাকারে ভোগেন তাহলে তার ওয়াকফের উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর একদিনে এটা সম্ভব নয়। দিন দিন প্রতিদিনের সাধনায় ওয়াকফকারীকে স্বল্পেতুষ্টির দুর্লভ গুণ অর্জন করতে হবে। শয়তানী শক্তি তাকে নানাভাবে প্ররোচনা দিবে। এ প্ররোচনা থেকে মুক্তি পেতে হলে তাকে নবী করীম (সঃ)-এর মূল্যবান হাদীসই মনে রাখতে হবে- **আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আলা কুল্লি হাল** অর্থাৎ সর্বাবস্থা আল্লাহ্‌তাআলারই প্রশংসা।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা

১৬ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ ২ রজব ১৪২৪ হিঃ কাঃ
৩১ যুহূর ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩১ আগষ্ট ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	-	কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

'কুরআনের একাংশের ব্যাখ্যা অন্যাংশ করে থাকে'

ঘটনাক্রমে রংপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগের আলো পত্রিকায় ১৮ই জুলাই, ২০০৩ তারিখের সংখ্যায় জনৈক আলহাজ্ব মুন্সী আবুল মু'মিন কর্তৃক 'কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ধর্ম-বিশ্বাস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের কাটিং আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। লেখকের লেখাটা এত নিম্নমানের যে, এর জবাব লেখার প্রয়োজন ছিলো না। তিনি যদিও কাদিয়ানীদের ধর্ম-বিশ্বাস নামক শিরোনামে লিখেছেন অথচ আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস তো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ কেন্দ্রীক। যেভাবে নবী (সঃ) বিশ্বাস করতেন এর একটু কমও নয় বেশিও নয়। মুন্সী সাহেব তাঁর বুযূর্গ মুরব্বীদের লেখার চর্বিত-চর্বণ করে এবং মিথ্যা উদ্ভট কতগুলো বাক্য উচ্চারণ করে তাঁর লেখার কার্য সমাধা করেছেন। তবে তাঁর একটা কথা খুবই মূল্যবান। যেমন তিনি লিখেছেন, "আল্ কুরআনো ইউফাস্সেরু বা'দুহুম বা'দান - কুরআনের একাংশের ব্যাখ্যা অন্যাংশ করে থাকে।" এজন্যে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে পারছি না। তিনি সত্যি কথাটি বলে ফেলেছেন।

আল্হাজ্ব মুন্সী সাহেব সূরা আহযাবের ৪০ আয়াতের গতানুগতিক অর্থ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে আর কোন প্রকারের নবী আসবে না। তিনি তাঁর এ অর্থ করার পক্ষে কুরআনের শতাধিক আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি সকল ধরনের নবুওয়তের পরিসমাপ্তির ব্যাপারে তিনি একটি আয়াতও পেশ করতে পারবেন না। আল্হাজ্ব মুন্সী সাহেব কি জানেন, তাঁর মুরব্বীরা নবী করীম (সঃ)-কে শেষ নবী বলার পরও শেষ যুগে বনী ইসরাঈলী ঈসা নবীর আগমনের অপেক্ষায় আছেন। আর রসূলে করীম (সঃ)ও নবীউল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-এর আগমনের কথা বলেছেন মুসলিম শরীফের হাদীসে? তিনি সূরা মায়েদার ৩ (বিস্মিল্লাহ্সহ আমাদের গণনায় ৪) আয়াত উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, নেয়ামতের পূর্ণতা মানে নবুওয়তের পূর্ণতা। সুতরাং আর কোন নবী আসবে না। এ আয়াতে যে ধর্মের, শরীয়তের এবং নবুয়তের পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে তা সর্বস্বীকৃত। কিন্তু এর পরও সূরা আলে ইমরানের ৮০ আয়াত এবং সূরা আহযাবের ৭ আয়াতে আল্লাহ্তাআলা সমস্ত নবীর এমন কি হুযূর পাক (সঃ) থেকেও মাধ্যমে উম্মতের তাঁদের কাছ থেকে যে মুসাদ্দিক নবীকে মান্য করার মীসাক বা অঙ্গীকার নিয়েছেন সে ব্যাপারে মুন্সী সাহেবরা কী বলবেন?

আহমদী জামাত বিশ্বাস করে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করার সাথে সাথে শরীয়তও পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং এমন কোন নবী আসবে না যিনি নতুন ধর্ম বা নতুন শরীয়ত আনবেন। আল্হাজ্ব মুন্সী সাহেবের কথা মত যদি এ কথা স্বীকার করেও নেয়া হয় তাহলে সূরা নিসার ৬৯ আয়াতের কী অর্থ করবেন যেখানে বলা হয়েছে ঃ ওয়ামা ইউত্বিইল্লাহা ওয়ার্ রসূলা ফা উলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলায়হিম মিনান্নাবিঈনা ওয়াস্ সিদ্দিকীনা ওয়াস শুহাদা-ই ওয়াস্ সলেহীন - অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা এবং নবী করীম (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে উম্মতে মুহাম্মাদীয়া ৪টি পুরস্কার লাভ করবেন যেমন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। মুন্সী সাহেব হয়ত তাঁর ওস্তাদদের সাথে সুর মিলিয়ে বলবেন, তারা নবী হবেন না সঙ্গী হবেন। তারা 'মাআ' শব্দের অর্থ করেন 'সঙ্গী'। সেক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার কেউই কিছু হবেন না সালেহ বা নিষ্ঠাবানও হবেন না হবেন কেবল পূর্ববর্তী উম্মতের পুরস্কার প্রাপ্তদের সঙ্গী। হায়রে শ্রেষ্ঠ উম্মতের ভাগ্য!

সূরা আহযাবের ৪০ আয়াতের প্রেক্ষাপটে মুন্সী সাহেবের নিকট সূরা কাওসার পেশ করলাম। তিনি কি সেই আয়াতের আলোকে এর ব্যাখ্যা করে দিবেন। কেননা তিনিই বলেছেন, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করে। সূরা আহযাব নাযেল হয় ৫-৭ হিজরী সনের কোন এক সময় আর সূরা কাওসার নাযেল হয় নবুওয়তের প্রাথমিক কালে।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আনফাল - ৮	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ মুসলমানদের মান ইজ্জতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	ঃ অনুবাদ - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন	৪
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্‌র রাফাত ও রহমানিয়াত-এর ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১০-১২
ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১২-১৩
সমগ্র বিশ্বের ওপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীনের আশীষ ও কল্যাণ মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৪-১৫
মৌলবী আব্দুল হাই সাহেবের (মরহুম) স্মৃতি কথা	ঃ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ	১৫-১৬
মোনাজাতে রসূল (সঃ) ঃ মূল ঃ হাফেয মুজাফ্‌ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৭
মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'	ঃ জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৮
যুক্তরাজ্যের ৩৭তম সালানা জলসায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ও বাণী	ঃ অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৯-২০
ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২১
প্রসঙ্গ ঃ মিথ্যা কথা	ঃ জনাব খালিদ আহমদ সিরাজী	২১
নতুনদের পাতা ঃ ● 'ঐক্যের আহবান ঃ ময়দানে তো নেতা নেই'	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২২
● হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত-পূর্ব জীবনী	ঃ মৌঃ মোহাম্মদ আব্দুস সালাম	২৩-২৪
● আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘানা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	ঃ সংগ্রহ - জনাব নঈম ও জনাব লুৎফর	২৪
● আমার জীবন ঃ আমার সংগ্রাম	ঃ মাওলানা বশীর আহমদ	২৫
● ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর জীবনী	ঃ মৌঃ শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন	২৬-২৭
● সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ	ঃ মৌঃ এনামুল হক রনী	২৭
● ইসলাম ধর্মে কঠোরতা নেই	ঃ মৌঃ আবুল বাশার	২৮
● কবিতা ঃ কুরআন শরীফে মুহাম্মদ (সঃ)-এর শান	ঃ মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী	২৯
তখত তাজ	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়	২৯
সংবাদ	ঃ	৩০-৩১

প্রচ্ছদ ঃ ইউ.কে. সালানা জলসা- ২০০৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) জলসাগাহের দিকে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে অন্যান্যদের মাঝে ইউ. কে. জামাতের ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ)

সূরা কাওসারে আল্লাহ্ বল্লেন, তোমার শত্রুই অপুত্রক আর পরে সূরা আহযাবে এসে বল্লেন- মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন। নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্‌তাআলার কি সূরা কাওসারের কথা মনে ছিল না। এবার আলহাজ্ব মুন্সী সাহেব এ সমস্যার সমাধান করে দিন। তিনি কেন তার মুরব্বীরাও কোন দিন এর সমাধান দিতে পারবেন না। এর সমাধান নবুওয়তের পরিসমাপ্তিতে নয়। এর সমাধান মুহাম্মদ (সঃ)-এর গোলামীতে নবুওয়ত প্রাপ্তির মাঝে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর কোন দৈহিক পুত্র জীবিত ছিলো না। এটা আরবের রীতি অনুযায়ী নিন্দনীয় ছিলো। যেভাবে কারও ছেলে না থাকলে তাকে আবতার বা আটকুড়া বলা হয়। এ নিন্দাকে মোচন করার জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, তার দৈহিক পুত্র না থাকলে কি হবে তিনি নবী হওয়ার দরুণ তিনি তাঁর উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা এতেই বা তাঁর তেমন কি বৈশিষ্ট্য হলো। সব নবীই তো তাদের উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। তাই পরে বলা হয়েছে, তিনি খাতামান্ নবীঈন অর্থাৎ নবীদেরও আধ্যাত্মিক পিতা। সেভাবে সূরা কাওসারে বলা হয়েছে তাঁর (সঃ) শত্রুদের কথা। যদিও তাদের দৈহিক পুত্র রয়েছে তথাপি তারা আবতার বা অপুত্রক অর্থাৎ তাদের কোন আধ্যাত্মিক পুত্র নেই। আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ তাদের মাঝে শেষ হয়ে গেছে যেভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাঝে চূড়ান্তভাবে প্রবহমান রয়েছে। এ ব্যাখ্যা ছাড়া মুন্সী সাহেব আরও কোন ব্যাখ্যা দিয়ে এ দুটো আয়াতের সমন্বয় সাধন করে দেখাবেন কি?

আল্‌হাজ্ব মুন্সী সাহেব বেশ কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কুরআন যেহেতু কামেল শরীয়ত সুতরাং যে কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে আছে আর এর দু'একটি উপরে আলোচনা করা হলো। এরকম আরও আয়াত আছে যে সম্বন্ধে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের অনেক বই-পত্র রয়েছে মুন্সী সাহেবকে সেগুলো পাঠ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আর হাদীসে যেখানেই হুযূর (সঃ) তাঁর পরে কোন নবী নেই বলেছেন এর অর্থ তাঁর বিরুদ্ধে, তাঁর শরীয়তকে রহিত করে বা তাঁর মর্যাদাসম্পন্ন কোন নবী নেই। তাঁর অনুসরণে ও গোলামীতে নবী থাকা তাঁর মর্যাদার হানিকর নয় বরং বাঞ্ছনীয়। গোলামই প্রভুর আরব্ধ কাজ সমাধা করতে পারে। তাঁর (সঃ) পরে কোন প্রকার নবীই যদি না থাকবে তাহলে তিনি (সঃ) তাঁর ছেলে ইব্রাহীম (আঃ) মারা যাওয়ার পর কেন বলেছিলেন যে, সে বেঁচে থাকলে সত্যবাদী নবী হ'ত। নবী না থাকলে তো তাঁর (সঃ) বলা উচিত ছিল, যে তার মাঝে নবী হওয়ার গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও সে নবী হ'ত না কেন না, আমার পরে নবী নেই। মুন্সী সাহেব বলেছেন, মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর নামের শেষে আহমদ থাকায় এ জামাতের নাম আহমদী হয়েছে। একথা ঠিক নয়। এটা মুন্সী সাহেবের জ্ঞানের স্বল্পতার স্বাক্ষর বহন করে। মুন্সী সাহেব জানেন কি পূর্ববর্তী আহলে কাশ্‌ফ বুযুর্গান তাদের পুস্তকে শেষ যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত জামাতের নাম 'আহমদী জামাত' বলে উল্লেখ করেছেন (হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রাঃ), হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহঃ) প্রমুখ) বৃটিশদের ব্যাপারে হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) বক্তব্য অতি সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে আমাদের পুস্তকাদি পাঠ করুন, অন্যের মুখে ঝাল খাবেন না। পাঞ্জাবে মুসলমানদের ওপরে শিখদের চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের পরে যখন সেখানে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সকলে নির্বিঘ্নে যার যার ধর্ম কর্ম করতে সক্ষম হলো এ প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানের অন্যান্য বড় বড় আলেমের মত তিনি (আঃ)-ও বৃটিশদের শোকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন। কেননা, উপকারীর উপকার কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করাও ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

আল্‌হাজ্ব মুন্সী সাহেব তাঁর ওস্তাদদের অনুকরণে লিখেছেন- মীর্জা গোলাম আহমদ তার রচিত গ্রন্থসমূহে বলেছেন, 'সে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে তিনি নবুওত লাভ করেছেন।' এ কথাটি ডাহা মিথ্যা। আমরা এ ব্যাপারে লানাতুল্লাহে আলাল কাযিবীন পাঠ করছিঃ মুন্সী সাহেবের সৎ সাহস থাকলে তিনিও পাঠ করুন এবং যুগের আলো পত্রিকায় ঘোষণা দিন। আল্লাহ্ সকলকে হেদায়াত দিন।

- নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরা আল্ আনফাল - ৮

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٩

৯। এর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন ও মিথ্যাকে ব্যর্থ করেন অপরাধীরা তা যতই অপসন্দ করুক না কেন।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝١٠

১০। যখন তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট সকাতরে সাহায্য চাচ্ছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে (বল্লেন), 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে এক হাজার[১০৯৯] সারি সারি ফিরিশ্‌তা দিয়ে সাহায্য করবো।[১০৯৯-ক]

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١١

১১। এবং আল্লাহ্ একে (তোমাদের জন্য) কেবল এক সুসংবাদ করে দিয়েছিলেন, আর তোমাদের হৃদয় যেন এতে স্বস্তি[১১০০] লাভ করে। আর প্রকৃত সাহায্য কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসে থাকে; নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (১ রুকূ শেষ)

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١٢

১২। (স্মরণ কর) যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের এক প্রশান্তির তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করছিলেন[১১০১] ও আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন যেন এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন, তোমাদের থেকে শয়তানের[১১০২] অপবিত্রতা দূর করেন, তোমাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করে দেন ও যেন এর দ্বারা তোমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ়[১১০৩] করে দেন।

১০৯৯। ৯৩৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৯৯-ক। একে অন্যের অনুসরণকারী।

১১০০। দেখুন টীকা ৪৭৪।

১১০১। আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১০২। 'শয়তান' শব্দের তাৎপর্য এখানে পিপাসার কষ্টও হতে পারে, এবং একে 'শয়তান আল্ ফালাত' অর্থাৎ মরুভূমির শয়তান বলা হয়। শত্রুরা পূর্বাহ্নেই পানির স্থান দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানদের স্বাভাবিক কারণেই এ ভয় হয়েছিল যে, পানির অভাবে তারা খুবই কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। উক্ত শব্দের মর্ম শয়তানের বন্ধু ও সঙ্গী-সাথীকেও বুঝাতে পারে।

১১০৩। মুসলমান সৈন্যরা বালুময়স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল এবং মক্কার শত্রু সেনারা শক্ত মাটিতে শিবির গেড়েছিল। সময়মত বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মুসলমানদের অবস্থানস্থলে বালি জমে শক্ত হয়ে গেল এবং শত্রুপক্ষের অবস্থান স্থলের মাটি পিচ্ছিল হয়ে গেল।

হাদীস শরীফ

মুসলমানদের মান ইজ্জতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

কুরআন ঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٨٨

অনুবাদ ঃ আমরা তাদের থেকে কোন কোন দলকে (সাময়িক) সুখ-সম্ভোগের যে উপকরণ দিয়েছি এর দিকে তুমি তোমার চোখকে কখনও সম্প্রসারিত করো না, আর তাদের জন্যে দুঃখ করো না এবং মু'মিনদের প্রতি তোমার (সমতার) ডানা ঝুঁকিয়ে রাখ। (সূরা আল্ হিজর ঃ ৮৯)

হাদীস ঃ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া, অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ হ'তে সমস্ত মুসলমান একটি দেহের মত। দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থা (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক এমন এক উম্মত গঠন করতে চেয়েছেন যা সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ হবে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে খায়রে উম্মত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে অভিহিত করেছেন। শ্রেষ্ঠত্ব পেতে হ'লে সকল গুণের অধিকারী হ'তে হবে। তবেই কোন বস্তুর বা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। এ পৃথিবীতে খোদা ছাড়া কিছুই এমন নেই যে স্বনির্ভর বা নিঃসঙ্গ চলতে পারে। কাউকে না কাউকে নিয়ে সবাইকে চলতে হয়। একত্র অবস্থায় সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাহ্যিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে। এক কথায় বলতে গেলে একতাই সকল গুণ একত্রীকরণ ও এর লালনের একমাত্র উপাদান। একতা ব্যতিরেকে কোন ধরনের সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা হুযূর (সঃ) কর্তৃক সকল মুসলমানকে একে অপরের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। সদয় ব্যবহার একতা সৃষ্টির মৌলিক উপাদান। অর্থাৎ সহমর্মিতা, দয়া, সহানুভূতি ও সদয় ব্যবহার মানুষকে একতার দিকে একত্র করে।

হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলছেন, সকল মুসলমান এক দেহের মত। শরীরের কোন অংশ ব্যথিত হলে যেভাবে গোটা শরীর তা অনুভব করে অনুরূপভাবে কোন মুসলমান ব্যথিত হলে গোটা মুসলমান জাতি কষ্ট পায়। উপরোক্ত হাদীসের শিক্ষানুযায়ী মুসলমানগণ যতদিন আমল করেছে ততদিন তারা এ পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। আর যে দিন তারা পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া মমতাকে বিসর্জন দিয়েছে সেদিন থেকে দলাদলি মারামারি হানা-হানিতে লিপ্ত হয়ে এ শ্রেষ্ঠ উম্মত পৃথিবীতে অধঃপতিত জাতি

হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গোটা উম্মতে মুহাম্মাদীয়া আজ ক্ষত-বিক্ষত। মুসলমানগণ দাজ্জাল ইয়া'জূজ মা'জূজের হাতের খেলনা হয়ে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মতের নামকে কলঙ্কিত করছে। সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে অন্যায় অবিচারের প্লাবন বয়ে চলেছে। তবুও মুসলমান জাগ্রত হয় না। কত দিন এভাবে চলবে। কেউ বুঝতে চায় না যে, যত গুণই থাকুক না কেন দয়া সহানুভূতি সহমর্মিতা ও একতা ব্যতিরেকে উন্নতি ও পরিত্রাণ নেই। আর এই একতা ঐশী নেতৃত্ব ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সেই ঐশী নেতৃত্ব যার ছায়াতলে একত্র হয়ে মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরে পাবার সুসংবাদ রয়েছে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এসেছেন সকলকে খিলাফতের ছায়াতলে একত্র করে সহানুভূতি ও মায়া মমতার ডোরে বাঁধতে। একতার প্রতীক বানিয়ে গেছেন তিনি তাঁর জামাতকে। আজ যত শীঘ্র উম্মতে মুহাম্মদীয়া এ পতাকা তলে একত্র হবে তত তাড়াতাড়ি উম্মতে মুহাম্মাদিয়া এর হারানো গৌরব ফিরে পাবে। আল্লাহ্ সকলকে হেদায়াত দিন। (আমীন)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(১৫তম কিস্তি)

আর দেখুন ওদের তৌহীদ বা একত্ববাদ। আর্যসমাজ পরমাণু ও আত্মাগণকে স্বয়ম্ভু স্বীকার করে এদেরকে পরমেশ্বরের অংশীদার করত এদের অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে শুধু এদেরই ওপর আরোপ করছে, অবশ্য এটাও বহু ঈশ্বরবাদ-আর খ্রীষ্টানগণ একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিশ্বাসই পোষণ করছে। (১) তারা বলে, খোদা তিন ব্যক্তি পিতা, পুত্র-পবিত্রাত্মা এবং আমরা তিনকেই এক জ্ঞান করি, একথা বলে একত্ববাদ প্রমাণ করতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এ চেষ্টা বিফল। কারণ তাদের মতেই এ তিন খোদার প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই পৃথকভাবে পূর্ণ খোদা; অতএব তিনই এক। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন অর্থশূন্য উত্তর যুক্তিসঙ্গত বলে মানতে পারে না। কোন্ গণিত বিদ্যানুসারে এ তিন এক হবে? এমন গণিত কোন্ স্কুল বা কলেজে শিক্ষা দেয়া হয়? এমন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তিন, এক কেমনে হবে, তা কোন্ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বুঝাতে পারবেন? যদি বল, এটা মানব-বুদ্ধি বহির্ভূত নিগুঢ়তম রহস্য, তবে একে শুধু এক প্রতারণা, ছলনা ও ধোঁকাবাজী বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ মানুষের বুদ্ধিও কথা বেশ বুঝতে সক্ষম যে, তিন ব্যক্তিকে তিন পূর্ণ খোদা বললে এ তিনকে তিনই সর্বদা বলতে হবে, কখনও এক বললে চলবে না। (চলবে)

(১) কুরআন শরীফের শিক্ষামতে খোদাতাআলা আত্মাগণকে সৃষ্টি করেছেন, ইচ্ছা করলে এদেরকে ধ্বংসও করতে পারেন। মানবাত্মা শুধু তার দয়াতেই অনন্ত জীবনপ্রাপ্ত হয়। এরা আপন আপন ব্যক্তিগত শক্তিবলে অনন্তকাল বাঁচতে পারে না। তজ্জন্যই, যারা খোদাকে পূর্ণপ্রেমে প্রেম করে, তাঁর আদেশ পূর্ণরূপে পালন করে, সর্বদা তাঁর আজ্ঞাবহ থাকে, কৃতজ্ঞতা ও পূর্ণ সততাসহ তাঁরই দ্বারে সদাসর্বদা অবনত মস্তক থাকে, তিনি তাদেরকে এক বিশেষ পূর্ণজীবন প্রদান করেন। ইহলোকেই তাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলোকে বিশেষ সতেজ ও বলবান করেন। তাদের প্রকৃতিতে এমন এক নূর বা জ্যোতিঃ সৃষ্টি করেন যে, এর বলে তাদের স্বভাবে নবজ্যোতিঃ ও নতুন আলোক জ্বলে উঠে। মরণের পর ইহলোক অর্জিত এ আধ্যাত্মিকশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারা ঈশ্বরপ্রদত্ত ঐশ্বরিক সম্বন্ধ বলে আসমানে উন্নীত হয়। একেই শরীয়তের ভাষায় 'রাফা' বা স্বর্গারোহণ বলে; কিন্তু যে ব্যক্তি কাফির বা অবিশ্বাসী হয়, যার সম্বন্ধে খোদার সাথে পবিত্র ও নিষ্পাপ নয়, সে এ জীবন লাভে সমর্থ হয় না। সে সজীব নয়, সে মৃত ও নির্জীব। খোদাতাআলা যদি আত্মার সৃষ্টিকর্তা না হতেন, তবে স্বীয় শক্তিবলে মু'মিনও কাফিরের (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর) মাঝে ও পার্থক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন না।

অনুবাদ - মোঃ আজিমউদ্দীন
চলিতকরণ ও সম্পাদনা - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

আল্লাহ্‌র 'রাফত ও রহমানিয়ত' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ২৪ জানুয়ারী, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) সূরা তওবার ১১৭নং আয়াত পাঠ করে খুতবা প্রদান করেন।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ নবী এবং সেসব মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেছেন, যারা সংকটপূর্ণ সময়ে তাঁর আনুগত্য করেছিল-তাদের মাঝে একদলের হৃদয় বক্র হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরও তিনি তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়াময় (সূরা তাওবা ঃ ১১৭)।

আল্লাহ্‌র সিফত রা'ফত ও রহমানিয়ত সম্পর্কে কিছুদিন থেকে আলোচনা করছি আরো কিছু দিন এ বিষয়ে আলোচনা চলবে, ইনশাআল্লাহ্ যতদিন তিনি পসন্দ করেন।

'সাআতিল উসরাতে' বলতে কী বুঝায়? হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তাবুকের যুদ্ধে প্রচন্ড গরমের কারণে আমরা খুব কষ্টে পড়ে গিয়েছিলাম। পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা সবাই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, শেষকালে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তিনি হযরত আবূ বকরকে বললেন, কী বল তুমি? আমি কি দোয়া করব? হযরত আবূ বকর বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তারপর আঁ হযরত (সঃ) দোয়ার জন্য হাত তুললেন। যতক্ষণ হুযূর দোয়া শেষ করে হাত নামালেন ততক্ষণে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে এবং শীঘ্রই বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম যার কাছে যে পাত্র ছিল সব ভরে নিলেন। তারপর আমরা মেঘ খুঁজে পাচ্ছিলাম না- এতদূরে সরে গিয়েছিল।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আমরা তাবুকের যুদ্ধে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। সবাই ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লে উট

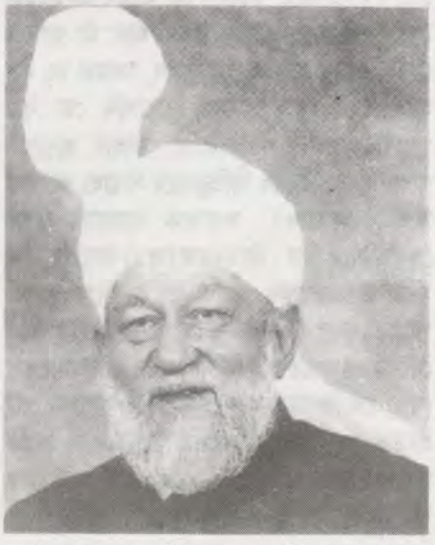

জবাই করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল হুযূর (সঃ)-এর কাছে। হযরত উমর (রাঃ) পরামর্শ দিলেন, উটের সংখ্যা কম এবং এর প্রয়োজন বেশি, তাই উট জবাই করা সমীচীন হবে না। আঁ হযরত (সঃ) উমরের পরামর্শ পসন্দ করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের যার কাছে যা কিছু আছে সব এনে আমাকে দাও। কেউ রুটি, কেউ খেজুর, যার কাছে যা ছিল সবাই এনে দিলেন। আঁ হযরত (সঃ) যা কিছু পেলেন, খাদ্য-দ্রব্য বা খাদ্য-শস্য সব একত্র করলেন এক পাত্রে। তারপর হুযূর (সঃ) দোয়া করলেন এবং সবাইকে বললেন, যে যতটা নিতে পার নিয়ে যাও। সবাই নিজ নিজ পাত্র ইত্যাদি ভরে ভরে নিয়ে গেলেন। তারপরও বাকী থেকে গেল খাদ্যদ্রব্য। (তফসীর আল্ জামে' লেআহকামেল কুরআন, কুরতবী)

এটাকে একতেদারী মু'জিযা বলা হয় যাতে কোন বস্তু বা কোন কিছুর প্রবেশ নেই। যেমন হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাতের দুধের গ্লাসের দুধ বৃদ্ধির ঘটনা হয়েছিল। আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-এর হাতে এ ধরনের মু'জিযা প্রদর্শন করেছেন।

তারপর কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে একজন রউফ ও রহীম মহান রসূল হয়ে এসেছেন, তোমাদের কষ্ট তার জন্য দুঃসহ। সে তোমাদের অতি শুভাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি সে পরম করুণাময় ও দয়াময় (সূরা তওবা ঃ ১২৮)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা দয়া কর, যারা দয়াবান তাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করেন" (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফীর রহমাতে)।

ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, সালেম তাকে বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি কোন ভাইয়ের কোন অভাব দূর করলে আল্লাহ্ তার অভাব পূরণ করে দেন" (মুসলিম, কিতাবুল্ বের্‌র ওয়াস্ সেলাহ্ ওয়াল আদব)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইহজাগতিক কোন অস্থিরতা বা ব্যথা দূর করেছে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার অস্থিরতা ও কষ্টকে দূর করবেন" (মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) যার মাঝে তিনটি কথা আছে আল্লাহ্ তার জন্য রহমতের চাদর প্রসারিত করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ (১) দুর্বলদের প্রতি করুণা প্রদর্শন (২) পিতামাতার প্রতি ভালবাসা ও সদয় ব্যবহার করা (৩) চাকর ও দাসদের প্রতি অনুগ্রহ করা (তিরমিযী, বাব সিফাতুল জান্নাহ্)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, "একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়নাস্বরূপ হয়ে থাকেন" এবং এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই হন। নিজ ভাইয়ের ধন-মাল নষ্ট করা থেকে বিরত হও এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের দেখাশুনা কর" (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব)।

'আয়না'-র হাদীসটি বিশেষভাবে অর্থবোধক। আয়না যদি স্বচ্ছ হয় তবে চেহারার সকল দাগ চোখে পড়ে যায় এবং কেবল সে নিজের চেহারার দাগ দেখে, যে এর সামনে দাঁড়ায়। অন্য কেউ

দেখে না। যখন সে এথেকে সরে যায় তখন আর সেই আয়নায় তার কোন দাগ থাকে না ফলে অন্য কেউ আয়নায় তার দাগ দেখে না। সুতরাং মু'মিনেরও এটাই কাজ যে, সে বড় আন্তরিকতার সাথে পৃথক করে নিজ ভাইকে তার দুর্বলতার কথা জানিয়ে দেয়। এমনভাবে জানায় এমন ভাষায় বলে যেন তার ভাই রাগান্বিত হ'তে না পারে। কারণ কোন ব্যক্তি নিজ চেহারার দাগ দেখে রাগ করে আয়না ভাঙ্গে না। বরং যত ভাল আয়না হয় তত যত্ন সহকারে তাকে রাখে। অতএব মু'মিনও এমন হয়। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, একজন মু'মিন অপর ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। নিজ ভাইকে বড় সাবধানতার সাথে তার দুর্বলতার কথা বল যেন সে নিজ দুর্বলতার কথা জেনে যায় কিন্তু রাগান্বিত না হয় আর অন্য কেউ সে কথা জানতেও পারে না।"

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) মেম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে, উচ্চস্বরে বলেছিলেন, "তারা (অনেকে) মৌখিকভাবে ঈমান এনে মুসলমান তো হয়ে গেছে- কিন্তু তাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে না, তাদের দুর্বলতার কথা কাউকে বলবে না। তাদের দুর্বলতা খুঁজে খুঁজে বের করবে না। কারণ যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ্ তার দুর্বলতা প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ যখন কারো দুর্বলতা প্রকাশ করতে চান তখন সে শত চেষ্টা করেও তা লুকিয়ে রাখতে পারে না" (তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাহ্)।

হযরত আবূ যর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সামান্য পরিমাণ পুণ্য কর্মকেও সামান্য বা তুচ্ছ মনে করবে না। নিজ ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বল" (মুসলিম, কিতাবুল আদব)।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দাস বা চাকরদের প্রতি বড়ই মমতাশীল ও দয়াপরবশ ছিলেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন, "তিনটি বিষয় (বা আচরণ) যার মাঝে আছে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে নিজ নিরাপত্তায় ও নিজ রহমতে ঘিরে রাখেন। এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (১) দুর্বলদের প্রতি যারা দয়ালু (২) পিতামাতার প্রতি ভালবাসা রাখে (৩) দাস ও চাকরদের প্রতি সদয় আচরণ করে" (তিরমিযী, বাব সিফাতুল কিয়ামাহ্)

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "যখন কোন ভৃত্য তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসে, তুমি যদি তাকে নিজের সাথে খেতে বসাতে না পার, তবে কমপক্ষে দু'এক গ্রাস তাকে খাবার জন্য দিয়ে দাও, কারণ সে তোমার জন্য পরিশ্রম করেছে" (বুখারী)।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা যায়েদ হারসা ও চাচা যখন জানতে পারলেন যে, যায়েদ আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে থাকেন তখন তারা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমত এসে বললেন, 'আমরা বড় দূর হতে খবর পেয়ে এসেছি। আপনি তো বড় পুণ্যবান পুরুষ, গরীবের ও অসহায় মানুষের খাবার দেন, তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। অতএব আমাদের সন্তানকে আমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দিন। আঁ হযরত (স ঃ) বললেন, বড় খুশী ও আনন্দের সাথে তাকে নিয়ে যেতে পারেন। তবে আপনাদের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দেখেন সে যেতে চায় কি না। যখন হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হোল, তিনি বললেন, আঁ হযরত (সঃ) আমাকে অনুমতি দিয়েছেন যে, আমি যদি চাই তবে আপনাদের সাথে যেতে পারি আর যদি না যেতে চাই তবে না-ও যেতে পারি।

এখন আমার মতামত এই যে, আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর চেয়ে দয়ালু স্নেহশীল মানুষ আর দেখি নি, অতএব হে আমার পিতা ও চাচা! আপনারা ফেরত চলে যান। আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর দাস হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করি।"

হযরত যায়েদের (রাঃ) আব্বা ও চাচা দুঃখ করে বললেন, তুই এমন ছেলে যে, স্বাধীনতার উপরে দাসত্বকে শ্রেয় মনে করিস! হযরত যায়েদ বললেন, আমি যে দাসত্বকে গ্রহণ করেছি এমন দাসত্বের খাতিরে হাজার হাজার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়া যায়। যে ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর দাসত্ব লাভ করে সে তো সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা ভোগ করে। এ ঘটনার পর আঁ হযরত (সঃ) ঘোষণা করলেন, আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে এবং যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে পরিচয় দিবে। তারপর সূরা আহযাবের আয়াত, "মুহাম্মদ কোন পুরুষের পিতা নন" নাযেল হওয়ার পর আর এ নামে ডাকা হয় নি (তবকাতে কবীর ঃ ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪২)।

একবার রাবেয়া আসলামীর সেবাকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে আঁ হযরত (সঃ) তাকে কোন বিশেষ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করলেন। বললেন, চাও, কি চাইবে। সেই ভাগ্যবান যুবক বললেন, জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, আরো কিছু চাও। সে বলল, বাস, আর কিছু না। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তুমি যাকে ভালবাস জান্নাতে তুমি তার সাথে থাকতে পারবে। তবে অনেক সিজদাহ্ ও নামায দিয়ে আমাকে সাহায্য কর যেন তোমার এ ইচ্ছা পূরণ হয়' (মুসলিম, কিতাবুস সলাহ্, বাব ফযলেস সুজুদ)।

আঁ হযরত (সঃ) নিজ দৌহিত্র ইমাম হুসেইন এবং দাস পুত্র হযরত উসামা বিন যায়েদকে কোলে নিয়ে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্ আমি এদেরকে ভালবাসি, তুমিও এদেরকে ভালবাস" (বুখারী, কিতাবুল মনাকেব যিক্‌রো উসামা)।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, "যাহের নামের এক বেদুঈনে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে মরুভূমি অঞ্চলের কিছু কিছু জিনিস উপহার এনে দিতেন। তিনি ব্যক্তি দেখতে বড় কুশ্রী ছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) তার উপহার গ্রহণ করতেন এবং তাকেও হুযূর (সঃ) উপহার দিতেন এবং বলতেন, 'এ আমার বেদুঈন ভাই।' একবার সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) পেছন থেকে এসে তার চোখে হাত রাখলেন। তিনি তো সাথে সাথে বুঝে নিয়েছিলেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-ই হবেন! আর কে হতে পারে যে তার সাথে এমন স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিবেন! কিন্তু সে না বুঝার ভান করে নিজের পিঠ আঁ হযরত (সঃ)-এর বুকের সাথে ঘসতে লাগলেন এবং হুযূর (সঃ)-এর পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। আঁ হযরত (সঃ) ঘোষণা দিলেন, 'আমার একজন দাস আছে- আমি বিক্রি করতে চাই কেউ আছে যে কিনবে?" তিনি বললেন, 'আমাকে কে কিনবে হুযূর আমি তো অত্যন্ত কম দামের লোক।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, দেখ, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তুমি বহু মূল্যবান। অতএব যারা কিনতে চায় তারা যেন জেনে নেয় যে, তুমি আল্লাহ্‌র বড় প্রিয়" (মুসনাদ আহমদ)।

একজন স্ত্রীলোক হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে হাতে বুনানো চাদর নিয়ে আসলেন। বললেন, 'আমি বড় আন্তরিকতার সাথে আপনার জন্য নিজ হাতে এ চাদরখানা বুনেছি।' হুযূর (সঃ) সেই চাদর গ্রহণ করে পরিধান করলেন। কিন্তু একজন সাহাবী বললেন, হুযূর আমাকে এ চাদরখানা দিবেন কি? আঁ হযরত নিজ ঘরে গিয়ে সেই চাদর বদল করে অন্য চাদর পরে আসলেন এবং সেই চাদর তাকে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম অসন্তুষ্ট হলেন যে, তুমি এ কি কাজ করলে? এ চাদর তুমি নিয়ে নিলে যা সে হুযূর (সঃ)-এর জন্যে বড় আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে প্রস্তুত করেছিল? সেই সাহাবী বললেন, দেখ, আমি তো এই চাদর কেবল এজন্য চেয়েছি যে, এ চাদর দিয়ে আমার

কাফনের কাপড় হবে। আমি এতে করে কবরে দাফন হতে চাই" (বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু)।

হযরত খারেজা বিন যাদে বিন সাবেত নিজ চাচা ইয়াযিদ বিন সাবেত হতে রেওয়ায়াত করেছেন, "তিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) পথিমধ্যে একটি নতুন কবর দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কার কবর? কে মারা গেল? সাহাবা বললেন, 'অমুক মহিলার কবর।' হুযূর চিনতে পারলেন, বললেন, 'তোমরা আমাকে আগে বল নি কেন?' সাহাবা আরয করলেন, 'হুযূর, আপনি বিশ্রাম করছিলেন, তখন ডাকা সঙ্গত মনে করি নি আমরা'।

আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'এ বেচারী গরীবের জানাযার জন্য আমাকে খবর দেয়া উচিত ছিল। তারপর হুযূর (সঃ) তার কবরে দাঁড়িয়ে তার জন্য দোয়া করলেন" (সুনানে নেসায়ী)।

আঁ হযরত (সঃ) নিজ দাসদের জন্যও মমতাশীল ও দয়ালু ছিলেন। অসাধারণ ভালবাসা ও স্নেহ-পরবশ ছিলেন। এক ব্যক্তির সম্পর্কে রিপোর্ট হয়েছে যে, সে তার গোলামকে থাপ্পর মেরেছিল। এটা দেখে সোয়ায়েদ বিন মুকারেরন তাকে বললেন, আমরা একবার বনী মুকারেরনের ৭ জন ছিলাম। আমাদের কাছে মাত্র একজন দাসী ছিল। আমাদের মাঝে যে ছোট ছিল সে সেই দাসীকে থাপ্পর মেরেছিল। এর বিচারে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, সেই দাসীকে মুক্ত করে দাও" (মুসলিম, কিতাবুল্ ঈমান)।

হযরত আবূ মাসুদ (রাঃ) যিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, বর্ণনা করেছেন, একবার আমি আমার এক দাসকে চাবুক দিয়ে পিটাচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'হে আবূ মাসুদ! স্মরণ রাখ, হে আবূ মাসুদ! স্মরণ রাখ'। আমি বুঝতে পারলাম কে আমাকে ডেকেছেন। আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখলাম, আঁ হযরত (সঃ) বলছেন, 'হে আবূ মাসুদ!' আমি ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি আর কখনও তাকে মারব না।" অপর রেওয়ায়াতে আছে যা বেশি গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়াত; 'আবূ মাসুদ বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র জন্য তাকে মুক্ত করে দিলাম।" আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "তাকে যদি মুক্তি না দিতে তাহলে তুমি আগুনের আযাবে জ্বলতে" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

হযরত মা'আরুর বিন সোবেদ রেওয়ায়াত করেছেন, "হযরত আবূ যার (রাঃ)-কে আমি খুব সুন্দর পোশাকে দেখলাম, এবং তাঁর গোলামকে অনুরূপ কাপড় পরা দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কেন? তিনি (রাঃ) বললেন, আঁ হযরত (সঃ) কে বলতে শুনেছি, 'তুমি নিজে যা পর গোলামকেও তাই পরাও, নিজে যা খাও গোলামকেও তাই খাওয়াবে।" যেদিন থেকে আঁ হযরত (সঃ)-এর এমন কথা শুনেছি সেদিন থেকে আমি নিজে যা পরি গোলামকেও তাই পরাই আর নিজে যা খাই তাকেও তাই খাওয়াই।" এছাড়া আঁ হযরত (সঃ) একথাও বলেছেন, 'গোলামকে এমন কঠিন কাজ দিও না যে কাজ করা তার ক্ষমতার বাইরে। আর যদি কোন কঠিন কাজ তাকে দাও, তবে নিজেও তাকে অমন কাজে সাহায্য কর" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

হযরত হেশশাম্ (রাঃ) নিজ পিতার রেওওয়াত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার হযরত হাকীম বিন হেযাম কিছু গয়ের আরব কৃষকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাদেরকে (শাস্তি দিতে) রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। হেশ্‌শাম জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? উত্তরে বলা হোল, জিযিয়ার কারণে তাদেরকে এমন আটক করে রাখা হয়েছে। একথা শুনে হেশ্‌শাম বললেন, 'আমি সাক্ষী দিচ্ছি, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যারা পৃথিবীতে মানুষকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দিবেন" (মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র)।

শ্রমিক, মজুরদের জন্যও আঁ হযরত (সঃ) বড়ই দয়াময় ছিলেন। বলেছেন, "শ্রমিকদেরকে তাদের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দিবে" (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুর্ রেহান)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষ থেকে কিয়ামতের দিন কঠিনভাবে তাদের কৃত-কর্মের হিসাব নিবঃ (১) এমন যে, আমার নামে কাউকে আশ্রয় দিয়ে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (২) এমন যে, কোন স্বাধীন (কৃতদাস নয়) মানুষকে ধরে নিয়ে অন্যত্র দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয় এবং বিক্রিলব্ধ টাকা খেয়ে ফেলে। (৩) এমন যে, কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে এবং পুরোপুরি তার থেকে শ্রম নেয় কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক পুরোপুরি দেয় না" (বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু)।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রথম তাঁর তফসীর থেকে একটি উদ্ধৃতি পড়ছি ঃ

"আযীয এবং হারিস শব্দদ্বয় দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অপরিসীম অনুগ্রহে আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্‌র সিফত 'রহমান'-এর বিকাশস্থল হয়েছেন। ফলতঃ হুযূর (সঃ)-এর ব্যক্তিত্ব সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়েছেন। সমস্ত প্রাণী জগতের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য, কাফির বা মু'মিন সকলের জন্যই তিনি রহমত। বলা হয়েছে, 'বিলমু'মিনীনা রউফুর রহীম' (রূহানী খাযায়েন; ১৮তম খন্ড; পৃঃ ১১৭-১১৮) (মু'মিনদের জন্য তিনি (সঃ) রউফুর রহীম (মমতাময়, দয়াময়) তথা আল্লাহ্‌র সিফত হুযূর (সঃ)-কেও দেয়া হয়েছে।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ খাদেমদের (সেবক) সাথে অতি দয়ালু ও মমতায় ভরা আচরণ করতেন। হযরত হাফেয রওশন আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "অনেক সময় আমি রাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পা টিপতে টিপতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম। তিনি আমাকে তখন আর জাগাতেন না। আমি ঘুমিয়ে থাকতাম, জানতাম না হযরত (আঃ) কী করতেন। তাহাজ্জুদ নামাযেও হুযূর খুব আস্তে আস্তে উঠে ওযূ করে তাহাজ্জুদ পড়তেন। আমি জানতে পারতাম না। তবে দোয়ার সময় হযরতের হৃদয় বিদারক দোয়ার মাঝে কিছু কিছু শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং আমি আগ্রত হয়ে লজ্জিত হতাম। আমার ঘুম যদি না ভাংত তবে হযরত সাহেব আযানের পরে ফজরের নামাযের পূর্বে আমাকে জাগাতেন এবং নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে যেতেন"।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার গরমের দিন ছিল হযরত আকদসের পরিবার লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। আমি হযরত সাহেবের সাথে দেখা করতে ভেতরে গেলাম, কামরা নতুন বানানো হয়েছিল, ভিজা ছিল, ঠান্ডা মনে হচ্ছিল। আমি একটি দড়ির খাটের উপরে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হযরত সাহেব কোন বই লিখছিলেন এবং হাঁটতে হাঁটতে লিখছিলেন। হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম, একি! আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি? তারপর দেখি হযরত সাহেব নীচে মেঝেতে ঘুমাচ্ছেন? আমি চমকে উঠে দেখে হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত (আঃ) বড় আদর স্নেহের সাথে আমাকে বললেন, মৌলভী সাহেব! কি হ'ল, কেন উঠে পড়লেন? আমি আরয্ করলাম, খাদেম খাটের উপর ঘুমাচ্ছে আর প্রভু মেঝেতে শুয়েছেন! এ কি করে হতে পারে? হযরত (সাঃ) মৃদু হেসে বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেন; আমি তো আপনাকে পাহারা দিচ্ছিলাম; ছোট শিশুরা কেউ যেন শোরগোল করে আপনার ঘুম নষ্ট না করে দেয়" (সীরাতে তৈয়্যবা. হযরত মির্যা বশীর আহমদ পৃঃ ৭-৭১)।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) গুরুদাসপুর হতে একখানা পত্র নিয়ে হযরতের খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। হযরত সাহেব তাকে বসালেন এবং সাথে সাথে শরবতের গ্লাস এনে পান করালেন, মেহমানদারী করলেন। তারপর হযরত সাহেব যখন ফেরত আসলেন, দেখেন মুফতী সাদেক সাহেব সফরের ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মুফতী সাহেবের চোখ খুললে পরে দেখলেন, হযরত (আঃ) হাত-পাখা দিয়ে মুফতী সাহেবকে বাতাস করছেন। বললেন, 'তুমি ক্লান্ত-একটু ঘুমিয়ে নাও, ভাল লাগবে।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একজন বিশিষ্ট অনুগত সাহাবী হযরত হাফেয নূর আহমদ ব্যবসায়ী ছিলেন। একবার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হঠাৎ অনেক বড় লোকসান হয়ে গিয়েছিল, তার ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত হাফেয সাহেব এসে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে কিছু টাকা চাইলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হাফেয সাহেবের সামনে একটি ছোট্ট বাক্স খুলে দিয়ে বললেন, যত টাকা প্রয়োজন মনে করেন এখান থেকে নিয়ে নিন। হাফেয সাহেব যতটা সংগত মনে করলেন নিয়ে নিলেন। কিন্তু হযরত সাহেব বল্লেন, নিঃসন্দেহে যত টাকা এতে আছে সবগুলো টাকা নিতে পারেন। হাফেয বর্ণনা করেছেন, আমি সামান্য কিছু টাকা নিয়ে দিলাম। যদি হযরত সাহেব বলছিলেন, সব টাকা নিয়ে নিতে পারি।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খুবই সহজ সরল মানুষ ছিলেন। একবার ১৮৯৭ইং সনে হযরত সাহেব মুলতান যাবার পথে লাহোরে দু'দিন অবস্থান করেছিলেন। এখানে একজন অতি সাধারণ গরীব, অশিক্ষিত আহমদী সুফী আহমদ দীন ডোরী (রাঃ) হযরত (আঃ)-কে নিজ গৃহে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং হযরত সাহেব তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার বাসায় গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন।

হযরত মেহের হামেদ আলী (রাঃ)-এর বাড়ী কাদিয়ানের কিছুটা বাইরে ছিল। মেহের হামেদ আলী কৃষিজীবী ছিলেন। তার বাড়ীর বাইরে, পথের আশে পাশে বহু আবর্জনা পড়ে থাকত। বাড়ীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা ছিল না। গরু মহিষের গোবর এবং এ ধরনের আবর্জনায় ভরা থাকত। মেহের হামেদ আলী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হযরত (আঃ) তাকে দেখতে তার বাড়ী গেলেন। যেসব সাহাবা সাথে ছিলেন তারা সেই বাড়ীর পরিবেশ আবর্জনা, দুর্গন্ধ ইত্যাদির জন্য কষ্টবোধ করছিলেন। কিন্তু হযরত সাহেবের কথা-বার্তায় বা হাবভাবে কোন প্রকার আভাষ পাওয়া গেল না যে, হযরত দুর্গন্ধ ইত্যাদির কারণে কষ্ট পেয়েছেন। হযরত আকদস যখনই যেতেন তার সাথে খুব সহানুভূতি ও হৃদ্যতার সাথে কথা বলতেন অনেকক্ষণ। রোগ সম্পর্কে অনেক কথা বলতেন। রোগীকে সান্ত্বনা দিতেন ও খুশী করতেন। চিকিৎসার জন্য ঔষধ-পথ্য সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগী হওয়ার কথাও বলতেন।

বাহ্যতঃ মেহের হামেদ আলী সাহেব জামাতের একজন অতি সাধারণ সদস্য হওয়ার চাইতে বেশি কিছু ছিলেন না। কিন্তু হযরত (আঃ) এত যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে তার খোঁজ-খবর করতেন যেমন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা পরিবারের সদস্য।

একবার হযরত ইরফানী সাহেব (রাঃ) প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হযরত (রাঃ) বিশেষভাবে ইরফানী সাহেবের জন্য মনোযোগ সহকারে দোয়ারত হলেন এবং চিকিৎসা বা ঔষধও দিলেন। কয়েকবার নিজ হাতে ঔষধ প্রস্তুত করে পাঠালেন। প্রতিদিন দু'বার তিনবার খোঁজ খবর নিতেন। আল্লাহ্‌র ফযলে ইরফানী সাহেব আরোগ্য লাভ করেছিলেন। ইরফানী সাহেব বলতেন, "আমি এমন যত্ন এমন আন্তরিকতা কোথাও কখনও পাই নি, নিজ গৃহেও নয়। অতএব আমি হযরতের ভালবাসায় অভিভূত"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সুন্নত ছিল, কারো অসুস্থতার খবর পেলে নিজে দেখতে যেতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং তাঁর (আঃ) চেহারায় ক্লান্তি ও বিরক্তির ছাপ পড়ত না।

একবার হযরত মৌলভী আব্দুল করীম (রাঃ) বললেন, হযরত সাহেব এভাবে কোন ব্যক্তির পাশে এত সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, এ তো অনেক কষ্টকর পরিশ্রম এবং অনেক সময়ও ব্যয় হয়ে যায়। একথা শুনে হযরত সাহেব বললেন, 'এ কাজ ও অন্যান্য (গুরুত্বপূর্ণ) কাজের মতই (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ। এরা অসহায় মানুষ এখানে কোন হাসপাতাল নেই। অতএব আমি এসব মানুষের জন্য সকল প্রকার, বনজ, ইংরেজী, ইউনানী ঔষধ দূরের থেকে আনিয়ে রাখি। ... এ কাজে মু'মিনকে অলস বা অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়।"

অপর একটি রেওয়ায়াত আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব অথবা অন্য কেউ রেওয়ায়াত করেছেন এ সময় স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে বলা হয়েছে মৌলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পা টিপছিলেন। এক সময় হযরতের (আঃ) পকেটে ইটের একটি টুকরা পাওয়া গেল। মৌলভী সাহেব তো বড় আশ্চর্য হলেন যে, কী ব্যাপার হযরতের পকেটে ইটের টুকরা কেন? হযরত (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ সম্পর্কে হযরত সাহেব বললেন, আমার ছেলে তার খেলার জিনিস আমার কাছে আমানত রেখে গেছে। এটাকে পকেটেই রেখে দাও। যদি ছেলে এসে আবার খুঁজে না পায়? আমি তার আমানতের খেয়ানত করতে পারি না। দেখুন হযরত সাহেব শিশুদের কতটা সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন।

একবার এক ছেলে হযরত সাহেবের লিখিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি জ্বালিয়ে দিয়েছেন। হযরত কোন ক্রোধ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। বলেছেন, যা জ্বলে গেছে, আল্লাহ্ এর চেয়ে ভাল কিছু লেখার তৌফীক দিতে পারেন। কোন ফকীরের (ভিক্ষুকের) শব্দ শুনলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অধীর হয়ে পড়তেন, সে যেন খালি হাতে ফেরত চলে না যায়। একবার এক ফকীরের ডাক শুনে তিনি বেরিয়ে আসলেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে সামান্য দেরী হয়ে গেল বেরুতে। এসে দেখেন ফকীর চলে গেছে। হযরত বড় কষ্ট পেতে থাকলেন। অস্থির হয়ে পড়লেন যে, ফকীরকে কিছু দেয়া হোল না। সে চলে গেল। তিনি পায়চারী করতে থাকলেন, সে ফকীর হয়ত আবার আসবে যদি আসে তবে যেন দেরী না হয়। সত্যিই ফকীর একটু পরেই আবার আসল, হযরত তাকে তার দাবী পুরো করে দিলেন।

একবার ঈদের সময় এক ফকীর এসে হযরত সাহেবকে বলল, আপনার কাছে যা আছে তা সব আমাকে দিয়ে দিন। হযরত (আঃ)-এর কাছে যা ছিল হযরত নির্দ্বিধায় সব দিয়েছিলেন তাকে।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ প্রভু প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুরূপ অত্যধিক মমতাশীল, গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মমতাময় ছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে (আঃ) ইহকাল ও পরকালে সর্বোত্তম পুরস্কার দিন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(৮ম কিস্তি)

ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের সুরক্ষার সমর্থনে ইঞ্জিলে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা দেখতে পাই সেগুলোর একটি হচ্ছে কবর থেকে বার হবার পর গালীলের দিকে তাঁর দূর-দূরান্তের সফর, যে সফরে তিনি রোববার সকালে প্রথমে মরিয়ম মগ্দালীনের সাথে দেখা করেন। মরিয়ম তৎক্ষণাৎ হাওয়ারীদের (অর্থাৎ শিষ্যদের) সংবাদ দেন যে, মসীহ্ জীবিত আছেন। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করলো না। তারপর হাওয়ারীদের দু'জন গ্রামের দিকে যাবার পথে তাঁকে দেখতে পেলো। আর সব শেষে ঐ এগারজন (শিষ্য) আহার করতে বসলে হযরত মসীহ্ তাদের মাঝে উপস্থিত হন এবং তাদের ঈমানের দুর্বলতা ও হৃদয়ের কঠোরতার জন্য তাদেরকে তিরস্কার করেন (মার্ক ১৬ঃ৯-১৪)। আর মসীহ্র শিষ্যরা যাত্রা পথে যিরূশালিম থেকে পৌনে চার মাইল দূরবর্তী ইম্মায়ুস নামক পল্লীর দিকে যখন এগোচ্ছিল তখন মসীহ্ তাদের সাথে এসে মিলিত হন। এরপর তারা সে গ্রামের কাছাকাছি পৌছলে মসীহ্ তাদের কাছ থেকে পৃথক হবার উদ্দেশ্যে যখন সামনে এগিয়ে যেতে চান, তখন তারা তাঁকে যেতে দিল না ও তাঁর পথ রোধ করে বললো, 'এ রাত আমরা একত্রে অবস্থান করবো।' এরপর তিনি তাদের সাথে বসে আহার করেন এবং মসীহ্সহ তারা সকলে ইম্মায়ুস নামক গ্রামে রাত যাপন করেন" (লূক ২৪ঃ১৩-৩১)।

অতএব এসব কাজ, যেমন- পানাহার, নিদ্রাগমন এবং যিরূশালিমের প্রায় সত্তর মাইল দূরবর্তী গালীলের দিকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম যা কেবল সাধারণ পার্থিব মানব - দেহেরই কাজ, তা হযরত মসীহ্র মরণোত্তর পারলৌকিক দেহের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল বলে যে ধারণা কারা হয় তা সুস্পষ্টতঃ একেবারেই অসম্ভব ও অযৌক্তিক বৈ কিছু নয়। অথচ মানুষের স্বকীয় ধ্যান-ধারণার প্রবণতা অনুযায়ী ইঞ্জিলগুলোর এসব বর্ণনায় বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটা সত্ত্বেও আক্ষরিকভাবে এখন এর যেটুকুই বিদ্যমান আছে তা থেকেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) এ নশ্বর ও সাধারণ দেহেই তাঁর শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, গালীলের দিকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, শিষ্যদেরকে তাঁর দেহের ক্ষতগুলো দেখান এবং রাতের বেলায় তাদের মাঝে বসে একসাথে খাবার খান এবং একত্রেই নিদ্রা যান। পরে আমি এ-ও প্রমাণ করবো, তিনি তাঁর ক্ষতগুলোতে এক মলম ব্যবহার করে এর চিকিৎসা করেন।

অতএব এস্থলে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এক অলৌকিক গৌরবময় ও চিরস্থায়ী দেহ পাওয়ার পর অর্থাৎ সেই অবিনশ্বর দেহ লাভের পর, যা পানাহারমুক্ত হয়ে চিরকাল খোদাতাআলার দক্ষিণ হস্তে উপবিষ্ট হওয়ার উপযোগী সব ধরনের দুঃখ-বেদনা, দুর্বলতা ও দোষমুক্ত এবং অনাদি ও অনন্ত খোদার প্রতাপে রঞ্জিত হয়েও কি তা এত ত্রুটিযুক্ত ছিল যে, এতে ক্রুশ ও পেরেকের তাজা জখমগুলো বিদ্যমান, যা থেকে রক্ত ঝরছিল আর সেই সাথে ব্যথা ও যন্ত্রণাও ছিল এবং এর (নিরাময়ের) জন্য একটি মলমও প্রস্তুত করা হয়েছিল- সেই অসাধারণ গৌরবময়, চির অক্ষত নিখুঁত সুস্থ ও অপরিবর্তনীয় এক দেহ পাবার পরও তা যে কত রকম দোষ-ত্রুটিতে ভরা ছিল মসীহ্ নিজেই শিষ্যদেরকে তাঁর দেহের হাড়-মাংস দেখালেন। শুধু তাই নয়, বরং ইহলৌকিক নশ্বর মানবদেহের সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলী, যেমন- ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টেও তা জর্জরিত ছিল। নইলে, গালীল সফরকালে অহেতুক পানাহার ও নিদ্রাযাপনেরই বা তাঁর কী প্রয়োজন ছিল? নিঃসন্দেহে ইহজাগতিক নশ্বর মানবদেহের জন্যই ক্ষুধা ও পিপাসাও এমন এক কষ্ট যা সীমাতিরিক্ত হলে মানুষ মারা যেতে পারে। অতএব সন্দেহাতীতভাবে সত্য, হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশে মারা যান নি এবং অলৌকিক নূতন কোন গৌরবময় দেহও লাভ করেন নি, বরং তিনি এক মৃত্যুতুল্য সঙ্গাহীন অবস্থায় ছিলেন। তারপর আল্লাহ্র অনুগ্রহে ঘটনাক্রমে তাঁকে যে কবরটিতে রাখা হলো তা এ দেশীয় কবরের ন্যায় ছিল না বরং তা ছিল এক জানালাবিশিষ্ট কক্ষ। সে যুগে ইহুদীদের মাঝে কবরকে হাওয়াদার ও প্রশস্ত কামরার মত করে বানাবার প্রচলন ছিল। আর এতে একটি জানালা রাখা হতো। এ ধরনের কবর আগে থেকে তৈরী করে রেখে দেয়া হতো। সুতরাং ইঞ্জিলগুলো এর স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে, যেমন লূকের ইঞ্জিলে লিখা আছে ঃ "সপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ রবিবার প্রত্যুষে তারা যে সুগন্ধি প্রস্তুত করেছিল তা নিয়ে কবরের পাশে উপস্থিত হলো। তাদের সাথে আরো ক'জন মহিলাও ছিল; তারা দেখতে পেল, কবর থেকে পাথরটি সরিয়ে দেয়া হয়েছে (এস্থলে পাঠক একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন- গ্রন্থকার) এবং কবরের ভিতরে প্রবেশ করে তারা প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেল না" (লূক ২৪ঃ১-৩)। এখন, 'ভিতরে প্রবেশ করা' কথাটি লক্ষণীয়। স্পষ্ট যে, মানুষ সে কবরের ভিতরেই প্রবেশ করতে পারে, যা একটি কামরার মত হবে এবং এতে জানালা থাকবে। আমি এ পুস্তকেই যথাস্থানে বর্ণনা করবো, সম্প্রতি যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর শ্রীনগর-কাশ্মীরে আবিষ্কৃত হয়েছে, উল্লেখিত কবরটির ন্যায় এরও একটি জানালা আছে। এ এক চমৎকার তথ্য। এ নিয়ে গবেষণা করলে এ সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীগণ সন্তোষজনকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারবেন। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর রাবে' (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(০৪-০৩-০৩ তারিখে এম,টি,এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেছেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব)

প্রশ্ন নং ১ ঃ কুরআন মজীদের ১৭ নম্বর সূরার ৩৪নং আয়াত সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে। অনেকে অপব্যাখ্যাও করে। বলে, খুনের বদলা খুন-এর একটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। হুযূর এ ব্যাপারে কী বলেন?

মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব আয়াতটি পাঠ করে শুনান ও অর্থ করেন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ বিষয়টি এমন নয়। বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি হত্যা করে তাকে হত্যা করা একান্ত ন্যায়-সঙ্গত কাজ ন্যায়বিচারের কাজ। নতুবা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্যে ইসলাম এটাকে জায়েয করেছে। কিন্তু কুরআন করীম বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে। যতটা অত্যাচার করা হয়েছে ততটা শাস্তি দেয়া যায়। কুরআনে অন্যস্থানে আরও আয়াত আছে। সেখানে ক্ষমার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেখানে আছে যে, কেউ যদি তোমার ওপরে যুলুম নির্যাতন করে তাহলে তাকে সমপরিমাণ শাস্তি দেয়া যেতে পারে কিন্তু সংশোধনের সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা করা যেতে পারে। ক্ষমায় সংশোধন না হলে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এখানে সন্ত্রাসের কোন শিক্ষা দেয়া হয় নি।

কৌতুক ঃ দুই ভদ্রলোক বিমান বন্দরে যাচ্ছে প্লেন দেখার জন্য। একটা বড় প্লেন ছিলো দাঁড়ানো অবস্থায়। সে বল্ল, এত বড় প্লেন অথচ রং ঝক্ ঝক্ করে। সাথের লোকটি বল্ল, এত সব সময়ই রং করা হয়, তাই ঝক্ ঝক্ করে। সে বল্ল, এত বড় প্লেন সব সময় রং করে কি করে। অন্য জন বল্ল, আরে বোকা এটা কি নীচে থেকে রং করে! এটা যখন উপরে যায় তখন ছোট হয়ে যায় তখন রং করে ফেলে!

প্রশ্ন নং ২ ঃ জীনের ও নাসের ওয়াস্ ওয়াসার মাঝে পার্থক্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ মাওলানা সাহেব সূরা নাসের অর্থ বলেন। জীনের অর্থ বড় লোক আর নাস অর্থ সাধারণ মানুষ। আর এতদ্দ্বারা দু'টি শক্তিকে বুঝাচ্ছে। জিন্ন দ্বারা Capitalist বুঝাচ্ছে। আর নাস দ্বারা Communist লোকদের বুঝাচ্ছে। উভয় শ্রেণী আজ সমাজে অসাধারণ কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে চলেছে। সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে। এখানে দোয়া শিখানো হয়েছে- এ দু'য়ের কুমন্ত্রণা থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।

কৌতুক ঃ ভিক্ষুক বল্লো ভুখার জন্যে খাবার আছে। জবাবে বলা হলো, আছে কিন্তু ভুখা এখনও অফিস থেকে আসে নি!

প্রশ্ন নং ৩ ঃ সূরা সাফ্‌ফের ২য় রুকূতে বলে, 'হে যারা ঈমান এনেছ', তাদেরকে আবার আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনার জন্যে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি পুনরায় ঈমান আনার তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ যারা ঈমান এনেছ! তাদেরকে বলছি, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকারের ঈমান আন। প্রথম ঈমানদার হলো তারা যারা ঈমানের দাবী করে অথচ তারা সত্যিকারভাবে ঈমান আনে নি। এটা প্রাথমিক পর্যায়ের ঈমান। সূরা হুজরাতে ২ ধরনের ঈমানদারের কথা বলা হয়েছে। যারা ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি। এখানে সত্যিকার ঈমান আনতে বলা হয়েছে। শুধু মুখে ঈমানের দাবী করলে তাতে কোন লাভ হয় না। সূরা মুনাফিকূনে রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে তারা বলে, তুমি আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্‌ও জানেন যে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রসূল। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা এটা মিথ্যা বলছে। কেননা তাদের হৃদয়ে এ ধরনের ঈমান নেই। তাকে তারা সত্যিকারভাবে রসূল হিসেবে মানে না। এটা তাদের মুখের কথা।

কৌতুক ঃ দু'জন লোক বিনা টিকিটে ট্রেনে যাচ্ছিল। এক স্টেশনে ট্রেন এসে থামার পর টিকেট চেকার ওঠলো। প্রত্যেক যাত্রীর টিকেট চেক করছে। যখন সেই দু'জনের একজনের নিকট টিকেট চেকার গেল সে তখন পকেট থেকে একটি ডাক টিকেট বের করে কপালে লাগালো। টিকেট চেকার আশ্চর্য হয়ে বল্ল, ব্যাপার কী! সে বল্ল, বুঝলেন না, এ টিকেট দিয়ে একটা চিঠি বিদেশে পাঠানো যায় আর আমরা দেশের ভিতরে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে পারব না? তখন টিকেট চেকার পাশের লোকটির কাছে টিকেট চাইলে সে বল্ল বেয়ারিং। তখন চেকার পা থেকে স্যান্ডেল খুলে দু'জনকে দু'টি আঘাত করে বল্লেন, বুঝালেন না ভাই, এটা হলো স্ট্যাম্প!

প্রশ্ন নং ৪ ঃ সূরা আহ্‌কাফের ১৬নং আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা চল্লিশ বছর বয়সের একটি হিসাব পেশ করেছেন। এর তাৎপর্য কী?

মাওলানা সাহেব আয়াতটি পাঠ করে অর্থ করেন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ চল্লিশ বছরে মানুষের মেধা পরিপক্ক হয়। এ বয়সে আল্লাহ্‌তাআলা নবুওয়ত দান করে থাকেন। এ সময় তার জ্ঞান-বুদ্ধি পরিপূর্ণ হয় এবং নবুওয়ত লাভ করে। নবীগণই পিতা-মাতার মকাম ও মর্যাদা উপলব্ধি করেন আর তখন কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্‌র নিকট তাঁদের মাথা ঝুঁকে যায়। এখানে নবীর দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কৌতুক ঃ জমিদারের মজলিসে কিছু লোকের সমাগম হয়েছে। জমিদার বল্লেন, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের মাঝে কে কে নিজ স্ত্রীকে ভয় করেন এবং কে কে করেন না তারা দু' দিকে ভাগ হয়ে বসেন। সবাই ভাগ হলো। দেখা গেল মাত্র একজন স্ত্রীকে ভয় করেন না। জমিদার চিন্তায় পড়লেন। এত লোকের মাঝে সবাই স্ত্রীকে ভয় করে, একজন করে না! সে তো মহাবীর-পুরুষ। জমিদার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! তুমি তো সাহসী। তুমি স্ত্রীকে ভয় কর না। ব্যাপার কী? এ সাহস কোত্থেকে পেলে। সে বল্ল, আমি তো সাহসের কথা জানি না। তবে সকালে আসার সময় আমার স্ত্রী বলে দিয়েছে, যেদিকে বেশি মানুষ

সে দিকে যেও না। তাই আমি অন্য দিকে চলে গেছি।

হুযূর (রাহেঃ) বলেন, আমেরিকায় একটি রীতি ছিল। কোন এক রাজ্যের এটা রীতি। বিয়ের পর স্ত্রীকে ঘোড়ায় করে স্বামী নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে। দু' বন্ধুর ঘটনা। প্রথম বন্ধুকে দ্বিতীয় বন্ধু বল্ল, তোমার স্ত্রী তো দেখি একান্ত বাধ্য। তোমার কথায় ওঠে বসে। কিন্তু আমার স্ত্রী এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তুমি কীভাবে তোমার স্ত্রীকে এভাবে বাগে এনেছো? প্রথম বন্ধু বল্ল, এটি তো প্রথম রাতেই করেছি। এখন তোমাকে শিখানো যাবে না। দ্বিতীয় বন্ধু জানতে চাইলো, সে কী করেছে? সে বল্ল, আমি যখন বিয়ে করতে গেছি তখন রীতি অনুসারে আমার স্ত্রীকে আমার পেছনে ঘোড়ায় বসিয়ে নিয়ে আসছিলাম। ঘোড়াটি ছিল দুষ্ট। বার বার হোঁচট খাচ্ছিল। প্রথম বার যখন ঘোড়া হোঁচট খেলো তখন তাদের অসুবিধা হলো। সে বল্ল, That is once আর যদি এ রকম কর তাহলে ভাল হবে না। ঘোড়া দ্বিতীয় বারও এরকম করলো। তারপর লোকটা ঘোড়া থেকে নেমেছে। স্ত্রীকেও নামিয়েছে। তারপর ঘোড়াকে গাছের সাথে বেঁধে গুলী করে দিয়েছে। তখন তার স্ত্রী খুব ভয় পেল। হৈ চৈ করলো। চিৎকার করলো যে, স্বামী তো বড় যালেম। সে স্বামীকে গালি দিতে আরম্ভ করলো। বল্লো, আমাকে এখনই বাবার বাড়ী দিয়ে এসো। যখন দেখে যে, চুপ করে না তখন এক পর্যায়ে সে বল্লো, That is once সে দিন থেকে আর Twice হয় নি!

প্রশ্ন নং ৫ ঃ সকল মানুষ ইলহাম লাভ করে না তাহলে তারা কীভাবে বুঝবে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ যে আল্লাহ্‌র প্রিয় তার হৃদয় তাকে বলে দেয়। এর জন্যে ইলহাম হওয়া আবশ্যক নয়। ইলহাম বিশেষ বান্দার প্রতি হয়ে থাকে যার মাধ্যমে অন্যকে পথ দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

এ পর্যায়ে ওমর শরীফ সাহেব নযম শুনান **কভী ইযন হো তো আশেক দারে ইয়ার তক্ তো পোহুঁচে।**

প্রশ্ন নং ৬ ঃ আজকাল কোন কোন মহিলা নিজের স্বামীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে রাখে আর স্বামীর মৃত্যুর পরে গর্ভ ধারণ করে। ইসলামে এর বৈধতা আছে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা বেহুদা কাজ। অপসন্দনীয় কাজ।

কৌতুক ঃ এক Tourist এক শহরে আসলো। সেখানকার একজন information অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে কোন বড় লোক জন্ম হয়েছে। সে বল্ল, না শুধু বাচ্চারা!

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কোন পরিবারের ছেলে যদি আহমদী হয়ে যায় আর পিতামাতা না বুঝে আর বিরোধিতা করে এমতাবস্থায় সে পিতা-মাতার দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা সৌভাগ্যের কথা। যদি পুত্র পিতা মাতার ভরণ-পোষণের ওপরে নির্ভরশীল হয় এ ক্ষেত্রে তো তার করার কিছু নেই। আর যদি সে বড় হয়, রোজগার করে তাহলে পিতামাতার মোখালেফাত সত্ত্বেও তার সামর্থ্যানুযায়ী পিতা-মাতার সেবা করতে থাকবে।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ শহীদদের কেন গোসল দেয়া হয় না?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ রসূলে করীম (সঃ)-এর সুন্নত। শহীদের রক্ত তাদের শরীরে লেগে থাকে। এটা একথার সাক্ষী যে, এ মযলুম খোদার পথে মৃত্যু বরণ করেছে। এজন্যে তিনি তাদেরকে গোসল করার আদেশ দেন নি। সব শহীদকে তাদের রক্ত ও কাপড় চোপরসহ দাফনের নির্দেশ দিতেন।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ সূরা হাশরের ১৯নং আয়াতের অর্থ কী? মা-ক্বদ্দামাত লিগাদ এর তাৎপর্য কী?

মাওলানা সাহেব পরিষ্কার করে বলেন, **ওয়াল তানযুর নাফসুম মা-কদ্দামাত লিগাদ-এর তাৎপর্য কী?**

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ বিশেষ করে এ আয়াতের অর্থ এই যে, বিয়ে-শাদীর পরে সন্তান হয়ে থাকে। মা-বাবা সন্তানের সাথে যে ব্যবহারই করে এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মা-বাবা যদি মিথ্যা বলে তাহলে সন্তানরাও মিথ্যা বলতে থাকে। আর মা-বাবা যদি নেক ও মুত্তাকী হয় তাহলে সন্তানরাও নেক মুত্তাকী হবে। তাই এর প্রভাব অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। পরে তাদের সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে এটা অব্যাহত থাকে। তাই ওয়ালতানযুর নাফসুম্ মা-ক্বদ্দামাত লিগাদ-এর অর্থ মনে রেখ, তোমরা যে কাজই কর তা বিনষ্ট হয়ে যায় না। এর সুফলও কাজ করে আর কুফল ডাল-পালা মেলে ক্ষতির কারণ হয়। তাই বাবা-মার আচার-আচরণ শিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ সূরা নাসে 'জিন্ন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এর জবাব আগে দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ অনেকে জামাতের দুর্বল লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করে জামাতের চরিত্র হননের চেষ্টা করে। এমন লোকদের কী উত্তর দেয়া যায়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ রকম করা জায়েয নয়। আঁ হযরত (সঃ) এটা নিষেধ করেছেন। যদি কারও মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায় সেক্ষেত্রে রসূলে করীম (সঃ)-এর ইরশাদ রয়েছে- আল্ মু'মিনু মিরআতুল মু'মিনি অর্থ এক মু'মিন অন্য মু'মিনের দর্পনস্বরূপ। এ হাদীস 'জামেউল কলম' (প্রসিদ্ধ হাদীস) থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যখন কেউ আয়না বা দর্পণ দেখে তখন আয়না চেহারার সমস্ত দোষ-ত্রুটি নির্বিঘ্নে বলে দেয়। কিছু গোপন করে রাখে না। এতে কি আপনি আয়নার ওপর রাগ করেন। কেউকি আয়নাটা রাগ করে ফেলে দেয়। বরং ঐ আয়নাকে আরও পরিষ্কার করে রেখে দেয়। আর পরে যদি কোন ভাই আয়না দেখে তখন আগের লোকের ত্রুটির কথা আয়না তাকে বলে না। নিজের মাঝে গোপন রাখে। তাই রসূলে করীম (সঃ) বলেন, যদি কোন মু'মিন কারও দোষ-ত্রুটি দেখে তখন তার এ কাজ নয় যে, সকলকে বলে বেড়ায়, বরং মু'মিনের আয়নার মত লুকিয়ে রাখে এবং গোপনে তাকে এমনভাবে বলে যেন সে রাগ না করে। রাগ নয় বরং ভালবাসা ও নিষ্ঠার সাথে বলে যেন তার অন্তরে নেক প্রভাব সৃষ্টি হয়। আর এটাই হলো প্রতিকার। এছাড়া আর কোন প্রতিকার নেই। সংশোধনের উদ্দেশ্যে এভাবেই বর্ণনা করতে হয়।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ আমাদের জামাতের বয়াতের যে পদ্ধতি অর্থাৎ বয়াতের কথাগুলো হুযূর পাঠ করেন। যে বয়াত করে সে হুযূরের সাথে সাথে পাঠ করে। এ কেবল হুযূর করান। আমাদের

ওখানে (বাংলাদেশে) এ পদ্ধতি যে, এক ইমামও এভাবে মসজিদে বসে বয়াত পাঠ করান। যিনি বয়াত করেন তিনি তার সাথে সাথে পাঠ করেন। ইমাম সাহেব প্রথম বলেন, 'আজ আমি তাহেরের হাতে বয়াত করছি' পরে বয়াতকারী এটা পাঠ করেন। এখানে তো এ পদ্ধতি নেই। এখানে শুধু হুযূর এ রকম করেন। এখানে তো কেবল বয়াত ফরম পূরণ করানো হয়।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আমার ধারণা এই যে, বাংলাদেশে যে পদ্ধতিটি অব্যাহত আছে তা পসন্দনীয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে এটা রীতি ছিলো যে, কোন কোন লোকে বয়াত নেয়ার অনুমতি দেয়া হ'ত। সুতরাং তারা উঁচু শব্দে বয়াত নিয়ে থাকতেন। আমার যে প্রতিনিধি যেমন মুরব্বীগণ, আমীরগণ প্রভৃতি তারাও প্রতিনিধি হওয়ার দিক থেকে এমনি করতে পারেন।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ কুরআন শরীফের সূরা কুরায়্শ যখন একজন পাঠ করে তখন তার জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এর শিক্ষা হ'ল এমন কথা বলা উচিত নয় যা নবুওয়তের পরিপন্থী। আর এতে লোকদের ধোঁকা লাগতে পারে। তার স্ত্রী অর্থাৎ আবূ লাহাবের স্ত্রী-ও এ কাজ করতো। মাওলানা সাহেব পুনরায় সূরা কুরায়শের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আপসে ভালবাসার ডোরে বাঁধার জন্যে কুরআনের আল্লাহ্তাআলা এ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন, তারা দিন-রাত সফর করতো ও আসা যাওয়া করতো। রিহ্লাতাশ শিতায়ে ওয়াস্ সায়েফ- শীতের দিনের সফরও করতো আর গরমের দিনের সফরও করতো। এর ফলে তাদের রিয্কের প্রাচুর্য ঘটে। অনেক রকম খাবার তারা নিয়ে আসতো। সিরিয়ায় গেলে সেখান থেকে নিয়ে আসতো। ইয়ামেনে গেলে সেখান থেকে নিয়ে আসতো। এজন্যে কুরায়শদের অন্তর আপসে সংবদ্ধ ছিলো। আর আল্লাহ্ তাদের রিয্ক প্রসার করে দেন। আর এভাবে তাদের কোন ভয়ও ছিলো না। সফরে আল্লাহ্তাআলা এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যে, তারা নিরাপদ সফর করতে পারতো। সুতরাং তাদের খানা কা'বার প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত করা উচিত। খানা কা'বার বরকতে সেখানে খাবার -দাবারের কম্তি হয় নি। নতুবা মক্কা ছিল একটি অনুর্বর উপত্যকা।

(এর পরের অংশ রেকর্ড না হওয়াতে উপস্থাপন করা গেল না)

সংকলন ও অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ২ ঃ অধ্যায় ঃ ৬

কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগ প্রসঙ্গে

এ প্রশ্নটি এবারে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি-নাস্তিক ও বিশ্বাসী এ দু' শ্রেণীর ধারণাকে স্পষ্টতর করার মাধ্যমে। নাস্তিকদের বেলায় এ প্রশ্ন ও এর উত্তর খুবই সহজ। যেহেতু তারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং প্রকৃতির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য খোদাকে তারা দায়বদ্ধও করে না, তাই তাদের বিবেচনায় এসব দুঃখ-যন্ত্রণা বা সুখ-দুঃখের অসম বন্টন দৈবের কারণেই ঘটে চলেছে (Chance is to be blamed)। দৈবকে স্রষ্টা বা প্রকৃতি যে নামেই ডাকি না কেন সে হচ্ছে অচেতন, বোবা, কানা ও অন্ধ এক সত্তা, যার চিন্তা করে কোন কাজ করার তাগিদ নেই। তাই এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে যদি এগিয়ে চলতে হয়, যার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন স্রষ্টা নেই, নিয়তির পরিণতি (Outcome of chance) অনুযায়ী সব কিছু ঘটে, তাহলে সেখানে কাজের শৃংখলারই বা কি দরকার? অন্ধ নিয়তি কোন কারণ, পরিকল্পনা বা নির্দেশনা ছাড়াই কান্ডারীহীন নৌকার মত যেদিকে খুশী এগিয়ে চলবে। অন্যদিকে,

বিশ্বাসীরাও এ বিষয়টির ব্যাখ্যায় কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। তারা মানব-জীবনের সকল কর্মকান্ড সার্বিকভাবে এক স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা মাফিক ঘটে চলেছে বলে মেনে নিবেন (Submit to the wisdom of the plan in its totality)। আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে কোন্টা যুক্তিসঙ্গত? যদি নাস্তিকদের ধারণাই ঠিক বলে বিবেচিত হয়, তাহলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নির্দোষ শাস্তি প্রাপ্তদের (Innocent sufferers) আপাত এ কষ্টের লাঘব ঘটবে, এবং সেক্ষেত্রে মৃত্যুই হবে কষ্টের অবসানের একমাত্র উপায়। অন্যদিকে, বিশ্বাসীদের ধারণা মতে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়, এটা জড় জীবনের দায়মুক্তির একটা সুযোগ সৃষ্টি করে, বরং মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের এটা দ্বার উন্মোচন করে (Gate way to the life after death), যার মাধ্যমে নির্দোষ শাস্তিপ্রাপ্তদের অসীম নেয়ামত প্রাপ্তির শুভ যুগের সূচনা হয় (an era of unlimited reward)। এ অবস্থায় স্বপ্নেও যদি তারা ধারণা করতে সক্ষম হতো যে, তাদের ইহলৌকিক, খন্ডকালীন দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে পরকালে কি অনন্ত পুরস্কার তাদের জন্য রাখা হয়েছে, তাহলে হাসিমুখে তারা বরং সেই দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নিত। পরকালের অনন্ত জীবন, সুখ ও আরামের তুলনা ইহজীবনের আপাত দুঃখ-কষ্ট, বেদনা ও যন্ত্রণা সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশ্বাসীদের নিকট কখনো বেশি মূল্য পায় না।

বিশ্বাসীদের এ চিন্তা ও অনুভূতিকে মেনে নিতে এখনো কোন কোন লোকের আপত্তি উত্থাপন করা হয়ত বিচিত্র নয়। তারা বল্বে যে, এ ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না, কেননা, তারা তো আল্লাহ্, পরকাল ও সেখানে পুরস্কার

সমগ্র বিশ্বের উপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)-এর আশীষ ও কল্যাণ

মূল ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(৯ম ও শেষ কিস্তি)

অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রহমত

আমি কোথায় কোথায় তোমাদের সাথে নিয়ে বেড়াতে পারি? আমি তো আমার কল্পনার জগতে আরো বহু অঞ্চল বেড়িয়েছি। সেসব অঞ্চলের ভ্রমণবৃত্তান্ত যদি বর্ণনা করি তবে অনেক বেশি দীর্ঘ হয়ে যাবে আমার সে বর্ণনা। অতএব আর একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েই আজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ করছি।

আমার মনে হোল, এ আওয়াজ তো অতীত, এবং বর্তমানদের জন্য রহমত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের জন্য কেমন হবে? ভবিষ্যতে যেসব মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে তাদের কাছেও নিজেদের প্রাণ বড়ই প্রিয় হবে। পিতামাতা তো নিজেদেরকে নিঃশেষ করে হলেও সন্তানদের জন্য মঙ্গল চান। তাদের সন্তানরা যদি জীবিত থাকে। বরং সত্য কথা এই যে, তারা প্রতিদিন নিজেরা নিজেরদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন করছে সন্তানদের খাতিরে। এমতাবস্থায় অতীত এবং বর্তমানকে দেখে কে কতটা নিশ্চিন্ত হতে পারে? ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার বলে মনে হয়? ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতির পথ যদি বন্ধ বলে মনে হয়? আমি মনে মনে বললাম, এ হতে পারে না। এ তো মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কথা যে, কেউ নিজ ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংস বা বরবাদ হতে দেখেও নিশ্চুপ থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চয় সকল ধর্মাবলম্বীরা একমত হবেই হবে। সেই মহান সত্তার সাথে তারা কোন দ্বিমত পোষণ করবে না যিনি তাদের জন্য অন্যান্য সকল বিষয়ে সঠিক ধর্ম-বিশ্বাস ও সঠিক কর্ম-পদ্ধতি প্রদান করেছেন। এ ধারণা নিয়ে আমি হিন্দুদের মহাপুরুষদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আপনাদের কাছে কি প্রতিশ্রুতি আছে? তারা বললেন, 'আমাদের আরম্ভ ও শেষ পর্যন্ত যা কিছু হচ্ছে আমাদের বেদ, আমাদের প্রথম ও শেষ গ্রন্থ বেদ। এর পরে আর নতুন কিছু নেই। আমি বললাম, 'আমি তো গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করছি না, আমি জিজ্ঞেস করছি, যা কিছু পূর্ববর্তীরা দেখেছে ও দেখছে, ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও কি এসব কিছু দেখবে না অন্য কিছু দেখবে? তারা কীভাবে ঈমান তাজা করবে? বেদ হতে যা কিছু নিদর্শন পূর্ববর্তীরা দেখেছে তা কি ভবিষ্যতের মানুষও দেখবে? তারা বলল, 'আমরা দুঃখিত যে, তেমন হওয়া সম্ভব হবে না।' বেদ-এর যুগের মত যুগ আবার আসবে কী করে? এ হতে পারে না। আমি বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জিজ্ঞেস করলাম। তারাও কোন আশা বা সম্ভাবনার কথা বলল না। যরথুস্ত্রীরাও ভবিষ্যতের মানুষের জন্য অতীতের ন্যায় গৌরবময় যুগের কোন অঙ্গীকার দিতে পারল না। ইহুদীরা বলল, যাকারিয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাণী নাযেল হয়েছে তারপর সবশেষ হয়ে গেছে। পূর্বের মহাপুরুষরা নিদর্শন দেখিয়েছেন। যাকারিয়া পর্যন্ত সবকিছু সমাপ্ত হয়েছে তারপর আর কিছু হবে না। খৃষ্টান ধর্মীরা বলল, ঈসা মসীহ্ পর্যন্ত রূহুল কুদুস অবতরণ করেছেন। তারপর এ কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমি বললাম, ভবিষ্যদ্বংশধরদের কী হবে? তারা কি বঞ্চিতই থেকে যাবে চিরদিন? তাদের ঈমান তাজা করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই? তারা দুঃখের সাথে বলল, সে রকম কিছু ভবিষ্যতে আর ঘটবে না।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম, এরা সবাই নিজেদের ভবিষ্যদ্বংশধরদের এভাবে বঞ্চিত ও হতভাগ্য হয়ে থাকা কীভাবে মেনে নিচ্ছে? তারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কেন বলছে না, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের অন্তরে আমাদের সন্তানদের জন্য এমন ভালবাসা যখন দিয়েছ তখন তাদের জন্য উন্নতির ও অগ্রসর হতে থাকার প্রতিশ্রুতি তো দাও"। আমি দেখলাম, তাদের মাঝে কোন অনুভূতিই নেই। তারা এতেই সন্তুষ্ট ছিল যে, আল্লাহ্‌র বাণী নাযেল হওয়া; নিদর্শন (মু'জিযা) প্রকাশ পাওয়া অতীতেই শেষ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তারা যেমন মনে মনে ভেবেছে যে, আল্লাহ্‌র বাণী নাযেল হওয়া (নাউযুবিল্লাহ-আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) কোন অভিশাপ যা শেষ হয়ে গেছে, আল্লাহ্‌র শোকর করি যে, আমাদের সন্তানরা এর থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। আমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে সমস্ত লোকদের থেকে পৃথক হয়ে সরে আসলাম।

আমি বললাম, সেই নূর কেমন নূর যার আলো নিভে যায় আর সে আল্লাহ্ কেমন আল্লাহ্ যার তাজাল্লীয়ত (ঐশী-বিকাশ) অতীতেই শেষ হয়ে গেছে- এতক্ষণে আমি আবার সেই মনমুগ্ধকর, পরম প্রিয়- কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হতে শুনলাম। পূর্বের মতই সুমধুর কণ্ঠে সে বলছে, আমি শুনলাম, 'সেই নেয়ামত যা আমরা পেয়েছি তা আমরা আমাদের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখি নি। বরং তা চিরকালের জন্য মানব জাতির মাঝে বিতরণ করে দিয়েছি"। খোদাতাআলা কেবল অতীতের খোদা নন তিনি ভবিষ্যতেরও খোদা-রব্বুল আলামীন। সব কিছুর প্রতিপালক। যেমন তিনি অতীতের সবার জন্য ছিলেন ভবিষ্যতেও তিনি সকলের জন্য আছেন। যে কেউ তাঁর সাথে খাঁটি আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখে তিনি তার প্রতি নিজ বানী নাযেল করেন, তার মাধ্যমে নিজ নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন। তাঁর ভালবাসা এমন সীমিত নয় যে, কেবল অতীতকালের মানুষের মাঝে বিতরণ করে শেষ করেছেন। তাঁর ভালবাসার অফুরন্ত ভান্ডার প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্য তাদের গ্রহণ ক্ষমতানুযায়ী অবধারিত আছে। যারা বলে, "আল্লাহ্ আমাদের রব্ব" (প্রতিপালক) এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ়তার সাথে এ সম্পর্ক কায়েম রাখে। তাদের উপর ফিরিশ্‌তারা নাযেল হন। ফিরিশ্‌তারা তাদের কাছে তাদের প্রিয় প্রভুর পয়গাম পৌছে দেন। তারা মহাপ্রভুর ভালবাসাপূর্ণ-বার্তা তাদের কানে পৌছে দেন। তারা এদের দুঃখ-দুর্দশার সময়, অস্থিরতার সময় এদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যান এদের সাথে এবং এদেরকে আল্লাহ্‌র ভালবাসার কথা, সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ আমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী আছেন, অতএব তোমরা মোটেই চিন্তা করবে না, কোন রকম ভর্তি হবে না, দুঃখ করব না" এদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ ও সান্ত্বনা-বাণী নাযেল হবার পথ কখনও বন্ধ হবে না। তাদের ঐশী-প্রেমকে কখনও প্রত্যাখ্যান করা হবে না। বরং কবুল বা গ্রহণ করা হবে। সেই সমস্ত রূহানী মকাম ও মর্যাদা যা পূর্ববর্তীগণ লাভ করেছেন, পরবর্তীগণও লাভ করতে পারবেন।"

আমি এ শুভসংবাদ শুনে বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবর! এ আওয়াজ ও কণ্ঠস্বর তো ভবিষ্যদ্বংশধরদের জন্যও রহমত প্রমাণিত হয়েছে।" পরবর্তীদের জন্য যদি ঐশী নেয়ামতের দরজাসমূহ বন্ধ হয়ে যেত তবে তো আল্লাহ্‌র প্রেমিকরা জীবিত থেকেও যেন মরে যেত। যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভালবাসার আগুন জ্বলছে তাদের কাছে জান্নাত এজন্য ভাল লাগে যে, সেখানে প্রিয় আল্লাহ্‌র পরম সান্নিধ্য চিরদিনের জন্য পাওয়া যাবে। নতুবা আঙ্গুর বেদানা ইত্যাদি তাদের কাছে তেমন কোন আকর্ষণীয় কিছু নয়। যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য হতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হোত তবে তাদের জন্য জন্ম গ্রহণ করা বা না করা সমান হোত। অতএব সে ধন্য (মোবারক) যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শুভ সংবাদ লাভের সম্ভাবনা ও আশাকে উড়িয়ে দেন নি, বঞ্চিত করে দেন নি এবং সে প্রেমিকদেরকে প্রিয়তমের সাথে মিলিত হবার শুভসংবাদ শুনিয়ে চিরদিনের জন্য নিজের জন্য দোয়ারত বানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এবার তো আমার অন্তর থেকে আরো অনেক বেশি ব্যথা ভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসল- আমি বললাম, বিগত তের শতাব্দীকে অতিক্রম করার কোন সুযোগই কি বাকী রাখা হয় নি? অতীত কালের গর্ভে এভাবে বিলীন হয়ে গেছে যে, কোনভাবেই তা অতিক্রম করে আমার প্রিয়তমের সাথে সাক্ষাতের কোন উপায় নেই?

আমার ও আমার প্রিয়তমের মাঝখানে যে গগণচুম্বী দেয়াল খাড়া করা হয়েছে যাকে সাদ্দে সেকেন্দারী বলা হয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলা কি কোনভাবেই সম্ভব নয়? এ হতাশা ও নিরাশার অন্ধকারকে বিদীর্ণ করার মত আলোর কোন কিরণ বাকী নেই?

আমি অত্যন্ত মর্মান্তিক হৃদ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। এমন সময় আমি আর একটি আওয়াজ বা কণ্ঠস্বর শুনলাম। এত নিকট থেকে শুনলাম যে, কত নিকটে তা অনুভব করতে পারলাম না। কারণ সে তো আমার (ঘাড়ের রগের) চেয়েও নিকটে ছিল। সে বলল, "তুমি দুঃখ কর না। অনুতাপ কর না, আমার দিকে দেখ, যা তোমার জন্য অতীত তা আমার জন্য বর্তমান। একথা সত্য যে, দুর্বল মানুষ মনে করে যে, অতীত তার আওতার বাইরে, কিন্তু আমার সামনে তো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই সমান। যাকে তুমি দেখতে চাও, আমি তার অতীতকে ভবিষ্যতে পরিবর্তন করে দিয়েছি। তুমি সোজা আমার কাছে চলে এস, তুমি তাকে পেয়ে যাবে। তুমি আমার কাছে এলে দেখবে, আমার জান্নাতের অতি উচ্চ স্থানে আমার নিকটে হাউজে কাওসার এর পাশে সে আমার নেয়ামতসমূহ বিতরণ করছে যেমন তেরশ' বছর পূর্বে পৃথিবীর মানুষ তাকে আমার সকল প্রকার নেয়ামত বিতরণ করতে দেখেছিল। কেন সে সকলের জন্য রহমত হবে না? আমি তো তাকে সৃষ্টিই করেছিলাম আমার নেয়ামত বিতরণের জন্য। তাই তো তাকে আবুল কাসেম বলা হয়েছে। আর এজন্যই অন্য কাউকে এ (দুনিয়ার) উপাধি গ্রহণ করতে সে নিষেধ করেছিল"।

আমি বললাম, হে আমার প্রিয়জন, যিনি আমার অন্তরে কথা বলছো! আমি তোমার চিরস্থায়ী, অমর সৌন্দর্যের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত!! নিঃসন্দেহে আমার মুহম্মদ রহমতুল্লিল আলামীন। কিন্তু তুমি তো রব্বুল আলামীন! তোমার রহমতের জন্য যে অতীত হয়ে গেছে তার একটি মুহূর্তও তো কেউ ফেরত আনতে পারবে না।

কিন্তু তুমি তেরশ' বছরের অতীতকে ভবিষ্যৎ বানিয়ে দিয়েছ। আর যাকে আমরা মনে করি যে পিছে ফেলে এসেছি তার সাথে ভবিষ্যতে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ। হে আমার মুহাম্মদের প্রিয়তম! তুমি এস, আমার অন্তরেও তুমি তোমার বাসস্থান নির্মাণ কর। তোমার সৌন্দর্য সর্বশ্রেষ্ঠ, সবার উপরে। তোমার মহিমা অতুলনীয়।

এমন বলতে বলতে আমার এক চোখের এক ফোটা পানি আমার এক গালে ঝরে পড়ল। ঠিক তখনই আমার এক স্ত্রী আমার কামরায় প্রবেশ করল। আমি আমার প্রেমের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে ভয়ে চট করে সেই অশ্রু ফোটা মুছে ফেললাম। নতুবা কে জানে আর কত ফোটা অশ্রু ঝরত!

[সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান, ১৬-২৩ নভেম্বর ২০০০ইং মিলেনিয়াম সংখ্যা হতে সংগৃহীত]

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ওয়াযকুরু মোহাসিনা মাওতাকুম বিল খায়ের

মৌলবী আব্দুল হাই সাহেব মরহুম স্মরণে স্মৃতি-কথা

পাক্ষিক আহমদীর নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব একদিন আমাকে বললেন, পারেন তো কোন বুযুর্গ আহমদী আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যের জীবনী জানা থাকলে লিখবেন, পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। তিনি আরো বললেন, এখন বেশি বেশি তরবিয়তমূলক লেখা প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। এর পর থেকে চিন্তা করে হঠাৎ মনে পড়ে গেল মৌলবী আব্দুল হাই সাহেব মরুহুমের কথা। কেননা তিনি ছিলেন আমার আহমদীয়তের একজন সুনির্দিষ্ট সুশিক্ষক।

তাঁর তবলীগের ধরন

১৯৬৮ সনের কথা। কিশোরগঞ্জ জেলা সদর থানার শহরতলী যশোদল বাজারে আমার একটি ডিসপেনসারী বা ঔষধের দোকান ছিল। মরহুম মৌলবী আবদুল হাই সাহেব প্রায়ই আসরের পর মাগরিবের কিছু আগে আমার এখানে আসতেন এবং অনেক জ্ঞানগর্ভ আলাপ -আলোচনা করতেন। তিনি কলকাতা থেকে মৌলবী ফাযেল পাশ করার পর সেনাবাহিনীতে চাকুরী নেন এবং চাকুরী উপলক্ষ্যে দেশের বাইরে কাটিয়েছেন অনেক দিন। তিনি উর্দূ খুব ভাল জানতেন। যাক সে কথা। এখন আসল কথায় আসা যাক। মাগরিবের নামায তিনি পড়তেন আমার সাথেই আমার দোকানে। তবে তাকে বললেও ইমামতি করতেন না। মুক্তাদী হয়েই নামায পড়তেন। এর মাঝেও হেকমত ছিল। বাজারে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও আমি আমার দোকানেই মাগরিবের নামায পড়তাম। কারণ আমি আহমদী হওয়ার আগে থেকেই এই ধর্ম ব্যবসায়ী ইমাম-মোল্লাদের পেছনে নামায পড়তাম না। তাছাড়া সালাম ফিরিয়ে মোনাজাত করার অভ্যাস আমার ছিল না। সে জন্যই তিনি আমার সাথে নামায পড়তে আপত্তি করতেন না এবং এ নিয়ে কোন আলোচনাও করতেন না। আমিও তাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম, তাই ধর্ম বিষয়ে কোন আলোচনায় যেতাম না এবং তিনিও ইচ্ছাকৃত কোন আলোচনা করতেন না। একদিন লজ্জা ত্যাগ করে আহমদীয়ত সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বল্‌লেন, মায়ের কাছে কি মামার বাড়ীর গল্প আছে? প্রত্যেকের মা ভাল করেই জানে যে, তার বাপের বাড়ীতে কি আছে। আপনি একজন আলেম, আর আপনার বাপও একজন

বড় আলেম। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কী বলবো। বরং আপনি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়বেন আর তাহাজ্জুদ নামায পড়বেন এবং বেশি বেশি করে ইস্তিগফার করবেন তাহলে ইস্তিকামত পাবেন এবং আহমদীয়ত ও বুঝাবেন। তিনি আমাকে আরো বললেন, আমার বলার মাঝে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানাবেন এর মাঝে কোন ভুল থাকবে না।

ইতোপূর্বে আর কোন দিন কোন আলেম-ওলামার মুখে ইস্তিকামত সম্বন্ধে কোন আলোচনা শুনি নি। এই প্রথম শুনলাম তাঁর মুখে। আর ভাবতে লাগলাম যে, এমন ব্যক্তিকে মানুষ কাদিয়ানী বলে, কাফির বলে আরো কত কিনা বলে অথচ সেই ব্যক্তিই আজ আমাকে বলছেন, আপনি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়বেন আর তাহাজ্জুদ নামায পড়বেন এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করবেন তাহলে ইস্তিকামত পাবেন। তারপর তাঁর কথামত কাজ শুরু করলাম। আল্লাহ্‌র ফযলে একদিন বয়াত ফরম পূরণ করে ইস্তিকামতের অর্থাৎ সীরাতে মুস্তাকীমের পথ ধরে চলার শপথ নিলাম। আহমদী হয়ে গেলাম।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মোল্লারা আমার পেছন ছাড়লো না। শুরু হল তীব্র বিরোধিতা যা কখনো ভাবতে পরি নি। ব্যবসায় আমার বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ী-ঘর ছাড়তে হ'ল আরো কত কী!

সেই সময় মৌলবী সাহেব আমার প্রতি যেরূপ দরদ দেখিয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি নামায রোযার পাবন্দ তো ছিলেনই তা ছাড়া কুরআন তেলাওয়াত ছিল তাঁর নিত্য দিনের অভ্যাস।

তীব্র বিরোধিতার সময়

মৌলবী সাহেব প্রায়ই একটি কথা বলতেন, তা এখনো আমার মনে আছে এবং মাঝে মধ্যে অন্যদেরকেও বলে থাকি। তিনি বলতেন, মিথ্যা পেশাবের ফেনার মত। পেশাব করার সময় ফেনা উঠে, দাঁড়াতে দাঁড়াতে তা শেষ হয়ে যায়। যখন তীব্র বিরোধিতা শুরু হয় তখন তিনি কোন একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে একদিন গেলাম হুসেনপুর এবং আর একদিন গিয়েছিলাম কটিয়াদী। সেই থেকে কটিয়াদী জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম কবিরাজ এজাজ আহমদ সাহেবের সাথে পরিচয় হয়। একদিন আমি তার মেহমান ছিলাম। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাড়ী-ঘর ছাড়তে হয়েছে। বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে জনাব মৌলবী সাহেবের অনেক কথা মনে পড়ে গেল, দোয়া করতে থাকলাম এবং গ্রামের বাড়ী ছেড়ে সপরিবারে উঠলাম এক ভাড়াটে বাড়িতে। সেখানেও টিকা সম্ভব হ'ল না। যদিও বাড়ীটি ছিল আমার কোন আত্মীয়ের। সমাজের চাপে সে বাড়ী ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ আসলো। কোন একদিন সকালে স্টেশন রোডে একাকী ঘুরাফেরা করছিলাম, এমন সময় ভৈরব বাজার থেকে ময়মনসিংহগামী ট্রেন কিশোরগঞ্জ স্টেশনে থামলে পর দেখলাম যাত্রীদের মাঝে জনাব কবিরাজ এজাজ আহমদ সাহেব পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, আপনার বর্তমান অবস্থা কী? আমি তাঁর নিকট বিস্তারিত বললে, তিনি পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনি খুব শীঘ্র ঢাকা চলে যান। মৌলবী সাহেবও তো এখন ঢাকাতেই আছেন। আমি তাঁর কথা মত ঢাকা চলে আসলাম। ঢাকায় আসার পর মৌলবী সাহেব, জনাব ব্যারিস্টার শামসুর রহমান এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যা যা প্রয়োজন তিনি (মৌলবী আব্দুল হাই সাহেব) সব কিছু করে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, দোয়া করতে থাকুন।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

একবার কোন এক সালানা জলসার সময়, যখন ৪/৫শ' এর মত লোক সমাগম হ'ত তখনকার কথা। মেহমান ও কর্মকর্তাগণ এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ সকলেই মসজিদের নীচ তলায় চাটাইয়ের ওপর বসে খাওয়া-দাওয়া করতেন। একদিন খেতে বসলে কেউ কেউ ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছিলেন। তখন আমি বললাম, আমরা তো মানুষ, আমাদের দুর্বলতা থাকতেই পারে। আমার এ কথা শুনে মৌলবী আব্দুল হাই সাহেব বললেন, আমাদের বলেন কেন, আমাদের বললে তো আমীর সাহেবও এর মধ্যে থাকেন। আমীর সাহেব তো দুর্বল নন। আমি বললাম, ইসলামের শিক্ষার মাঝে আমি বলতে কিছু নেই। আমরা দিয়েই তো শুরু হয়। তিনি আমার কথা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন আর কোন উচ্চ-বাচ্য করলেন না। বরং অন্য এক আহমদী ভাইয়ের কাছে বললেন, দেখুন ইনি আমার তবলীগেই আহমদী হয়েছেন। আজ কত উর্ধ্বে চলে গেছেন। আমি ভাবতেও পারি নি যে, তিনি এমন উত্তর দিবেন।

সদ্ব্যবহার ও দানশীলতা

মৌলবী সাহেব সব সময় হাসি মুখে কথা বলতেন। আপন পর সকলকেই এক নজর দেখতেন। কোন দিন আপনি ছাড়া তুই, তুমি শব্দ ব্যবহার করতেন না। গ্রামের গরীবের বন্ধু ছিলেন তিনি। কোন লোক কোন কিছু চেয়ে তার নিকট থেকে শূন্য হাতে ফিরে গেছে এমন রিপোর্ট নেই। তাঁর কোন দুর্নাম ছিল না একমাত্র কাদিয়ানী শব্দ ছাড়া। কাদিয়ানী মৌলবী নামেই তিনি এলাকায় অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান এবং পরহেযগার ব্যক্তি। যে কোন লোক সামনে পড়লে তিনিই প্রথম সালাম দিতেন। কে কি বললো বা বলবে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী। যে কারণে দান-খয়রাত করতে কোন অসুবিধার কারণ হ'ত না। এমন কি অহেতুক কথা-বার্তা থেকে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করে চলতেন। একবার আমাকে বললেন, শুনুন, জামাতের মাঝে অনেক দুর্বল ঈমানের আহমদী রয়েছে, যারা আমীর সাহেবের বিরোধিতা করে এমন লোকদের থেকে সতর্ক থাকবেন।

আমীরের ইতাআতের মাধ্যমে রূহানী উন্নতি এবং তাকওয়ার পরিচয় হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, মৌলবী মরহুম আবদুল হাই সাহেব বাসুদেবের মরহুম মৌলবী হায়দার আলী সাহেবের জামাতা। বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্বেরুর রহমান সাহেবের পিতা জনাব আহমাদুর রহমান সাহেবের ভগ্নীপতি এবং সাবেক নায়েমে আলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ ওবায়দুর রহমান সাহেবের ফুফা ছিলেন। আবার আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের এবং তারুয়া জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মৌলবী আহমদ আলী সাহেবের ভায়েরা ভাইও ছিলেন।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলের মাঝে তাঁর আদর্শ প্রতিফলিত করার তৌফীক দান করুন। এ কামনা করে শেষ করছি।

- শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৪১তম কিস্তি)

সুন্দরতম নামগুলো আর দোয়ার কবুলিয়্যত

□ একবার হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্তাআলার এমন একটি সিফত বা গুণের নাম আমি জানি যে নামের দোহাই দিয়ে দোয়া করলে তা অবশ্যই কবুল হয়। হযরত আয়েশা অতি উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর! তাহলে আমাকেও সে গুণটি বলুন না? হুযূর (সঃ) বল্লেন, আমার ধারণায় এটা বলা সমীচীন নয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) রাগ করে অন্য দিকে গিয়ে বসলেন যে, এখন হুযূর (সঃ) নিজেই বলবেন। কিন্তু যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিছু সময় পার হওয়ার পরও বল্লেন না তখন আশ্চর্য এক উৎসাহের ভঙ্গীতে নিজেই উঠলেন এবং রসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর কপালে চুমু খেলেন। আর আকুতি-মিনতি করে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)। আমাকে সেই গুণটি অবশ্যই বলুন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, হে আয়শা! আসল কথা এই যে, সেই গুণের দোহাই দিয়ে পার্থিব কোন জিনিষ বৈধ নয়। এজন্যে আমি বলতে চাই না। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে উঠে পড়লেন। ওযূ করলেন, নামাযের বিছানা বিছালেন এবং আঁ হুযূর (সঃ)-কে শুনিয়ে শুনিয়ে উঁচু শব্দে দোয়া করতে লাগলেন ঃ

হে আমার প্রভু! তোমার সব পবিত্র নাম ও উত্তম গুণাবলীর দোহাই দিয়ে সেসব গুণ যা আমার জানা আছে আর যা আমার জানা নেই তুমি তোমার এ বাঁদীর সাথে ক্ষমার আচরণ কর। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পাশে বসে হাসছিলেন আর বলছিলেন, হে আয়েশা! নিঃসন্দেহে সেই গুণটি সেসব সিফতের অন্যতম যা তুমি গুণে এসেছো (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্ দোয়া)।

অতএব দোয়ার কবুলিয়্যতের সাথে ঐশী গুণাবলীর এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলেছেন - অর্থাৎ আল্লাহ্র রয়েছে পবিত্র এবং সুন্দর নামগুলো। ওগুলো স্মরণ করে তাঁকে ডাক আর তাঁর নিকট দোয়া কর।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্তাআলার ৯৯টি গুণ রয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণগুলোকে ভালভাবে স্মরণ ও সম্মুখে রাখে। সে জান্নাতের অধিবাসী। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্ দোয়া)।

[(ক) ইসমে জাত - আল্লাহ্তাআলার আল্লাহ্ নামটি ইসমে জাত বা মৌলিক নাম। আল্লাহ্ অর্থ এমন এক সত্তা যা সমস্তগুণের আধার যাঁর গুণের প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হয় এবং আরাধ্য মা'বূদ হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং এ নামটি সব রকমের ত্রুটিমুক্ত। 'আল্লাহ্র' তাঁর সত্তার নাম বিধায় তা গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

(খ) ইসমে সিফাত - গুণ বাচক নাম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) কুরআনের আলোকে দিবাচা কুরআন মজীদ (Introduction to the Study of the Holy Quran) -এ সংখ্যা ১০৪ বলে সংকলন করেছেন। সেখান থেকে অর্থসহ এ গুণবাচক নামগুলো সংকলন করা হলো - অনুবাদক]

(১) রহমান - পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দাতা।

(২) রহীম - বার বার কৃপাকারী।

(৩) রব্বুল আলামিন - সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

(৪) মা-লিকিইয়াওমিদ্দীন - বিচার দিনের মালিক বা কর্তা।

(৫) আল্ মালিকু - তিনি বাদশাহ্ বা শাসন কর্তা।

(৬) আল্ কুদ্দুসু - অতি পবিত্র সত্তা।

(৭) আস্ সালা-মু - শান্তিদাতা।

(৮) আল্ মু'মিনু - নিরাপত্তাদাতা।

(৯) আল্ মুহায়মিনু - আশ্রয়দাতা।

(১০) আল্ 'আযীযু - মহাপরাক্রমশালী।

(১১) আল্ জাব্বারু - শক্তিমান, অগোছালো অবস্থাকে গুছিয়ে দেন যিনি।

(১২) আল্ মুতাকাব্বিরু - গর্ব করার অধিকারী।

(১৩) আল্ খালেক্বু - সৃষ্টিকর্তা।

(১৪) আল্ বারী - নির্মাণকর্তা।

(১৫) আল্ মুসাব্বিরু - আকৃতিদাতা।

(১৬) আল্ গফ্ফারু - পরম ক্ষমাশীল।

(১৭) আল্ ক্বহ্হারু - প্রভাবশালী, শক্তিশালী।

(১৮) আল্ ওয়াহ্হাবু - পরমদাতা।

(১৯) আর্ রয্যাকু - পরম রিয্ক (জীবনোপকরণ) দাতা।

(২০) আল্ ফাত্তা-হু - যিনি বারংবার খুলেন বা উন্মুক্তকারী।

(২১) আল্ 'আলীম - সর্বজ্ঞ।

(২২) আল্ ক্বাবিযু - প্রত্যেক বস্তুকে নিয়ন্ত্রণকারী।

(২৩) আল্ বা-সিতু - স্বচ্ছলতা দানকারী।

(২৪) আল্ খাফিযু - সংকীর্ণতা দানকারী।

(২৫) আর্ রাফি'উ - উন্নীতকারী।

(২৬) আল্ মু'ইয্যু - সম্মানদানকারী।

(২৭) আল্ মুযিল্লু - লাঞ্ছনাকারী।

(২৮) আস্ সামী'উ - সর্বশ্রোতা।

(২৯) আল্ বাসীরু - সর্বদ্রষ্টা।

(৩০) আল্ হাকামু - সঠিক ফয়সালা ও আদেশ দানকারী।

(৩১) আল্-আদলু - ন্যায়-বিচারকারী।

(৩২) আল্ লাত্বীফু - অতি সূক্ষ্ম যিনি।

(৩৩) আল্ খবীরু - সর্ববিদিত।

(৩৪) আল্ হালীমু - অতি সহিষ্ণু।

(৩৫) আল্ 'আযীমু - অতি মহান।

(৩৬) আল্ গফূরু - অতি ক্ষমাশীল।

(৩৭) আশ্ শাকূরু - অতি গুণগ্রাহী।

(৩৮) আল্ 'আলিয়্যু - অতি উচ্চ।

(৩৯) আল্ কাবীরু - অতি বড়।

(৪০) আল্ হাফীযু - সুরক্ষাকারী।

(৪১) আল্ মুক্বীতু - সর্বসক্ষম।

(৪২) আল্ হাসীবু - হিসাবগ্রহণকারী।

(৪৩) আল্ কারীমু - অতি সম্মানিত।

(চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'

(৮ম কিস্তি)

ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পতন এবং সেই সঙ্গে ওসমানীয়া খিলাফত-এর অবসান শাসনতান্ত্রিকভাবে ঘোষিত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বে খিলাফত আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং অবশেষে শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই মুসলিম বিশ্বের মাথার উপরে কোন সর্বমান্য খলীফা নেই, আমীরুল মু'মেনীন নেই। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের (সঃ) পর আর কোনও 'উলীম আমর' বা হুকুমদানের এবং অনুগত্য বা ইতায়াত লাভের কোন সর্বজনস্বীকৃত 'মা'মুর' বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ নেই। এটাই এখন স্বীকৃত ইতিহাস। এর বাইরে আজকের সাধারণ মুসলিম উম্মাহ্ আর কিছু মানে না। হয়তো জানেও না। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্-এর সকলেই এ আকিদাটা পোষণ করে থাকে যে, এক যামানা আসবে যখন হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর আগমন হবে, ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে। ইসলামের পুনর্জাগরণ সাধিত হবে, পুনরায় ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের খিলাফত অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। এ আকিদাটা সব ফের্কার মুসলমানরাই পোষণ করেন। এ ব্যাপারে সবাই সমভাবে আশাবাদী। তাদের এ সার্বজনীন আশাবাদের ভিত্তি হলো কুরআন করীম ও হাদীস শরীফ। যেমন, কুরআন শরীফের সূরা নূরের আয়াতে 'ইস্তিখলাফে-এর উল্লেখ আমরা করে এসেছি প্রথমেই।

আল্লাহ্তাআলার সেই অঙ্গীকারের পূর্ণতায় কোন প্রকার হের-ফের যে ঘটবে না, ঘটতে পারে না, এটাই অন্ততঃ সৎকর্মশীল মু'মিনদের বিশ্বাস। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও হতাশার কারণে কোন মুসলিম যদি স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এই খিলাফত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে স্রেফ কোন 'সফলতা' লাভ কিংবা কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির লৌকিক পরিসরে সীমিত রাখতে চান, তবে তা ভুল হবে। কেননা, এ অঙ্গীকার করেছেন স্বয়ং খোদা। খোদা-ই তা পূরণ করবেন স্বয়ং। এবং এজন্যে ঈসা (আঃ) বা মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবও ঘটাবেন স্বয়ং খোদাতাআলাই মানুষে সেই আবির্ভাব ঘটাবে না।

পবিত্র হাদীসেও আছে ঃ

"নোমান বিন বশীর হোযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে নবুয়ত ততদিন বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর, নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে; এবং তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তখন যুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম হবে। এবং তা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন; অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর তা অহংকার ও জবরদস্তির সাম্রাজ্যে রূপ পরিগ্রহ করবে। এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে। অতঃপর (আঁ হযরত (সঃ) চুপ হয়ে গেলেন।' (আহমদ -বায়হাকী-মিশকাত)

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরও বলেছেন ঃ

'খিলাফত ৩০ বছর থাকবে; অতঃপর জুলুমের রাজত্ব কায়েম হবে তদস্থলে।' (মিশকাত ঃ কিতাবুল ফিতন)

রসূলে খোদার (সঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা আমরা দেখেছি খিলাফত-এ-রাশেদার সময়কাল ছিল ৩০ (তিরিশ) বছর ঃ

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ ৬৩২-৩৪ খৃঃ

২. হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ঃ ৬৩৪-৪৪ খৃঃ

৩. হযরত ওসমান গনি (রাঃ) ঃ ৬৪৪-৫৬ খৃঃ এবং

৪. হযরত আলী মর্তূজা (রাঃ) ঃ ৬৫৬-৬১ খৃষ্টাব্দ।

পূর্বে যে হাদীসটির উল্লেখ আমরা করেছি তাতে দু'বার খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে। প্রথম বারের পর অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার পর কায়েম হবে জুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব এবং তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। এ অবস্থা ততদিন চলবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর প্রথমবারের মতই আবারও একবার খিলাফত কায়েম হবে, অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদা পুনরায় কায়েম হবে, নবুওয়তের পদ্ধতিতে। প্রশ্ন উঠবে, এ নবী কে?

এর একমাত্র জবাব হচ্ছে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে আগমনকারী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)। এ উম্মতের মাঝে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে দ্বিমত নেই। মতপার্থক্য যা দেখা যায়, তা হচ্ছে, তিনি কীভাবে আসবেন, কখন আসবেন। প্রচলিত সাধারণ মত হচ্ছে, ইহুদীরা তাঁকে (আঃ) ভন্ড নবী মনে করেছিল এবং তাঁকে অভিশপ্ত প্রমাণিত করার জন্য তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি সেখানেই আছেন, আখেরী যামানায় পৃথিবীর বুকে অবতরণ করবেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে শামিল হবেন। এবং তখন ইমাম মাহ্দীও (আঃ) জাহির হবেন। ঈসা (আঃ) তাঁর দায়িত্বাবলী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধনের কাজ সমাপ্ত করে মৃত্যুবরণ করবেন। এবং তখনই কায়েম হবে খিলাফত নবুওয়তের তরীকায়, যেমনটা ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে উপযুক্ত হাদীসে। এবং এই খিলাফত অব্যাহত থাকবে কেয়ামতকাল পর্যন্ত।

অতএব ইসলামী খিলাফত পুনরায় একবার প্রতিষ্ঠিত হবে এ জগতের বুকে এবং তা হবে ঐশী ইচ্ছায়- এ ধর্মীয় বিশ্বাসটা সমগ্র উম্মতে মুসলেমার মাঝে ছিল এবং নিরবচ্ছিন্নভাবেই ছিল এবং আছেও। দু'দশ গন্ডা ধর্মহারা লোক ছাড়া এ বিশ্বাসটা সার্বজনীন। তাই এখনও অনেকেই খিলাফত কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদেরও ধারণা 'খিলাফত' লৌকিক প্রচেষ্টায় কায়েম করা সম্ভব। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবং ইতিহাস দেখেছে, তুরস্ক-সালতানাত কার্যতঃ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী খিলাফতও পরিত্যক্ত হলো, শেষ হলো। অতঃপর প্রায় পুরো একটি শতাব্দী কেটে গেল সেই বহু-কাংখিত, সেই প্রার্থিত খিলাফত আর প্রতিষ্ঠিত হলো। আজ তাই সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র মাথার উপরে 'উলীল আমর' কেউ নেই, কেউ ইমাম নেই- খলীফা নেই। এটাই অন্ততঃ আজকের সাধারণ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আজ যেন এটা নেতিবাচক 'ইজমা' রূপে আপসে আপ প্রচলিত হয়ে গেছে। তবে মুসলিম উম্মাহ্র এ সাধারণ বিশ্বাসটার ক্ষেত্রে, অন্ততঃ একটা ব্যতিক্রম রয়েছে। এ ব্যতিক্রমটা হচ্ছে, আহমদীয়া সম্প্রদায়, যাদেরকে অনেকেই 'কাদিয়ানী' বলেও আখ্যায়িত করে থাকে। আহমদীয়া জামাত বা সম্প্রদায়ের পত্তন হয়েছে 'মুজাদ্দাদিয়ত'-এর ধারায়। এ ধারায় এ হিন্দুস্থানে আবির্ভূত কয়েকজন মুজাদ্দিদের কথা আমরা বলাবো একটু পরে। (চলবে)

- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'

(৮ম কিস্তি)

ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পতন এবং সেই সঙ্গে ওসমানীয়া খিলাফত-এর অবসান শাসনতান্ত্রিকভাবে ঘোষিত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বে খিলাফত আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং অবশেষে শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই মুসলিম বিশ্বের মাথার উপরে কোন সর্বমান্য খলীফা নেই, আমীরুল মু'মেনীন নেই। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের (সঃ) পর আর কোনও 'উলীম আমর' বা হুকুমদানের এবং অনুগত্য বা ইতায়াত লাভের কোন সর্বজনস্বীকৃত 'মা'মুর' বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ নেই। এটাই এখন স্বীকৃত ইতিহাস। এর বাইরে আজকের সাধারণ মুসলিম উম্মাহ্ আর কিছু মানে না। হয়তো জানেও না। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্-এর সকলেই এ আকিদাটা পোষণ করে থাকে যে, এক যামানা আসবে যখন হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর আগমন হবে, ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে। ইসলামের পুনর্জাগরণ সাধিত হবে, পুনরায় ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের খিলাফত অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। এ আকিদাটা সব ফের্কার মুসলমানরাই পোষণ করেন। এ ব্যাপারে সবাই সমভাবে আশাবাদী। তাদের এ সার্বজনীন আশাবাদের ভিত্তি হলো কুরআন করীম ও হাদীস শরীফ। যেমন, কুরআন শরীফের সূরা নূরের আয়াতে 'ইস্তিখলাফে-এর উল্লেখ আমরা করে এসেছি প্রথমেই।

আল্লাহ্তাআলার সেই অঙ্গীকারের পূর্ণতায় কোন প্রকার হের-ফের যে ঘটবে না, ঘটতে পারে না, এটাই অন্ততঃ সৎকর্মশীল মু'মিনদের বিশ্বাস। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও হতাশার কারণে কোন মুসলিম যদি স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এই খিলাফত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে স্রেফ কোন 'সফলতা' লাভ কিংবা কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির লৌকিক পরিসরে সীমিত রাখতে চান, তবে তা ভুল হবে। কেননা, এ অঙ্গীকার করেছেন স্বয়ং খোদা। খোদা-ই তা পূরণ করবেন স্বয়ং। এবং এজন্যে ঈসা (আঃ) বা মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবও ঘটাবেন স্বয়ং খোদাতাআলাই মানুষে সেই আবির্ভাব ঘটাবে না।

পবিত্র হাদীসেও আছে ঃ

"নোমান বিন বশীর হোযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে নবুয়ত ততদিন বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর, নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে; এবং তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তখন যুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম হবে। এবং তা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন; অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর তা অহংকার ও জবরদস্তির সাম্রাজ্যে রূপ পরিগ্রহ করবে। এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে। অতঃপর (আঁ হযরত (সঃ) চুপ হয়ে গেলেন।' (আহমদ -বায়হাকী-মিশকাত)

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরও বলেছেন ঃ

'খিলাফত ৩০ বছর থাকবে; অতঃপর জুলুমের রাজত্ব কায়েম হবে তদস্থলে।' (মিশকাত ঃ কিতাবুল ফিতন)

রসূলে খোদার (সঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা আমরা দেখেছি খিলাফত-এ-রাশেদার সময়কাল ছিল ৩০ (তিরিশ) বছর ঃ

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ ৬৩২-৩৪ খৃঃ

২. হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ঃ ৬৩৪-৪৪ খৃঃ

৩. হযরত ওসমান গনি (রাঃ) ঃ ৬৪৪-৫৬ খৃঃ এবং

৪. হযরত আলী মর্তূজা (রাঃ) ঃ ৬৫৬-৬১ খৃষ্টাব্দ।

পূর্বে যে হাদীসটির উল্লেখ আমরা করেছি তাতে দু'বার খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে। প্রথম বারের পর অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার পর কায়েম হবে জুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব এবং তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। এ অবস্থা ততদিন চলবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর প্রথমবারের মতই আবারও একবার খিলাফত কায়েম হবে, অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদা পুনরায় কায়েম হবে, নবুওয়তের পদ্ধতিতে। প্রশ্ন উঠবে, এ নবী কে?

এর একমাত্র জবাব হচ্ছে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে আগমনকারী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)। এ উম্মতের মাঝে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে দ্বিমত নেই। মতপার্থক্য যা দেখা যায়, তা হচ্ছে, তিনি কীভাবে আসবেন, কখন আসবেন। প্রচলিত সাধারণ মত হচ্ছে, ইহুদীরা তাঁকে (আঃ) ভন্ড নবী মনে করেছিল এবং তাঁকে অভিশপ্ত প্রমাণিত করার জন্য তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি সেখানেই আছেন, আখেরী যামানায় পৃথিবীর বুকে অবতরণ করবেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে শামিল হবেন। এবং তখন ইমাম মাহ্দীও (আঃ) জাহির হবেন। ঈসা (আঃ) তাঁর দায়িত্বাবলী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধনের কাজ সমাপ্ত করে মৃত্যুবরণ করবেন। এবং তখনই কায়েম হবে খিলাফত নবুওয়তের তরীকায়, যেমনটা ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে উপযুক্ত হাদীসে। এবং এই খিলাফত অব্যাহত থাকবে কেয়ামতকাল পর্যন্ত।

অতএব ইসলামী খিলাফত পুনরায় একবার প্রতিষ্ঠিত হবে এ জগতের বুকে এবং তা হবে ঐশী ইচ্ছায়- এ ধর্মীয় বিশ্বাসটা সমগ্র উম্মতে মুসলেমার মাঝে ছিল এবং নিরবচ্ছিন্নভাবেই ছিল এবং আছেও। দু'দশ গন্ডা ধর্মহারা লোক ছাড়া এ বিশ্বাসটা সার্বজনীন। তাই এখনও অনেকেই খিলাফত কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদেরও ধারণা 'খিলাফত' লৌকিক প্রচেষ্টায় কায়েম করা সম্ভব। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবং ইতিহাস দেখেছে, তুরস্ক-সালতানাত কার্যতঃ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী খিলাফতও পরিত্যক্ত হলো, শেষ হলো। অতঃপর প্রায় পুরো একটি শতাব্দী কেটে গেল সেই বহু-কাংখিত, সেই প্রার্থিত খিলাফত আর প্রতিষ্ঠিত হলো। আজ তাই সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র মাথার উপরে 'উলীল আমর' কেউ নেই, কেউ ইমাম নেই- খলীফা নেই। এটাই অন্ততঃ আজকের সাধারণ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আজ যেন এটা নেতিবাচক 'ইজমা' রূপে আপসে আপ প্রচলিত হয়ে গেছে। তবে মুসলিম উম্মাহ্র এ সাধারণ বিশ্বাসটার ক্ষেত্রে, অন্ততঃ একটা ব্যতিক্রম রয়েছে। এ ব্যতিক্রমটা হচ্ছে, আহমদীয়া সম্প্রদায়, যাদেরকে অনেকেই 'কাদিয়ানী' বলেও আখ্যায়িত করে থাকে। আহমদীয়া জামাত বা সম্প্রদায়ের পত্তন হয়েছে 'মুজাদ্দাদিয়ত'-এর ধারায়। এ ধারায় এ হিন্দুস্থানে আবির্ভূত কয়েকজন মুজাদ্দিদের কথা আমরা বলাবো একটু পরে। (চলবে)

- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

২৫, ২৬, ২৭ জুলাই ২০০৩ইং অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের ৩৭তম সালানা জলসায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ও বাণী

১। শ্রদ্ধেয় এড্ওয়ার্ড ডেভি, সাংসদ (MP) কিংস্টন নির্বাচনী এলাকা

জনাব ডেভি প্রথমে তাঁর রাজনৈতিক দল 'লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'-এর প্রধান জনাব চার্লস্ কেনেডি-এর একটি বাণী পাঠ করেন। এ বাণীতে জনাব কেনেডি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তিনি নিজে এ জলসায় উপস্থিত থাকতে পারছেন না। তিনি হুযূরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন যে, এ জলসা তাঁর খলীফা হওয়ার পর প্রথম জলসা।

অতঃপর জনাব এড্ওয়ার্ড ডেভি নিজের ভাষণে বলেন ঃ আজকাল মুসলমানরা এক বড় সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু আপনাদের জামাত ধর্মীয় সহিষ্ণুতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

২। স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য জনাব কলম্বা ব্লাংগো, সাউথওয়ার্ক শহরের মেয়র

তিনি বলেন, তাঁর জন্ম আফ্রিকা মহাদেশের "সিয়েরালিওন্" নামক দেশে। এখন তিনি যুক্তরাজ্যের নাগরিক এবং সাউথওয়ার্ক শহরের নির্বাচিত মেয়র। তিনি শিক্ষা বিস্তারে আহমদীয়া জামাত-এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "আমি আহমদীদের দাতব্য কাজে আন্তরিকতার প্রকৃত মনোভাবকে পসন্দ করি। মানবকূলের মঙ্গলের জন্য আপনাদের ত্যাগের অতীত ও চলমান ধারা বহুদেশে দৃশ্যমান"। তিনি হুযূরের মূল্যবান লক্ষ্যসমূহের অর্জনের শুভ কামনা জ্ঞাপন করেন।

৩। মিসেস ডাউটি, গিল্ডফোর্ড থেকে নির্বাচিত সাংসদ

তিনি বলেন, গত বছরের মত এ বছরও তাঁকে যে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানানো হয়েছে এর জন্য এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে জলসার আয়োজন করার জন্য তিনি অভিভূত। তিনি বলেন, "আহমদীয়া জামাত শুধু একটি শান্তি-প্রিয় সংগঠনই নয় এ সংগঠন গোটা সমাজ ও দেশের জন্যও অনেক মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে।" তিনি বলেন, "Humanity First" নামক NGO যেটা আহমদীয়া জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই NGO খুব গুরুত্বপূর্ণ সেবা কার্যক্রমে নিবেদিত প্রাণ। এটা পরিতাপের বিষয় যে, খুব কম লোকই "Humanity First"-এর মহান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন।"

জলসায় যোগদানকারী দু'জন মেয়রকে দেখা যাচ্ছে

৪। কাউন্সিল সদস্যা ক্যারোল কক্বার্ণ - ফারন্হাম শহরের MAYOR :

ভদ্র মহিলা বলেন, "এ নিয়ে আমি তৃতীয়বার এ শান্তি প্রিয় জনগোষ্ঠীর মাঝে আসার সুযোগ পেলাম। প্রত্যেক বারই আমি এখানে মুগ্ধ হই। আপনাদের উষ্ণ স্বাগতম ও প্রাণঢালা হৃদ্যতা আমাকে আকর্ষণ করে। এ যুগে যখন মনে হয় পৃথিবী নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে উদ্যত তখন আহমদীয়া জামাতকে দেখলে মনে হয় যেন মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া পাওয়া গেল"। এরপর তিনি বলেন, "আপনাদের সম্প্রদায়ের আছে দয়া এবং সহিষ্ণুতার অঙ্গীকার যেটা আমাদের সবার জন্য অনুকরণীয়। টিল্ফোর্ড এবং ফারনহাম আপনাদেরকে পেয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে"।

৫। জনাব টনি কোলম্যান - পাট্নী থেকে নির্বাচিত সাংসদ

তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় টনি ব্লেয়ার-এর একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন। তারপর জনাব কোলম্যান বলেন, তিনি ১৯৯০ থেকে প্রত্যেক বছর জলসা সালানায় যোগ দিয়ে আসছেন। তিনি হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (চতুর্থ খলীফা)-এর মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁকে নিজের বাবার মত শ্রদ্ধা করতেন। জনাব কোলম্যান বলেন, আমি যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাই তখনও আমি ওখানে আহমদী জামাতের সদস্যগণের সঙ্গে দেখা করি। সম্প্রতি "SUSSEX-এ একটি COMMONWEALTH সম্মেলনে আমি জানতে পারি যে, আহমদীয়া জামাত আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছেন এবং সেখানেও আহমদীদেরকে শ্রদ্ধা করা হয়। জনাব কোলম্যান বলেন, যুক্তরাজ্যে প্রবেশে ভিসা লাভের জন্য তিনি আহমদীদেরকে সাহায্য করেন এবং পাকিস্তানে আহমদীদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হচ্ছে এ অন্যায়ের খবরা-খবর তিনি সুযোগ পেলেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে জানিয়ে থাকেন।

বিশিষ্ট মেহমানদের সাথে আলাপরত ইউ.কে জামাতের আমীর সাহেব

৬। স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য রিচার্ড টেরী, WAVERLEY শহরের MAYOR :

এ ভদ্রলোক সাংস্কৃতিক অগ্রগতি আনার জন্য আহমদীয়া জামাতকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন ঃ আপনাদের বিশ্বাস অত্যন্ত উচ্চমানের যা থেকে সমগ্র পৃথিবীবাসী অনেক কিছু শিখতে পারেন। ইসলাম ধর্মের অর্থই হচ্ছে সবার জন্য ভালোবাসা,

পরমত সহিষ্ণুতা ও শুভেচ্ছা এবং এসবগুণ পরিলক্ষিত হচ্ছে ঐসব কার্যক্রমে সেটা বিশ্বজুড়ে আহমদীয়া জামাত করছে এবং যেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

৭। শ্রদ্ধেয় জন্ বইস্, লন্ডন থেকে নির্বাচিত ইউরোপীয় পারলিয়ামেন্টের সাংসদ

এ ভদ্রলোক বৃটিশ রক্ষণশীল পার্টি এবং ইউরোপীয় পারলিয়ামেন্টের শুভেচ্ছা বাণী এনেছিলেন। তিনি বলেন ঃ "আপনারা এক খুবই বড় পরিবারের সদস্য যে পরিবার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। আমরা যুক্তরাজ্যবাসীরা এ কারণে গর্ববোধ করি যে, আপনাদের সদর দপ্তর এ দেশে লন্ডন শহরে অবস্থিত। আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এজন্যে যে, আপনারা গোটা মানবসমাজের কল্যাণে অনেক বড় বড় কাজ করছেন।"

৮। স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য রবার্ট **LANDERYOU, সাটান শহরের MAYOR**

তিনি জল্সায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণের জন্য আহমদীয়া জামাতকে ধন্যবাদ জানান এবং উষ্ণ স্বাগতম-এর জন্যও জামাতকে ধন্যবাদ জানান।

৯। ডাঃ **ANNE LEE, PPC for woking :**

আহমদীয়া জামাত যেভাবে বহু-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সমাজের গুণাগুণ উপলব্ধি করে এটা মহামূল্যবান প্রাপ্তি। তিনি বলেন, "আমি এ সুযোগে আমার তরফ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চাই আপনারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বৃটিশ সমাজে মিশে গিয়েছেন। আর একটা ভাল দিক হচ্ছে, আপনাদের সংগঠন এমনভাবে ইসলামে বাণী প্রচার করে যেটা যুক্তিসঙ্গত, জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং সহনশীল। এটা আমাদের বহু-সংস্কৃতিসমৃদ্ধ দেশের সমাজ ব্যবস্থার জন্য কল্যাণকর। দয়া করে আপনারা এভাবেই সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন এবং রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করুন।

১০। **BARONESS** সারালী ইউরোপীয় পারলামেন্টারী সাংসদ

ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি এবারই প্রথম আহমদীয়া জামাত-এর জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে এবং তিনিও অনুভব করছেন, তিনি একেবারে আপনজনদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি যা যা দেখেছেন সেটা থেকে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বিশেষ করে জেহাদ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সেই ব্যাখ্যা তার পসন্দ হয়েছে। তিনি আহমদীয়া জামাতের চিন্তাধারাকে পসন্দ করেন। তিনি মনে করেন, বৃটিশ সমাজের মাঝে সবাইকে মিলেমিশে থাকার জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হবে।

১১। মিসেস সুসান্ ক্রেমার

এ ভদ্রমহিলা বলেন, তাঁর জলসার প্রথম দিন অত্যন্ত ভাল কেটেছে। এখানকার পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ অত্যন্ত উঁচু মানের। তিনি জল্সায় এজন্য আসেন, তিনি এ বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন যে, সবার মিলেমিশে একটা সুন্দর সমাজ গঠন করা উচিত। তিনি আরও বলেন, কত ভাল হত যদি আরও বেশি সংখ্যায় আজ এ জলসায় লোক এসে ইসলামের এ সুন্দর চেহারা দেখতো তখন তাঁরা বুঝতে পারতো যে, তাদের মনের মাঝে ইসলামের যে ছবি আছে সেটা সঠিক ইসলাম নয়।"

কয়েকজন সরকার প্রধানের বাণী

১। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী জনাব টনি ব্লেয়ার ঃ

যুক্তরাজ্যে এ বছরের জলসায় আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সমাবেশটিও উপভোগ্য। আমি নিশ্চিত এ জলসা অসাধারণ সফলতা লাভ করবে।

২। ঘানা-এর রাষ্ট্রপতি মহামান্য **JOHN AGYEKUM KUFUOR** :

ঘানা-এর বিদ্যুৎ বিভাগের উপ-মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় kobina তাহের মাহমদু হাম্মন্দ জলসায় ঘানার রাষ্ট্রপতির সেই শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করে শোনান যেটা জামাত আহমদীয়ার খলীফাকে তিনি লিখেছেন ঃ 'আপনার পূর্বের চতুর্থ খলীফার মৃত্যুর পর যে শৃঙ্খলার সাথে আপনি আহমদীয়া জামাতের খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন এ ঘটনাটাই প্রমাণ করে যে, আপনার জামাত আল্লাহ্তাআলার প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস পোষণ করে। আমরা ঘানাবাসীরা জানি, আপনি আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন। আপনি শিক্ষা, কৃষি ও জনগণের নৈতিক প্রশিক্ষণের কাজে বহু বছর ঘানাবাসীর সেবা করেছেন। আমি অনুরোধ করছি আপনি ও আপনার জামাত ঘানার উন্নয়নের জন্য সব সময় দোয়া করবেন। আশা করি আপনি সময় করে আরও একবার ঘানা ভ্রমণে আসবেন, কারণ আমরা মনে করি ঘানা আপনার দ্বিতীয় দেশ। আমি জলসার সাফল্য কামনা করি।

(সৌজন্যে - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ)
- অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

যুক্তরাজ্যের ৩৭তম সালানা জলসায় আগত বিশিষ্ট মেহমানদের একাংশ

এসো কুরআন শিখি

(৫ম কিস্তি)

আয়াত নং ৩১ ঃ ওয়া ইয কৃলা - এবং (স্মরণ কর) যখন বল্লেন, **রব্বুকা** - তোমার প্রভু-প্রতিপালক, **লিল মালাইকাতি** - ফিরিশ্‌তাদের উদ্দেশ্যে, **ইন্নী জা'ইলুন** - নিশ্চয় আমি বানাতে যাচ্ছি, **ফিল আরযি** - পৃথিবীতে, **খালীফাতান** - এক খলীফা, **কৃালূ** - তারা বল্ল, **আ তাজ'আলু** - তুমি কি এমন কাউকে বানাবে? **ফীহা** - এতে, **মাঁ ইউফসিদু ফীহা** - যে এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, **ওয়া ইয়াসফিকুদ্দিমায়া** - এবং রক্তপাত ঘটাবে, **ওয়া নাহনু** - অথচ আমরাই, **নুসাব্বিহু** - আমরা তসবীহ্ করি, **বিহামদিকা** -তোমার প্রশংসাসহ, **ওয়া নুকাদ্দিসুলাকা** - ও তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি, **কৃালা** - তিনি বল্লেন, **ইন্নী আ'লামু** - নিশ্চয় আমি বেশি জানি, **মা লা তা'লামূন** - যা তোমরা জান না।

অনুবাদ ঃ এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলীফা বানাতে যাচ্ছি।' তারা বললো, 'তুমি কি এতে এমন কাউকে বানাবে, যে এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ তসবীহ করি ও তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি বেশি জানি' যা তোমরা জান না'।

আয়াত নং ৩২ ঃ ওয়া 'আল্লামা আদামা - এবং তিনি আদমকে শিখালেন, **আল্ আসমায়া কুল্লাহা** - যাবতীয় নাম, **সুম্মা আরাযাহুম** - এরপর এদেরকে তুলে ধরলেন, **'আলাল মালাইকাতি** - ফিরিশ্‌তাদের সামনে, **ফাক্বালা** - আর বললেন, **আম্বিউনী** - তোমরা আমাকে বল, **বিআসমা-ই হা-উলা-ই** - এদের নাম, **ইন কুন্‌তুম সা-দিক্বীন** - যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

অনুবাদ ঃ এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিখালেন, এরপর এদেরকে ফিরিশ্‌তাদের সামনে তুলে ধরলেন আর বল্লেন, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাকে এদের নাম বল।

আয়াত নং ৩৩ ঃ কৃালূ সুবহানাকা - তারা বল্লো, তুমি পবিত্র, **লা'ইলমালানা** - আমাদের কোন জ্ঞান নেই, **ইল্লা মা 'আল্লামতানা** - যা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ তা ছাড়া, **ইন্নাকা আন্‌তা** - নিশ্চয় তুমিই, **আল্'আলীমুল হাকীম** - সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

অনুবাদ ঃ তারা বল্লো, 'তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে যা শিখিয়েছ তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই, নিশ্চয় তুমিই সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

আয়াত নং ৩৪ ঃ কৃালা - তিনি বল্লেন, **ইয়া - আ-দামু** - হে আদম! **আম্বি'হুম** - এদেরকে বলে দাও, **বিআসমা-ইহিম** - তাদের নাম, **ফালাম্মা** - অতঃপর যখন, **আমবায়াহুম** - সে এদেরকে বলে দিল, **বিআসমা-ইহিম** - তাদের নাম, **কৃালা** - তিনি বল্লেন, **আলাম আকুল্‌লাকুম** - আমি কি তোমাদেরকে বলি নি, **ইন্নী আ'লামু** - নিশ্চয় আমি জানি, **গয়বাস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরযি** - আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গোপন বিষয়, **ওয়া আ'লামু** - আর তা-ও জানি, **মাতুব্‌দূনা** - যা তোমরা প্রকাশ কর, **ওয়া মা কুন্‌তুম তাকতুমূনা** - আর যা তোমরা গোপন কর।

অনুবাদ ঃ তিনি বল্লেন, 'হে আদম! এদেরকে তাদের নাম বলে দাও; অতঃপর যখন সে এদেরকে তাদের নাম বলে দিল, তিনি বল্লেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নি, নিশ্চয় আমি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়ে জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর আর তোমরা যা গোপন কর, তা-ও আমি জানি'।

আয়াত নং ৩৫ ঃ ওয়া ইয্ কুলনা - এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা বলেছিলাম, **লিল মালা-ইকাতি** - ফিরিশ্‌তাদেরকে, **উসজুদূ লিআ-দামা** - তোমরা আদমের আনুগত্য কর, **ফাসাজাদূ** - তখন তারা আনুগত্য করলো, **ইল্লা ইবলীস** - ইবলীস ছাড়া, **আবা-** সে অস্বীকার করলো, **ওয়াস্‌তাকবারা** - ও সে অহংকার করলো, **ওয়া কানা** - আর সে ছিল, **মিনাল কাফিরীন** - অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ ঃ এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা আদমের আনুগত্য কর,' তখন তারা আনুগত্য করলো কেবল ইবলীস ছাড়া, সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো, আর সে ছিল অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত নং ৩৬ ঃ ওয়া কুলনা - এবং আমরা বল্লাম, **ইয়া আ-দামু** - হে আদম! **উসকুন আন্‌তা** - তুমি বসবাস কর, **ওয়া যাওজুকা** - এবং তোমার স্ত্রী, **আল্‌জান্নাতা** - বাগানটিতে, **ওয়া কুলা মিনহা** - আর খাও এতে, **রাগাদান** - তৃপ্তির সাথে, **হায়সু মিনহা** - যেখান থেকে চাও, **ওয়ালা তাক্বরাবা** - এবং তোমরা ধারে কাছে যেও না, **হাযিহিশ্ শাজারাতা** - এ গাছটির, **ফাতাকূনা** - তাহলে তোমরা হয়ে যাবে, **মিনায্ যলিমীন** - সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ ঃ এবং আমরা বল্লাম, 'হে আদম! তুমিও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে বসবাস কর। আর এতে তোমরা যেখান থেকে চাও তৃপ্তির সাথে খাও, তবে তোমরা এ গাছটির ধারে কাছেও যেও না, অন্যথায় তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (চলবে)

সংকলন - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

প্রসঙ্গ - মিথ্যা বলা

আজকাল বন্ধু বন্ধুর কাছে, সন্তান পিতামাতার কাছে, ভাই ভাইয়ের কাছে, কর্মচারীদের একে অপরের কাছে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য মিথ্যা কথা বলছে। আল্লাহ্ পাককে ভয় না করে উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ভয় করে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে অহরহ। আমার এক বন্ধু ধর্মীয় সংগঠনের সাথে জড়িত। সেই সংগঠনের নিয়ম অনুসারে দাড়ি রাখা অত্যাবশ্যকীয়। আবার যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে সেখানে দাড়ি রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই প্রাণ প্রিয় বন্ধু সুযোগ বুঝে সেই সংগঠনের মাসিক নিয়মিত কার্যদিবসের দিনে দাড়ি বড় করে রেখে মিটিং এ যোগ দেয়, আবার মিটিং শেষে দাড়ি পুনরায় কেটে ফেলে। তার একটা ভয় দাড়ি না থাকলে পদ হারাতে হবে। সত্যের আশ্রয় নিলে কি কোন ক্ষতি হবে? নিশ্চয়ই না। সমাজে এ ধরনের মিথ্যা বলার কারণে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির, একজন নারীর, একজন ভাই, কিংবা বোনের পিতা কিংবা মাতা অথবা প্রতিবেশীর স্বজনের ফাঁসি হচ্ছে, জেল জরিমানা হচ্ছে, সমাজে অপবাধের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে অহরহ, আবার তারাই সমাজ ও পরিবারে লাঞ্ছিত হচ্ছে, অপমাণিত হচ্ছে সর্বোপরি নানারকম অপ্রত্যাশিত বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। আবার সাপ্তাহিক বা মাসিক দাড়ি রাখা কিংবা কর্তন করার কারণে দাড়ির সম্মান নষ্ট হচ্ছে। সব কিছুর মূলে কিন্তু এই মিথ্যা।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক ৪ (চার) ব্যক্তির সাথে বাক্যলাপ করবেন না। যে ব্যক্তি দানের বিনিময়ে উপকার চায়, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রি করে, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে পায়জামা ঝুলিয়ে চলে আর যে ব্যক্তি দাড়ি নিয়ে তামাসা করে অর্থাৎ দাড়ির মর্যাদা রাখে না।

রসূলে করীম (সঃ) আরো বলেন, যখন কোন লোক মিথ্যা কথা বলে লোকটি থেকে এ রকম দুর্গন্ধ বের হয় যে, ফিরিশ্‌তাগণকে এক মাইল দূরে ঠেলে রাখে (তিরমিযী)। রসূলে পাক (সঃ) বলেন, মিথ্যা কথা বলার রেওয়াজ এসেছে শয়তান কাছ থেকে কাজেই যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় তারা শয়তানকে অনুসরণ করল। শয়তানের চরিত্রও মিথ্যাবাদীর মাঝে প্রবেশ করল, তাই মিথ্যাবাদী ও ভন্ডকে এড়িয়ে চলা উচিত।

- **খালিদ আহমদ সিরাজী**

"ঐক্যের আহ্বান ঃ ময়দানে তো নেতা নেই মুসলমানরা জমায়েত হবে কার পেছনে?"

মাসিক রহমতের জুন ২০০৩ সংখ্যায় জনৈক সালেহ উদ্দিন আহমদ কর্তৃক পরিবেশিত 'ঐক্যের আহ্বান ঃ ময়দানে তো নেতা নেই ঃ মুসলমানরা জমায়েত হবে কার পেছনে?' উক্ত প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ প্রবন্ধের জন্যে সালেহ্ উদ্দিন আহমদ সাহেবকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কত প্রয়োজন।

আজ মুসলমানদের কোন নেতা নেই, যার ফলে মুসলমানদের উপর করা হচ্ছে যুলুম অত্যাচার। আজ ইহুদী খৃষ্টান মুসলমানদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করছেন। লাখ লাখ নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করছে। ঘর-বাড়ি লুটপাট করছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করছে। এসব কিছুর মূল কারণ যদি আমরা খুঁজে দেখি তা হলে দেখতে পাই, সব মুসলমানদের কে নেতৃত্ব দান করবেন? মুসলমানদের কোন নেতা নেই। যার আদেশ প্রত্যেকটি মুসলমান মান্য করবেন। আজ মুসলমানরা কোন নেতার অধীন নেই বলে এত নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। এই নির্যাতন সহ্য করতে হবে যত দিন না সকল মুসলমান এক নেতার অধীনে আসে। আজ মুসলমানরা মনে করেন যে, আমাদের মনে হয় কোন নেতা নেই। কার কথা আমরা মানবো। কিন্তু তারা জানে যে আল্লাহ্তাআলা মুসলিম উম্মাহ্কে কখনও নেতা ছাড়া ছেড়ে দেন না। বর্তমানে অনেকেই ঐক্যের জন্যে আহ্বান করছেন,কিন্তু ঐক্য খুঁজে পাচ্ছেন না। তারা মনে করেন রসূল করীম (সঃ)-এর খিলাফতের পর থেকেই বুঝি মুসলিম ঐক্য শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আজও যে সেই রসূল করীম (সঃ)-এর ঐক্যই কায়েম রয়েছে তার খোঁজ কেউ রাখছেন না, এবং সেই ঐক্যের দিকে যোগও দিচ্ছেন না। বর্তমান সমাজ বা দেশকে কিছু ধর্মব্যবসায়ী আলেম প্রকৃত জ্ঞান থেকে বা সত্য বুঝার থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। যার ফলে মুসলিম উম্মাহ্ ঐক্য ছাড়া জীবন যাপন করছে।

আজ ময়দানে মুসলানদের জন্য খোদাতাআলা কর্তৃক মনোনীত নেতা রয়েছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্ জানা সত্ত্বেও একতা বদ্ধ হচ্ছে না। খোদাতাআলা মুসলমানদের জন্য নেতা পাঠিয়েছেন কিন্তু তাঁকে তারা আজ মানছে না। আজ একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা ছাড়া সমগ্র পৃথিবীর মাঝে একক কোন নেতা নেই। প্রায় ২০ কোটি মুসলমান আজ ১৭৬টি দেশে এক নেতার অধীনে এক ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। বর্তমান দেশকে দাজ্জালী শক্তি থেকে রক্ষা করতে হলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। সকলকে খিলাফতের অধীনে আসতে হবে। বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের ৫ম খিলাফত কাল চলছে। দিন দিন মানুষ সত্যকে বুঝছে এবং মানছে। ইসলামী এই খিলাফতের কল্যাণ ধারাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য শত্রু পক্ষ নানা অপকৌশল চালিয়েছে কিন্তু সব কিছুতে ব্যর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। দিনের পর দিন এ জামাত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামাতে আহমদীয়ার খলীফাগণ আল্লাহ্র সমর্থন ও সাহায্য পান। তাই পৃথিবীর শক্তিধারা এ খিলাফতকে মেটাতে পারে নি এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ্। সবাই যদি এ খিলাফতের অধীনে চলে আসেন তা হলে এমন কোন শক্তি নেই যে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করবে। মুসলমানদের কোন মতেই নেতা ছাড়া চলে না।

আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ খলীফা গত ২২ জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং জুমুআর খুতবায় বলেন, "তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন এবং হুশিয়ার করে দেয়া প্রয়োজন যে, ইসলামী বিশ্বের রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। আর ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে এক হাতে সমবেত হওয়া তো সম্ভব নয়। কেননা ধর্মীয় মতভেদ এত বেশি আর এত ফিরকায় ইসলাম বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং প্রতিটি ফেরকা মৌলভীদের মসজিদ মসজিদে বিভক্ত। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন- এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা সবই নিষ্ফল ও নিরর্থক। এটাই একমাত্র পদ্ধতি রয়েছে আর তা হচ্ছে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে মিঃ জিন্নাহ ভারত উপমহাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে এক হাতে সমবেত করেছিলেন। তিনি এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। "তোমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কী আমার তাতে কোন প্রয়োজন নেই। আমার এরও কোন প্রয়োজন নেই যে, তোমরা হাত বেঁধে নামায পড় বা ছেড়ে দিয়ে নামায পড় বা আদৌ না পড়। তোমরা যদি মুসলমান বলে দাবী করো তা হলে আস এখন আমরা সে এক নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই। এটা রাজনৈতিক ঐক্য আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐক্যই প্রয়োজন। ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা আল্লাহ্তাআলার কাজ। এ ঐক্য আকাশ থেকে নেমে আসে। পৃথিবী থেকে এটা উদ্গত হয় না। এ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার উপকরণ আল্লাহ্তাআলা নিজেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র যে রজ্জু যা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অন্তরে কুরআন মজীদের আকারে অবতীর্ণ হ'ল। আল্লাহ্র সে রজ্জু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আকারে একটি জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে আমরা দেখলাম এবং যা তাঁর পরে তাঁর দাসত্বের অধীনে খিলাফতের আকারে জারী হ'ল, তা দ্বিতীয় পর্ব মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে।"

তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বর্তমানে যারা ঐক্য ঐক্য নিয়ে চিল্লা চিল্লি করে তারা মুলত রাজনৈতিক ঐক্যের কথা বলে ইসলামী ঐক্যের কথা নয় আর ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাতো মানুষের কাজ নয়। এটা আল্লাহ্র কাজ যদি মানুষের কাজ হতো তা হলে কি আজ পর্যন্ত কোন দল ঐক্যবদ্ধ করতে পারতো না। শত শত বছর কাটিয়ে দিল। কোন নেতা বানাতে পারলো না। আমার লেখা যেহেতু সালেহ উদ্দিন সাহেবের ঐক্যের আহ্বানকে লক্ষ্য করে তাই আর না বাড়িয়ে এখানেই শেষ করছি - তবে শেষ করার পূর্বে আরেকটি কথা বলি আহমদীয়া জামাত সমগ্র বিশ্বের মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। সে দিনেই ইসলামের প্রকৃত বিজয় হবে যেদিন সকলে খিলাফতের অধীন ঐক্যবদ্ধ হবে। খোদাতাআলা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফীক দান করুন, আমীন।

-মাহমুদ আহমদ সুমন, মোয়াল্লেম

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত-পূর্ব জীবন

বিশ্ব মানবতার শান্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, নবীকুল শ্রেষ্ঠ সাইয়্যেদিল মুরসালীন খাতামান্নাবীঈন রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্ব - জীবনের নৈতিক চরিত্র আদর্শের দু' একটি ঝলক আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিসরে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ঃ

তাঁর (সঃ) জন্ম-পূর্বে আরব জাহান তথা সারা দুনিয়ায় ধর্মজগতে এক বিভীষিকাময় অন্ধকার রাত্র বিরাজ করছিল। ধর্মজগতের এ বিভীষিকাময় অন্ধকার দূর করে প্রভাতের সোনালী সূর্যের ন্যায় ধর্মজগতকে আলোকিত করার জন্য এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ নির্দেশনার জন্য শান্তির অগ্রদূত হিসেবে আরব জাহানের মক্কানগরীতে আব্দুল্লাহ্‌র ঔরষে বিবি আমিনার গর্ভে ৫৭০ খৃঃ ৯ই রবিউল আওয়াল (মতান্তরে ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ) রোজ সোমবার প্রভাতে তাঁর আগমন ঘটে এ ধরায়। তাঁর জন্মের পূর্বেই তিনি পিতৃহারা হন।

জন্মের পর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে নিয়ে কা'বাগৃহে গমন করেন এবং দোয়া করে নাম রাখেন মুহাম্মদ অর্থাৎ অতি প্রশংসিত এবং এ উষা-লগ্ন থেকেই তাঁর পবিত্র জীবন এবং প্রশংসিত জীবনের ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাত হয়। আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভাষাগত প্রশিক্ষণ এবং নৈতিকতা গঠনের দিক বিবেচনা করে আরবের বিশেষ অঞ্চলে দাই-মা'র গৃহে সন্তান লালন -পালনের নীতি প্রচলিত ছিল। এ নীতি অনুযায়ী মুহাম্মদ (সঃ)-কে দাই-মা'র আশ্রয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কিন্তু তিনি এতীম সন্তান হওয়ার কারণে দাই-মাগণ শিশু-মুহাম্মদকে গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। পরিশেষে দুর্বল হালিমা কোন সন্তান না পেয়ে এতীম শিশু-মুহাম্মদকে গ্রহণ করলেন। শিশু-মুহাম্মদকে গ্রহণ করার কারণে বিনি হালিমার অভাব-অনটন দূর হয়েছিল। বিবি হালিমার গৃহে পাঁচ বৎসর অবস্থানের পর তাঁকে আব্দুল্লাহ্‌র গৃহে ফেরত পাঠানো হলো। ৬ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। এরপর দাদার আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। ৮ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিবকে হারান।

দাদা আব্দুল মোত্তালিবের ওসীয়্যত অনুযায়ী পিতৃহারা মাতৃহারা শিশু মুহাম্মদ তাঁর চাচা আবূ তালিবের গৃহে লালিত-পালিত হ'তে থাকেন। কিন্তু চাচা আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। অপর দিকে মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন কর্মঠ কিশোর। তিনি তাঁর সংসারে বসে বসে খাওয়াকে অপসন্দ করলেন এবং চাচা আবূ তালিবের সংসারের অস্বচ্ছলতা দূরীকরণের জন্য নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। বাড়তি আয়ের জন্য মেষ চড়ান। মেষ পালক রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ। তাদের সাথে তিনি সৌহার্দ্য ও প্রীতি বজায় রাখতেন।

মহান কিশোর মুহাম্মদ (সঃ)-এর বয়স ১২ বছর তখন চাচা আবূ তালেবের সাথে সিরিয়া বাণিজ্য সফরের সুযোগ ঘটে। এ সফরে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান এবং সফর সঙ্গীরা তাঁর ব্যাপারে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। প্রত্যক্ষ অলৌকিক ঘটনা বুহাইরা নামক পাদরীর নিকট বর্ণনা করা হ'লে তিনি তাঁকে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন এবং তিনি যামানার নবী হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে বালক মুহাম্মদ (সঃ) প্রত্যক্ষ করলেন ফুজ্জারের যুদ্ধের বিভীষিকা। এ অবস্থা দেখে তিনি চিন্তান্বিত হলেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর প্রকৃতিতে চিন্তা-ভাবনা করার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি লড়াই-ঝগড়ার সাথে নিজেকে জড়াতেন না। বরং কলহ ও লড়াই মিটানোর চেষ্টাই করতেন। আরবদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। এগুলোর সাথে তিনি নিজেকে না জড়ালেও এগুলোর বিভীষিকাময় করুণ দৃশ্য অবলোকন করে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। তখন মক্কা এবং এর আশে-পাশের গোত্রগুলোর যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে চিন্তান্বিত হলে মক্কার কিছু সংখ্যক যুবক "হিলফুল ফুযূল" নামে একটি সংগঠন করলো। এর উদ্দেশ্য ছিল মযলুমদের সাহায্য করা। তখন মুহাম্মদ (সঃ) খুবই উৎসাহের সাথে সেই সংঘের সদস্য হয়ে গেলেন। এ সংঘের সদস্যবৃন্দ যে শপথ গ্রহণ করতো তাহলো - তারা মযলুমদের সাহায্য করবে ও তাদের অধিকার আদায় করে দেবে (ততক্ষণ পর্যন্ত) যতক্ষণ সাগরে একফোঁটা পানিও থাকবে আর যদি এরূপ করতে না পারে তাহলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই মযলুমদের অধিকার পূর্ণ করে দেবে। এ লৌহ কঠিন শপথের উপর একমাত্র যে ব্যক্তি কায়েম ছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রসূল (সঃ)।

এতীম অসহায় ও দারিদ্রের কষাঘাতে নিষ্পেষিত যুবক যাঁর সত্যবাদিতা ও ন্যায় নিষ্ঠার খবর আরব জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে আল্ আমীন উপাধি দেয়া হয়েছিল এবং তাঁর উপর অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছিল। আর এমন সময় মক্কার বিখ্যাত ধনাঢ্য মহিলা খদীজা (রাঃ) তাঁর সুনাম বিশ্বস্ততার খবরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি (রাঃ) আগে থেকেই এ রকম একজন বিশ্বস্ত লোকের সন্ধানে ছিলেন। অপেক্ষামান খদীজা (রাঃ) মুহাম্মদ রসূল (সঃ)-এর চাচার নিকট তাঁর ব্যবসায়ে মুহাম্মদ (সঃ)-কে নিয়োগ করার জন্য আবেদন করলেন। এ আবেদন গৃহীত হলো।

হযরত খদীজা (রাঃ) তাঁর গোলাম মাইসারাকে মুহাম্মদ রসূল (সঃ)-এর বাণিজ্য সফরের সঙ্গী করে সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। এ বাণিজ্য সফরের নেতা আঁ হযরত (সঃ)-এর সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠার কারণে প্রচুর লাভ হলো। এ ব্যাপারটা খদীজা (রাঃ)-এর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। তখন যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বৎসর এবং এর আগে দু'বার বিধবা হয়েছিলেন।

খদীজা (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর বাণিজ্য সফর সঙ্গী মাইসারার মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব

দিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। তিনি (সঃ) খদীজা ও তাঁর মাঝে ব্যবধান বুঝানোর চেষ্টা করলেন। এ বিষয়টি মাইসারা তার নিজ দায়িত্বে নিলেন এবং চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিয়েতে মুহাম্মদ (সঃ) তিনি রাজী হলেন। এ বিবাহের মাধ্যমে গরীব ও এতীম যুবকের জন্য সম্পদের দুয়ার খুলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সম্পদের ব্যবহার তিনি যেভাবে করেছিলেন তা সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

হযরত খদীজা (সঃ) ছিলেন বিচক্ষণ মহিলা। বিবাহের পর দু'জনের মাঝে ব্যবধান কমানোর জন্য সমস্ত সম্পদ আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। মালসহ গোলাম পর্যন্ত তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। এ দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি (সাঃ) প্রথমে যায়েদকে আযাদ করে দেন।

কিন্তু তিনি এ সম্পদ ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয় না করে গরীব - দুঃখী আর্ত-পীড়িতদের সেবায় ব্যয় করেন এবং গোলাম মুক্তি দানের ব্যবস্থা করেন। কা'বা ঘরে হজরে আসওয়াদ স্থাপন করা নিয়েও একবার গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন স্থির হয়েছিল কাল প্রত্যুষে সবার আগে যিনি কা'বা ঘরে আসবে তার ফয়সালা মেনে নেয়া হবে। দেখা গেল পরের দিন সকালে মুহাম্মদ (সঃ) সবার আগে কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগমনে সবাই সন্তুষ্ট ও আস্থাবান হবেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিনি এর মীমাংসা দিলেন। অনিবার্য রক্তক্ষয় থেকে তারা মুক্তি পেয়ে গেলো এবং বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর বয়স যখন ৩০ বছর হলো তখন তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার প্রেরণা পূর্বের চেয়ে বহু গুণে বৃদ্ধি পেল। মক্কাবাসীদের দুষ্কৃতি, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, খুন-খারাবী, বদমেজাজের মত বড় বড় অনাচারের প্রতি বিরূপ হয়ে মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হলো তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রথম ওহী লাভ করেন- তুমি পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে ওহী আরম্ভ হয়। এরপর কয়েক দিন ভয়-ভীতির মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। হযরত খদীজা (রাঃ) তাঁকে সাহস যোগান। তারপর বৃষ্টির ন্যায় ওহী লাভের মাধ্যমে নবুওয়ত লাভ হয়।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই রসূলে করীম (সঃ) জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, নিষ্কলুষ, পবিত্র জীবন যাপন করেছেন এবং নবুওয়ত লাভের সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবন-চরিতে।

- মোঃ আব্দুস সালাম মোয়াল্লেম

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘানা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ঘানার মধ্যাঞ্চলে আকুরুফু সম্প্রদায়ে ১৯২১ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘানা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে সর্বপ্রথম চীফ মাহদী আপা আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। ক্রমাক্রয়ে সল্টপন্ড এবং আরো অন্যান্য শহর ও গ্রামে জামাত প্রসার লাভ করে। ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সল্টপন্ড ছিল জামাতের প্রধান কেন্দ্র।

বর্তমানে ঘানার রাজধানী আক্‌রাতে জামাতের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ঘানার দশটি অঞ্চলের সব কয়টিতে বর্তমানে জামাত রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রদেশের রাজধানী শহরে প্রাদেশিক কার্যালয় রয়েছে। এর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাদেশিক মিশনারী ও প্রাদেশিক আমীর। প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার বিভাগে বিভক্ত এবং বিভাগের অধীনে স্থানীয় জামাতসমূহ অবস্থিত। রাজধানী আক্‌রাতে ছয়টি বিভাগ ও আঠারটি জামাত রয়েছে।

ঘানার বিভিন্ন সমাজে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জামাতে আহমদীয়ার অধীনে (১) ১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (২) ১টি মিশ-নারী প্রশিক্ষণ কলেজ (৩) ৮টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৪) ১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৫) ১২৮টি প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বেশিরভাগ স্কুল গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত যেখানে শিক্ষা লাভ করা দুষ্কর ছিল।

এছাড়া আহমদীয়া জামাত স্বাস্থ্য-সেবা প্রদান করছে। জামাতের অধীনে ৪টি হাসপাতাল এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। জামাতের তত্ত্বাবধানে ঘানার উত্তরাঞ্চলে "৮টি গবেষণা কর্মসূচী" চালু রয়েছে। জামাতের ১টি নিজস্ব প্রেস রয়েছে।

জামাতের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন খুবই সক্রিয়। এসব সংগঠন দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও সরকারী অফিসের আহমদীদেরকে সংগঠিত করে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে থাকে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘানা-এর একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন রয়েছে। সংগঠনটি আহমদীয়া মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন নামে পরিচিত। আমীর মিশনারী-ইন-চার্জ সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নিগরানী করে থাকেন।

অন্যান্য সংগঠনের মত এ সংগঠনও দেশে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকে। আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপবাদসমূহের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানের ও প্রতিষ্ঠানের আহমদী ছাত্রদের একত্র করে থাকে।

দেশের বিভিন্ন উচ্চ পদে আহমদীরা কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে ৪ (চার) জন মন্ত্রী-উপমন্ত্রী ও ৩ জন সংসদ সদস্য রয়েছেন। একজন আহমদী ষ্টেট কাউন্সিলের সদস্য। ঘানার জাতীয় বিরোধ দূর করা ও বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় সাধনের জন্য সাম্প্রতিক কালে গঠিত ১২ সদস্যের 'Reconcilation Committee'-এর একজন সদস্য হিসাবে আমীর ও মিশনারী-ইন-চার্জ দায়িত্ব পালন করছেন।

(ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদ)

- নঈম ও লুৎফর

আমার জীবন, আমার সংগ্রাম

(২য় কিস্তি)

মাদ্রাসায় ক্লাস করে দুপুরের বিরতিতে অফিসে বসে আছি। হঠাৎ একজন বলে উঠল ঃ দুর্গারামপুর গ্রামে কাদিয়ানীরা মসজিদে ডিশ লাগিয়ে সিনেমা দেখে। ভাবলাম সবকিছুই তো দেখলাম, কিন্তু এটা যাচাই করা এখন আমার কর্তব্য। ৫০ মিনিটের রাস্তা পায়ে হেঁটে দুর্গারামপুর পৌঁছলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। যাদেরকে পেলাম, তারা আমার সাথে কথা বলতে ভয় পেল। আমার আগমনকে হয়তো তারা অশুভ চক্রান্ত মনে করেছে। পনের দিন পর আবার গেলাম পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ। সাথে আমার দু'জন শীষ্য। একজন প্রবীণ আহমদীকে চাবি এনে মসজিদ খুলে দিতে ও আযান দিতে বল্লাম। আমি আসরের নামায পড়ালাম। প্রবীণ আহমদীকে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে আমার শিষ্যরা বাধ্য করল।

নামায শেষে বল্লাম; আমরা সত্যের সন্ধানী। আপনাদের জামাত সম্পর্কে জানতে এসেছি। কিছু বলুন। তিনি বল্লেন, কেন, আপনি যে বিশ্বাস নিয়ে আছেন, এর সত্যতার ব্যাপারে কি আপনার সন্দেহ আছে? অন্যথায় নতুন সত্যের সন্ধান করবেন কেন? বল্লাম ঃ হ্যাঁ, আমার বিশ্বাসগুলো সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য কি পৃথিবীতে থাকতে পারে না? তিনি আমাকে এমটিএ, খিলাফত ব্যবস্থা ও খলীফার কথা বলে বাকী বিষয়াদি বই পড়ে জানার অনুরোধ করলেন। আমার জন্যে তিনি পুস্তক বাছাই করছিলেন। হঠাৎ দেখি রশিদ বইয়ের একটি পাতা। জানতে চাইলে, বল্লেন: আমরা প্রতি মাসে খিলাফতকে চাঁদা দেই। বল্লাম ঃ শুনেছি আপনারা মাসে মাসে টাকা পান, কিন্তু এখন কি দেখলাম? বল্লেন ঃ শুনার চেয়ে চোখের দেখাই অধিক সত্য। বই-পুস্তক নিয়ে চলে এলাম। বারবার ভাবতেছিলাম, দুনিয়ার সকল মানুষ যে বস্তুকে কুফরী বলে সে বস্তুকে ওরা ধরে রেখেছে মাসে মাসে পয়সা দিয়ে। কী রহস্য এখানে? আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বইগুলো পড়ার পর আমার ভিতরে দারুণভাবে নাড়া দিল। যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পূর্ণ একাকী এত সংগ্রাম, বিপ্লব ও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম আমি, সেসত্য তো আহমদীয়তে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। হায়! এতদিন আমি কোথায় ছিলাম। আমি একথা বলে বুঝাতে পারব না, আমার সে মুহূর্তের অবস্থা কেমন ছিল। মনে হচ্ছিল পিপাসায় গলা শুকিয়ে চৌচির হওয়ার মুহূর্তে কেউ যেন আমার গলায় ঠান্ডা পানীয় ঢেলে দিল। এই প্রশান্তিটুকুই আমার সারা জীবনের চাওয়া ছিল।

আমি জানি বয়াতের পর চাকুরী চলে যাবে। আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করার জন্যে আমার শায়খুল হাদীস ভগ্নীপতি আমার বাবাকে বাধ্য করবেন। বাড়ীঘর ও পৈত্রিক সম্পদ হতে বঞ্চিত হ'তে হবে। ব্যবসায়ের জন্যে অনেক পূঁজির দরকার। আর হঠাৎ করে ব্যবসায় সুবিধা করাও সহজ নয়। মা তো পূর্বেই বলতেন ঃ কুপুত্র পেটে ধারণ করেছিলাম তাই আলেমদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে বংশের কপালে চুন কালি মাখিয়েছে। বোনেরা বলতেন ঃ আলেমদের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি না করলে সে আল্লাহ্‌র গযব থেকে রেহাই পাবে না। আমার উপর বিপদ আসলে মা ও বোনেরা খুশী হতেন। বলতেন ঃ এইবার তার জ্ঞান ফিরবে ইত্যাদি। ভাবনায় ৫/৬ মাস কেটে গেল।

সেই দিনগুলোতে শেখ সাঈদ নামক এক আহমদী আমার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন। বই-পুস্তক ও তথ্যাদি আমাকে সরবরাহ করতেন। আমার জন্যে তিনি সিজদায় পড়ে বহু দোয়া করেছেন। নামাযে প্রায়ই তাকে দীর্ঘ সিজদারত অবস্থায় দেখে মুগ্ধ হতাম। বলতাম ঃ খোদা, তোমার এসব পাগল প্রেমিকদেরে ওরা কাফির বলে, তুমি কি তা দেখ না? একদিন বকশী বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

দুপুর ১২টা। সাদেক দুর্গারামপুরীর সাথে দেখা করতে চাই, বল্লাম। একটু পরে গেইটের ভিতর থেকে মৌলভী যাকির সাহেব (বর্তমানে মোয়াল্লেম) আমাকে নিয়ে তবলীগ কক্ষে বসলেন। দীর্ঘ মত বিনিময়ের পর আমি বয়াতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলাম। বল্লেন, চাকুরী তো চলে যাবে তখন কী করবেন? বল্লাম ঃ ব্যবসায় করার ইচ্ছে আছে। কিন্তু কিসের ব্যবসায় তা বলতে পারলাম না। তিনি বল্লেন, এরকম আবেগ দেখালে হবে না। আগে বিকল্প একটি পেশা গ্রহণ করুন তারপর বয়াত করুন। সাদেক দুর্গারামপুরীর সাথে দেখা করতে আরও ৪/৫ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে; তাই রওয়ানা দিলাম কর্মস্থলের দিকে। আহমদীরা নাকি টাকা দিয়ে মানুষকে দলে টানে! অথচ আমি এতদূর থেকে এত কষ্ট করে এত পয়সা খরচ করে এসে ফিরে গেলাম, তারা আমার বয়াত নেয় নি।

নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করলাম। দুঃখ হতাশায় মন ভরে গেল। সবকিছু আমার কাছে অর্থহীন মনে হ'তে লাগল। চারদিকে শূন্যতা আর মরুভূমির বালি-ঝড়। যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এত সংগ্রাম ও বিপ্লবের মুখোমুখী হ'লাম সেই তৈরী সত্যকে আজ গ্রহণ করতে পারছি না। হে খোদা, আমার জীবনের এত ত্যাগ, এত সাধনা, এত আশা-আকাঙ্ক্ষা তা হলে কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে? এভাবে অনেক কেঁদেছি।

একদিন স্বপ্নে দেখি আমি কাদিয়ান গেছি। বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ একটি সিংহাসনে মাহ্‌দী (আঃ) বসে আছেন। মাথার চুল লম্বা সোজা পিছনে পড়ে আছে। গায়ের রং বাদামী। দু'টি হলুদ চাদর পরিহিত। বল্লাম ঃ হুযূর, আপনার মাঝে তো হাদীসে বর্ণিত ইমাম মাহ্‌দীর সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বল্লেন ঃ আরে তাহলে তুমি বয়াত কর না কেন? অনেকক্ষণ পরে বল্লেন ঃ আসো, আমার মাদ্রাসাটি দেখে যাও। পিছে পিছে গেলাম, দেখলাম একটি পুকুরের পাড়ে মাদ্রাসাটি। বল্লাম ঃ হুযূর, এ পুকুরের পানির মত স্বচ্ছ পানি তো আর দেখি নি। বল্লেন ঃ হ্যাঁ, আমাদের পুকুরের পানি সব সময়ই এ রকম স্বচ্ছ থাকে। এরপর বল্লাম ঃ হুযূর, মাদ্রাসা তো বিরাট কিন্তু ছাত্র কোথায়? বল্লেন ঃ না, ছাত্র আছে অনেক, তবে উপযুক্ত শিক্ষক পাচ্ছি না। শিক্ষকের অভাব। অতঃপর আমি আর বেশি দেরী করলাম না। কয়েক দিনের মাঝেই তারুয়া জামাতে গিয়ে বয়াত নিলাম। দিনটি ছিল ২০ অক্টোবর, ২০০২ইং।

- বশীর আহমদ

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম তিরমিযীর পূর্ণ নাম আল্ ইমামুল হাফিয আল্ হুজ্জা আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা আর-রূগী আত্ তিরমিযী। তিনি ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪খৃষ্টাব্দে খোরাসানের জায়হূন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত 'তিরমিয' নামক প্রাচীন শহরের উপকণ্ঠে 'বূগ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ 'মারভে'র অধিবাসী ছিলেন। তারা পরবর্তীতে তিরমিয-এ এসে বসতি স্থাপন করেন।

ইমাম তিরমিযী সিহাহ্ সিত্তা বা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থের অন্যতম আল্ জামে আত্ তিরমিযী বা সুনানুত্ তিরমিযীর সংকলক। তিনি হাদীসে অপিরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাস্য ও দলিল হিসাবে গণ্য।

ইমাম তিরমিযী নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণ করেন। এরপর তিনি মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীস কেন্দ্রসমূহে সফর করেন। এবং এর খ্যাতনামা আলেমগণের নিকট উচ্চ শিক্ষা, বিশেষত: হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি হাদীস শিক্ষা, হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের জন্য যেসব জায়গা ও শিক্ষাকেন্দ্রে সফর করেন, এর মাঝে উল্লেখযোগ্য -

(১) হিজায (২) মিসর (৩) সিরিয়া (শাম) (৪)কূফা (৫) বসরা (৬) খোরাসান (৭) রায় (৮) বাগদাদ(ইরাক)।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সময়কার বড় বড় হাদীস-বিদদের নিকট হ'তে হাদীস শুনেছেন, শিখেছেন ও সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সম্মানিত শিক্ষকদের মাঝে বিশেষভাবে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেনঃ- (১) হযরত কুতাইবা ইবনে সাঈদ(রহঃ) (২) হযরত ইসহাক ইবনে মূসা (রহঃ) (৩) হযরত মাহমুদ ইবনে গায়লান(রহঃ) (৪) হযরত সাঈদ ইবনে আব্দির রহমান(রহঃ) (৫) হযরত মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (রহঃ) (৬) হযরত আলী ইবনে হাজার(রহঃ) (৭) মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) (৮) হযরত আহমদ ইবনে মানী (রহঃ) (৯) হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) (১০) হযরত ইমাম মুসলিম (রহঃ) (১১) হযরত ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)

ইমাম তিরমিযীর শিক্ষকবৃন্দও তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। তাঁর শিক্ষক ইমাম বুখারী একদিন তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

"তুমি আমার নিকট থেকে যতটুকু উপকার লাভ করেছ আমি তোমার কাছ থেকে তদপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করেছি।"

আর ইমাম বুখারী নিজেও তাঁর (ইমাম তিরমিযী) নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী অত্যন্ত তীক্ষ্ম ও অসাধারণ স্মরণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার শুনেই তিনি বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করে নিতে পারতেন। একবার তিনি এক মুহাদ্দিসের কয়েকটি হাদীস শুনেন। কিন্তু সেই মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর কোন সাক্ষাৎ হয় নি। ফলে তাঁর থেকে সরাসরি শুনাব তৌফীক হয় নি। এ কারণে তিনি সেই মুহাদ্দিসের সন্ধানে উদগ্রীব ছিলেন। একদিন রাস্তায় তাঁর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর নিকট থেকে শুনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি এ অনুরোধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব হাদীস পাঠ করে শুনান। একবার শুনে তিরমিযীর সব হাদীস মুখস্থ হয়ে যাবে। এতে মুহাদ্দিস বিস্মিত হন। আর তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য আরো ৪০ (চল্লিশটি)-টি বিশেষ হাদীস পাঠ করে শুনান। এগুলো ইমাম তিরমিযী পূর্বে কখনও শুনেন নি। তবুও তিনি মুহাদ্দিসকে তা হুবহু শুনিয়ে দেন। এতে কোন শব্দের হেরফের হয় নি।

আরেকটি ঘটনা। একবার হজ্জের সময় সফরে পথে এক জায়গায় তিনি মাথা নীচু করে ফেলেন। (উল্লেখ্য), তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।) তার সাথীরা বললো, এখানে তো কিছু নেই। তিনি বল্লেন, এখানে একটি গাছের ডাল ছিল- যার জন্য এখানে এসে মাথা নীচু করতে হতো। খোঁজ নিয়ে দেখ। আমার কথা ঠিক না হলে প্রমাণ হবে আমার স্মৃতি-শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। আমার আর হাদীস বর্ণনা করা উচিত হবে না। কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, ইমাম তিরমিযীর কথাই ঠিক।

ইমাম তিরমিযীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থটি 'জামে তিরমিযী' নামে খ্যাত। এটি 'সুনান' নামেও পরিচিত। কিন্তু প্রথমোক্ত নামই অধিকাংশ হাদীসবিদ গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর গ্রন্থে ইমাম বুখারী ও ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর গ্রন্থ প্রণয়নরীতি অনুসরণ করেছেন। প্রথমতঃ তিনি তাতে ফিকাহ্র অনুরূপ অধ্যায় রচনা করেছেন। সেই সাথে তিনি বুখারী শরীফের মত অন্যান্য অধ্যায়ের হাদীসও তাতে সংযোজিত করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের জরুরী হাদীস তাতে সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন। হাফিয আবূ জাফর ইবনে জুবাই সিহাহ্ সিত্তাহ্ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস একত্র করে গ্রন্থটির প্রণয়ণ করে যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন তাতে তিনি অবিসংবাদিত।' তিরমিযী শরীফের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো-

(১) এ মহান সংকলনটিতে হাদীসের পুনরুক্তি বলতে গেলে নেই।

(২) এতে ফকীহগণের দলীলরূপে ব্যবহৃত হাদীসসমূহকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) প্রত্যেক অনুচ্ছেদে ফিকাহ্বিদ ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ কিনা এ সম্পর্কেও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সনদটি কী পর্যায়ের সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৫) প্রতিটি অনুচ্ছেদে মূল হাদীসটি বর্ণনার পর এ বিষয়ে আরো কার কার নিকট থেকে হাদীস আছে তা শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(৬) রাবী বা বর্ণনাকারীদের পরিচয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রাবী যদি নামে প্রসিদ্ধ হন তাহলে উপনামে আর উপনামে প্রসিদ্ধ হলে মূল নামে, অনেক ক্ষেত্রে নিস্বা (দেশ বা কবীলার প্রতি সম্পর্কিত করে যে নাম প্রসিদ্ধ) উল্লেখ করে এর পরিচয় প্রদান করেছেন।

(৭) অনেক ক্ষেত্রে কোন কঠিন ও জটিল শব্দে অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও ইমাম তিরমিযী তাঁর গ্রন্থে কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। আর সেগুলো -

(১) হাসান - সাহীহ্ ঃ যদিও একই হাদীস হাসান এবং সাহীহ্ একই সঙ্গে হয় না। কেননা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কিন্তু ইমাম তিরমিযী তা আপেক্ষিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো হাদীসটি এক দৃষ্টিতে সাহীহ্ এবং অন্য দৃষ্টিতে হাদীসটি হাসান?

(২) হাসান সাহীহ্ গরীব ঃ একই হাদীস একই সঙ্গে হাসান, সহীহ্ ও গরীব হতে পারে না। এর অর্থ হলো - এক দৃষ্টিতে হাদীসটি হাসান, অন্যদৃষ্টি সাহীহ্ আরেক দৃষ্টিতে গরীব।

ইমাম তিরমিযী তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করে - তা তদানীন্তন মুসলিম জাহানের হাদীসবিদ

আলেমগণের নিকট যাচাই করার উদ্দেশ্য পেশ করেন। তিনি হিমাম ও খোরাসানের হাদীস বিশেষজ্ঞগণের নিকট তাঁর গ্রন্থখানি পেশ করেন। তারা তা দেখে খুবই পসন্দ করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। হাফিয ইমাম আবূ ইসমাঈল আব্দুল্লাহ্ আনসারী (মৃত-৪৮১ হিঃ) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, "আমার দৃষ্টিতে তিরমিযী শরীফ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহার উপযোগী। কেননা বুখারী ও মুসলিম এমন হাদীস গ্রন্থ যে, কেবল মাত্র বিশেষ পারদর্শী আলীম ভিন্ন তা থেকে ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হওয়া কঠিন। কিন্তু ইমাম আবূ ঈসার গ্রন্থ থেকে যে কেউ ফায়দা লাভ করতে পারে।"

এ গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী নিজে বলেছেন, "যার নিকট এ আল্ জামে' গ্রন্থখানি আছে তার সাথে যেন একজন নবী কথা বলছেন।"

এছাড়া ইমাম তিরমিযী আরো কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) কিতাবুল আস্মা ওয়ালকুনা

(২) শামাইলুত্ তিরমিযী

(৩) তাওয়ারিখ

(৫) কিতাবুয্ যুহ্দ

(৫) কিতাবুল্ ইলাল।

ইমাম তিরমিযীরও অনেক ছাত্র ছিল। তাঁর কাছ থেকে তারা হাদীস শুনেছেন। তবে বর্ণনা পরম্পরা অব্যাহত ও ধারাবাহিকতা চলছে মোট ছয়জন বড় মুহাদ্দিস থেকে।

ইমাম তিরিমিযী তাঁর জীবনে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। সারাটা জীবন হাদীসের সন্ধানে সফর করেছেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে। ছুটে গেছেন এক শিক্ষক থেকে আরেক শিক্ষকের নিকট। তারপর সংগ্রহকৃত হাদীস দিনরাত ঘেঁটে করেছেন সুবিন্যাস্ত। তাঁর এ অসাধারণ কর্মের ফলে আমরা আজ হাদীসের এক অমূল্য রতন জামে' তিরমিযী পেয়েছি। এ থেকে পূর্বের মানুষেরা উপকৃত হয়েছে, আমরা উপকৃত হচ্ছি, আর ভবিষ্যতে কিয়ামতকাল পর্যন্ত মানুষ উপকৃত হতে থাকবে।

ইমাম তিরমিযী ২৭৯ হিজরী মোতাবেক ৮৯২ খৃষ্টাব্দ ১৩ই রজব রোজ সোমবার রাত্রে নিজ গ্রাম 'বূগ'-এ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ...রাজেউন)। আল্লাহ্তাআলা এ মহান সাধকের কর্মের উত্তম প্রতিদান দিন। জান্নাতের কল্যাণরাজীতে ভূষিত করুন, আমীন।

- শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন
ছাত্র, মুবাশ্বের ক্লাস

'সত্যবাদিতা'-একটি মহৎগুণ

সত্য বলা একটি মহৎ গুণ। এ পৃথিবীর আবর্তে বসবাসকালে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ নানারকম ছল-ছাতুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিবর্গ সর্বদা সত্যের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়। তাই তাঁরা হয় সত্যবাদী। যে সত্য বলে তাকে আমরা সত্যবাদী বলি। আর এই যে মহৎ গুণটি একে বলে সত্যবাদিতা। সত্য যে বলে তাকে সকলেই বিশ্বাস করে। আমরা জানি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খুব ছোট বয়স থেকেই সত্য কথা বলতেন তাই লোকে আল্ আমীন বা বিশ্বাসী বলে ডাকতো। সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন সত্য বলার জন্য। মহান আল্লাহ্তাআলা বলেন; হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হও (সূরা তওবা ঃ ১২০)। এ আয়াত থেকে আমরা জানলাম মু'মিনদের সম্বোধন করে আল্লাহ্তাআলা তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে যারা সত্যবাদী তাদের সাথী হ'তে বলেছেন। তাই আমরা আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-কে সত্যবাদী দেখেছি। আর তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সঃ)-এর সংস্পর্শে এসে এ আয়াতের পুরাপুরি বাস্তবায়ন করেছেন। তাই আমাদেরও সাহাবা কেরামের মতো সত্যবাদী নবী (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার পুরা চেষ্টা করা উচিত।

যারা সত্য বলে তাদের পুরস্কার সম্পর্কে কুরআন করীমে বলা আছে, "সত্যবাদী পুরুষ হোক আর সত্যবাদী নারী হোক আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন (সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬)।

এখানে পুরুষ আর নারীর কোন ভেদাভেদ নেই সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র মহান ক্ষমা ও পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আমাদের সত্য বলার অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত।

মহানবী (সঃ)-এর হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় ইবনে মাসুদ (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, সত্যবাদিতা সততার পথ দেখায়। আর সততা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সততার অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আল্লাহ্র নিকট সিদ্দীক নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায়। এবং অশ্লীলতা জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট কায্যাব (মিথ্যুক) নামে অভিহিত হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

এ হাদীস হতে জানা গেল সত্যবাদিতা এমন একটি মহৎগুণ যে, মানুষ সত্য বলতে বলতে সততার পথ ধরে জান্নাত লাভ করে খোদার দ্বারা সিদ্দীক সম্বোধন প্রাপ্ত হতে পারে। অপর দিকে মিথ্যা মানুষকে মন্দের পথ ধরে জাহান্নামে নিয়ে যায় এবং মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়। তাই আমাদের খোদার প্রিয় সিদ্দীক হওয়ার জন্য সর্বদা সত্য বলা উচিত।

আমাদের প্রিয় নবীর (সঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্যবাদিতার পুরস্কার প্রাপ্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। কেননা, তিনি দেখছেন তোমাদের হৃদয় কীরূপ? মানুষ কি তাঁকে ধোঁকা দিতে পারে? তাঁর সাথে কি প্রতারণা করতে পারে? অত্যন্ত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে তার মিথ্যা বেসাতি এ পর্যায় পর্যন্ত পৌছায় যেন খোদা নেই। তখন তাকে খুব শীঘ্র ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং খোদাতাআলা তার কোন পরওয়াই করেন না। ...এরূপ হৃদয় তৈরী কর যা গরীব ও মিস্কীনী হবে। কোন আপত্তি না করে অম্লান বদনে আদেশ মান্যকারী হয়ে যাও, যেভাবে শিশু তার মায়ের কথা মানে" (এযালায়ে আওহাম, পৃঃ ৪৪৯)।

অপর দিকে তিনি (আঃ) মিথ্যা সম্পর্কে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না সে আমার জামাতভুক্ত নয়।" (কিশতিয়ে নূহ্)

তাই বন্ধুগণ! আমাদের সকলের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার বেশি বেশি চর্চা করা। কেননা সত্যবাদিতা ব্যতীত সততার পথ ও জান্নাতী জীবন যাপন সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাক আমাকে ও আমাদের সকল ভাই-বোনদেরকে সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠা করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- এনামুল হক রনী

ইসলাম ধর্মে কঠোরতা নেই

মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি কর, কঠোরতা অবলম্বন কর না, ঘৃণা সৃষ্টি করো না - আল্ হাদীস

সূরা আনকাবূতের ৮নং আয়াতে আল্লাহ্তাআলা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন: **লা নুকাফ্ফিরান্না আনহুম সাইয়্যেয়াতিহিম** অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা তাদের পাপ মোচন করব এবং অধিকন্তু এ যে, তাদের সৎকর্মের অতি উত্তম প্রতিদান দিব। অর্থাৎ তাদের মন্দ কর্মকে আড়াল করে দিয়ে তাদের পুণ্য কর্মের উত্তম প্রতিদান দিব। উক্ত আয়াতের আলোকে হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিছু স্মৃতি উল্লেখ করছি (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)।

হযরত আবূ বুরদা তাঁর পিতা ও দাদা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, হযরত মাআয এবং আবূ মূসা (রাঃ)-কে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাদের পাঠানোর সময় এ নসীহত করেছিলেন, তোমরা মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে কঠোরতা অবলম্বন করবে না। তাদের উৎফুল্ল আনন্দে রাখবে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করবে না। পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে, বিভেদ সৃষ্টি করবে না। আবার হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত (আঃ) হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি কর, কঠোরতা সৃষ্টি করবে না। মানুষকে আনন্দের কথা বল, ঘৃণা বোধ সৃষ্টি করো না।

আহমদীয়া জামাতের বড় উদ্দেশ্য এ হাদীসে বর্ণিত আছে – কঠোরতা প্রদর্শন করা বা কঠোরতার শিক্ষা দেয়া ইসলামের বিরোধিতা করার সমান। ইসলাম শব্দটি এমন শিক্ষার বিপরীত। এটা হতেই পারে না যে, ধর্মের নাম ইসলাম রাখা হবে। ইসলাম অর্থাৎ শান্তি অথচ এর শিক্ষা হবে কঠোরতাপূর্ণ এবং ঘৃণা উদ্দীপক। অতএব এ কথাকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরা উচিত যে, আমাদের ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর এ মহান শিক্ষাকে পরিপূর্ণ সত্যতার সাথে বাস্তবায়িত করা এবং এর সুষ্ঠু অনুশীলন করা প্রত্যেক আহমদীর উচিত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন (বুখারী, কিতাবুল্ লিবাস)। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে মানবমন্ডলী! তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ কর। কেননা, তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড় আল্লাহ্ ক্লান্ত হন না। তিনি এ থেকে পবিত্র। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এমন কাজ (আমল) গ্রহণীয় যা স্থায়ী এবং স্বভাবতজাত। আমাদের জামাতকে যেহেতু বার বার অনেক দায়িত্বের কথা বলা হচ্ছে এবং অনেক দিক্-নির্দেশনাও দেয়া হচ্ছে পিয়ারে ইমাম থেকে। তাই সমস্ত দুনিয়ার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নাও আর যত দূর সম্ভব মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত হও। অতএব এ দায়িত্ব পালনের পদ্ধতিও বর্ণনা করা আবশ্যক। তারা যেন এমনভাবে দায়িত্ব পালন করেন, কখনও যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে মন্থর না হয়ে পড়ে, আর না বিরক্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে। খেদমতের এ সংজ্ঞা হুযূর (আইঃ) বলেছিলেন, এম.টি.এ-তে। হে মানুষ! তোমরা নিজ সাধ্যমত কর্মকান্ড হাতে নাও। মনে রাখবে যে, তোমাদের সাধ্য-সামর্থ্যও সৎ - কর্মের ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অনেক বড় বড় কাজ আপনাদের থেকে চাওয়া হয়েছে। এত বড় কাজ, এত বেশি কাজ হঠাৎ করে একই সময়ে হাতে নিতে পারবেন না। আমার বড় চিন্তা নিজ সাধ্যাতীত বড় কাজ হাতে নিতে চেষ্টা করবেন না। এমন করলে আপনারা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন আর অবশেষে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর এ নসীহতকে বেশি বেশি স্মরণ রাখা উচিত- তোমরা ক্লান্ত হও, আল্লাহ্ ক্লান্ত হন না। আল্লাহ্র কাজ তো পৃথিবীতে অবিরত চলতে থাকবে। বড় ব্যাপক কাজ। পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করা, তাদের আল্লাহ্র রাস্তায় চালানো, চলার সাথে সাহায্য করা, তাদেরকে তা'লীম ও তরবিয়ত দিবে। বে-খোদা, মানুষ থেকে বা-খোদা (আল্লাহ্ওয়ালা) মানুষ বানানো সাধারণ কাজ নয়। খোদার ফযলে সম্ভব। প্রতিযোগিতা করে দেখতে পার আল্লাহ্ ক্লান্ত হন না, তোমরা ক্লান্ত হবে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন আল্লাহ্র নিকট প্রিয় আমল ও পুণ্যকর্ম সেটি যা স্বল্প কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী।

হযরত মাআয (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ আমাকে এমন পুর্ণকর্মের কথা বলেন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, "তুমি অনেক বড় এবং কঠিন প্রশ্ন করেছ। তবে হাঁ, আল্লাহ্তাআলা তৌফীক দিলে তবে এটা সহজ হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ সহজ করেন তার জন্য সহজ। তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক বা অংশীবাদিতা করবে না। যথারীতি বিনা ব্যক্তিক্রমে নামায আদায় করবে, যাকাত দাও এবং রমযান মাসে রোযা রাখ। যদি বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাবার সামর্থ্য, সুযোগ-সুবিধা এবং রাস্তার নিরাপত্তা থাকে তবে হজ্জ পালন কর। তারপর আঁ হযরত (সঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে ধর্মের মূল কথা, এর ভিত্তি এবং এর চূড়া [শিখর] সম্পর্কে বলব না? আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ) অবশ্যই বলুন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ধর্মের মূল শিখর হচ্ছে নামায। এর চূড়া হ'ল জেহাদ। তারপর হযরত (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে মঙ্গল এবং কল্যাণ লাভের দরজা সম্পর্কে বলব না। আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ্! হুযূর (সঃ) বললেন, শোন রোযা পাপ থেকে রক্ষা পাবার উপায়স্বরূপ আর সদকা-খয়রাত পাপের আগুনকে এমনভাবে নিবিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিবিয়ে দেয়। মধ্য রাতের নামায আদায় করার অনেক বড় পুণ্যের কাজ। হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) যাবুর কিতাবে বলেছেন, আমি বালক ছিলাম এখন বৃদ্ধ হয়েছি কিন্তু কখনও আমি মুত্তাকি বা আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখি নি। আমি বালক ছিলাম তারপর যৌবনে প্রবেশ করেছিলাম। যৌবন থেকে এখন বার্ধ্যক্যে পৌঁছে গেছি আমি কখনও কোন আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখি নি আর না তার সন্তানদেরকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে দেখেছি। আপনারা যদি চান যে, আল্লাহ্ আপনাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করুন। তবে তাদের পুণ্যকর্মের প্রতি দৃষ্টি দিন যাদের প্রতি আল্লাহ্ ফযল ও অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে এমন করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

- আবুল বাসার
মোয়াল্লেম

কুরআন শরীফে মুহাম্মদ (সঃ)-এর শান

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

আল্লাহ্ বলেন, মানবেরে
আমার বন্ধু হ'তে হ'লে,
ভালবাস মুহাম্মদ (সঃ)-কে
সূরা আল্ ইমরান এ প্রমাণ।

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

সরদারে দু'জাহান তিনি
রহ্মাতুল্লিল আলামীন,
নবীকুলের শিরোমণি, খাতামান্নাবীঈন
তাহার পথে দিয়ে দে ভাই জান, মাল, সব কুরবান।

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

সাহাবাগণ আরয করেন বিবি আয়শা (রাঃ)-কে,
মুহাম্মদ (সঃ)-এর জিন্দেগী বলেন আমাদেরে,
বিবি আয়শা (রাঃ) বলেন তাদের, কুরআন কি
কেউ পড় নি
কুরআনতো হইল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

কুরআন যারা না পড়িয়া
মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাইতে চায়,
রোজ হাশরের মাঠে তারা
করবে শুধু হায়রে হায়।

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

"মাল্লাম ইয়া তাগান্না বিল কুরআন
ফা লাই সা মিন্না"
বলেন নবী মুহাম্মদ (সঃ)
হাদীস পড়ে যায় জানা।

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

খুলুকীন্ আযীম তিনি
উসওয়াতুন হাসানা
কুরআন না পড়িলে
তোমার সবই রবে অজানা।

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রেমে পাগল যারা
চারটি মকাম পাবে তারা
নবী সিদ্দীক শহীদ সালেহ্
সূরা নিসা তার প্রমাণ।

কুরআন পড়ে দেখনারে ভাই
মুহাম্মদ (সঃ)-এর কত শান!

-নাসের আহমদ আনসারী

তখত তাজ

উষার শৈশবের কোলে নতুন কর স্পর্শজাত
মুখচ্ছটা, অনিরুদ্ধ আবিলতামুক্ত শুভ্র
শিরোস্ত্রাণে এসেছেন নতুন দিনের আগমনী
সংগীতের স্বরলিপিকার।
এসেছেন তখ্তে মাহ্দীর যোগ্য উত্তরসাধক।
মুক্তপ্রাণ-সত্যবান-অনিমেষ দৃপ্ত পাদবিক্ষেপ
যাঁর-এসেছেন সেই বাদশাহ্।
বাস্পাকুললোচনে পরিপ্লুত করেছেন
এক একটি মানব-মানস।
অনুসর্গের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে
যিনি সিদ্ধহস্ত
নখদর্পণে যার ছাপ পড়েছে
সত্যের উদ্ভাসিত আলোর;
প্রাণের আরশিতে নিত্য দেখি যে
নূরের বিকাশ,
এষণা হয়েছে বিবেকী প্রাণ
হস্ত প্রসারিত হয়েছে যাঁর দিকে,
বিক্রয় করেছি নিজের সমস্ত সত্তাকে,
প্রাণের বাতি ঘরে যিনি জ্বালিয়েছেন
ঈমানের দীপক-
তিনি সেই বাদশাহ্ সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ-
কুদরতে সানীয়ার পঞ্চম মায্হার
মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)।

- মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়

বিশেষ তবলীগী সার্কুলার

এতদ্দ্বারা জামাতের আনসার, খোদ্দাম ও লাজনার সদস্য-সদস্যাদের জন্য তবলীগী বিভাগ থেকে তবলীগী পত্র লিখন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ তবলীগী পত্র ৩০০ থেকে ৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কাগজের এক দিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখতে হবে। টাইপ বা কম্পিউটার কম্পোজ গ্রহণীয় নয়। পত্রের উপস্থাপনা ও সুন্দর হাতের লেখা ফলাফলের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে। আকর্ষণীয় বেশ কিছু পত্র পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হবে।

এছাড়া তবলীগী পত্র ও লিটারেচার ডাকযোগে বিতরণের জন্য বিভিন্ন পেশার ও গণ্যমান্য ব্যক্তির ঠিকানা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তবলীগ বিভাগে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ঠিকানা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টরীর সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদিগকে নেক কাজে প্রতিযোগিতা করার তৌফীক দিন। আমীন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ

নোট ঃ কোন অপরিচিত ব্যক্তির ঠিকানা আপনি পেয়েছেন তাকে উদ্দেশ্য করে একটি তবলীগী দাওয়াতপত্র লিখতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও দোয়ার আবেদন

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে ৯.৩০ ঘন্টার সফল অপারেশনের পর এখন ক্রমশঃ সুস্থতা বোধ করছি। সকলের নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন। দোয়া করবেন আল্লাহ্তাআলা যেন শীঘ্র আমাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন আর আমি নিজেকে খেদমতে দীনে নিয়োজিত করতে পারি।

সকলের নিকট ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করতে পারায় খাকসার আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী।

- বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্

শুভ বিবাহ

হল্যান্ড নিবাসী বাঙালী জনাব কাওসার আহমদ সাহেবের কন্যা নাসীরা ইফ্ফাত আহমদের বিয়ে হয় আমেরিকা নিবাসী বাঙ্গালী জনাব ইরফান উল্লাহ্ সিকদার (নিউইয়র্ক) এর পুত্র ডাঃ মনজুরুল আহসান সিকদারের সাথে। মহরানা ধার্য হয় ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার) ইউ, এস ডলার। ১১-৭-২০০৩ তারিখ নিউ ইয়র্কের বায়তুল জাফর মসজিদে বিয়ের এলান করেন মিশনারী মাওলানা দাউদ হানিফ সাহেব।

এ বিয়ের প্রস্তাব করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)। তিনি দোয়া করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)ও দোয়া করেন এবং মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবকে এ বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সদয় অনুমতি দেন।

এ বিয়ে সবদিক থেকে আশীষমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- কাওসার আহমদ, হল্যান্ড

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সৈয়দপুর-এর জনাব শাহ্ গিয়াসউদ্দিন সাহেবের কন্যা মোসাঃ রেবেকা সুলতানা সদ্য সমাপ্ত এস, এস, সি পরীক্ষায় জি,পি, ৫ (পাঁচ) নম্বর গ্রেড-এ+ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চায়।

তার এ লক্ষ্য পূরণের জন্য জামাতের সকল সদস্য/সদস্যার নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

- মোঃ নজিবুর রহমান
প্রেসিডেন্ট, সৈয়দপুর

১৭তম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা '০৩

গত ৭ ও ৮ই আগস্ট '০৩ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবনের ১৭তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় বা-জামাত তাহাজ্জদ নামাযের মধ্য দিয়ে। মূল অনুষ্ঠান সকাল ৮.০০ হতে পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সকাল ১০.০০ হতে রাত ৯.০০ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সিংহভাগ সময় কেটে যায়। ৮/৮/০৩ রোজ শুক্রবার সকাল ৬টা হতে দুপুর ১১.৩০ মি. পর্যন্ত বাদ বাকী প্রতিযোগিতা শেষ করা হয়। খোদ্দাম ক, খ ও আতফাল ক, খ, গ ও প্লে সর্বমোট ৬টি গ্রুপের মাঝে

প্রতিযোগিতা করানো হয়। সর্বমোট ৯২ জন খোদ্দাম ৯৯ জন আতফাল ও ৭ বছরের নীচে বয়স শিশু ১৫ জন উপস্থিত হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল ঃ

ইলমী প্রতিযোগিতা

১। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, ২। নযম, ৩। আযান, ৪। বক্তৃতা, ৫। স্মৃতিশক্তি, ৬। পয়গাম রেসানী, ৭। কুইজ, ৮। দীনি মা'লুমাত, ৯। প্লে গ্রুপের বিশেষ সাক্ষাৎকার।

খেলাধূলা প্রতিযোগিতা

১। মোরগ লড়াই, ২। গুলাইল, ৩। মিনিম্যারাথন , ৪। অন্ধের হাড়ি ভাঙ্গা, ৫। অংক দৌড়, ৬। সাঁতার, ৭। ফুটবল, ৮। হ্যান্ড বল, ৯। গ্লোব নিক্ষেপ, ১০। কাছি টানাটানি, ১১। ১০০ মিটার দৌড়।

সর্বমোট ৪৪টি প্রতিযোগিতা করানো হয়। শ্রেষ্ঠ হালকা ও উত্তম হাল্‌কা ঘোষণা দেয়া হয় ও পুরস্কার দেয়া হয়। কায়েদ সাহেব এস, এম, রবিউল ইসলাম সাহেবের সভাপতিত্বে ৮/৮/০৩ বাদ জুমুআ সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়।

মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব ইনশান আলী সাহেব (রিজিওয়নাল কায়েদ), জেলা কায়েদ জি, এম, হাফিজুর রহমান সহ স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব আবু কওসার, প্রাক্তন আমীর জি, এম মতিউর রহমান, নায়েব আমীর শেখ সফর উদ্দীন, জেনারেল সেক্রেটারী এস, এম রেজাউল করীম মোয়াল্লেম এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, সহ জামাতের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ ইজতেমায় উপস্থিত হয়ে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইজতেমা সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলেন।

- এস এম তারেকুল ইসলাম
- চেয়ারম্যান
১৭৩ম ইজতেমা কমিটি
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবন

খুলনা বিভাগীয় ৫ম বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বের প্রতিবেদন

গত ২৩শে মে, ২০০৩ তারিখ হতে ৩০শে মে ২০০৩ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে মে ২০০৩ তারিখ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব জি, এম, মতিউর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার আমীর জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান। সপ্তাহব্যাপী এ সম্মেলনে প্রতিদিন সকাল ৮টা হ'তে রাত ৮টা পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসের শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা দান করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, খুলনা জামাত, এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম, সুন্দরবন জামাত এবং মোহাম্মাদ মনির হোসেন, মোয়াল্লেম, উথলী জামাত। প্রতিদিন বাদ মাগরিব পর্যায়ক্রমে ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন তা'লীম তরবিয়ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব জি, এম, মতিউর রহমান, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও খুলনা, মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম ও মোহাম্মদ এনামুল হক রনি মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী। শেষ তিন দিন এ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন এবং এবং অনেক জ্ঞানগর্ভ নসীহত করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ওয়াকফে নও ও ওয়াকফে নও পিতামাতাদের মাঝে তেলাওয়াতে কুরআন, নযম দীনি মা'লুমাত, বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান, বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব জি, এম, মতিউর রহমান ও মোয়াল্লেম

জনাব মজিদুল ইসলাম। এক সপ্তাহব্যাপী ওয়াকফে নও সম্মেলনে খুলনা জামাত ও উথলী জামাতের ১২ জন ওয়াকফে নও সন্তান, ১১ জন ওয়াকফে নও মাতা ও ৬ জন ওয়াকফে নও পিতা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ওয়াকফে নও সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, খুলনা জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক।

- চেয়ারম্যান
বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন কমিটি

৯ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

৭ই আগষ্ট, ২০০৩ইং রোজ বৃহস্পতিবার, বাদ মাগরিব মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার ৯ম স্থানীয় ইজতেমা যয়ীম সাহেবের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্র হতে আগত সৈয়্যদ আব্দুল হান্নান সাহেব ও জনাব হামিদুর রহমান সাহেবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঘাটুরা সরাইল ও নাটাইয়ের ৩৫ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম, হাবীবউল্লাহ্ সাহেব, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। নযম পাঠের পর তরবিয়তে আওলাদ ও আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর বক্তৃতা রাখেন যথাক্রমে শেখ মোবারক হোসেন, রিজিওনাল মুনতাজেমে উমুমী, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ প্রধান অতিথি ও খাকসার।

০৮-০৮-০৩ইং নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভোর ৪টা তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়। এতে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফজর নামায ও দরসে কুরআন পরিচালনা করেন জনাব, এস, এম, হাবীব উল্লাহ্ সাহেব। পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব ও কেন্দ্রীয় অতিথি। ইজতেমার পূর্ব নির্ধারিত সিলেবাস ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৭.৩০ মিনিট হতে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত ইজতেমার কর্মকান্ড চলে।

৩.৩০ মিনিটে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয় সভাপতিত্ব করে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দ। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন প্রথম স্থান অধিকারী আনসার। তারপর বক্তৃতা করেন- কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, রিজিওনাল নাযেম শফিউল আলম বরকত সাহেব অন্যান্য রিজিওনাল প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এস, এম, হাবীব উল্লাহ, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি। তারপর পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। আহাদনামা পাঠ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও দোয়া পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তারপর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

- মোহাম্মদ মূসা মিয়া
চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি

ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত

গত ০৫/০৭/০৩ইং হতে ১৮/০৭/০৩ইং পর্যন্ত ১৪দিন ব্যাপী তেবাড়ীয়া মসজিদে ৬জন আতফালকে প্রথম ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হয়। শুধুমাত্র নামায ও জানাযার নামাযের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আল্লাহ্র ফযলে ৬জনই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কোর্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা হলেন ঃ

১) মোহাম্মদ জুনায়েদ হোসেন মনি, ২) মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, ৩) মোহাম্মদ আমিনুল হাসান রাজিব, ৪) মোহাম্মদ ইস্তিয়াক রহমান জেমন, ৫) মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম শুভ এবং ৬) আনোয়ার হোসেন।

- প্রেসিডেন্ট
তেবাড়িয়া জামাত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নুসরতাবাদ এর আতফাল দিবস উদ্‌যাপন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নুসরতাবাদের উদ্যোগে গত ৩০শে জুলাই '০৩ইং রোজ বুধবার আতফাল দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে ২৩জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন। তাহাজ্জুদের মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এবং পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। আতফালদের উৎসাহ দানের জন্য খোদ্দাম ও আনসারদের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক। সমাপনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারকারী ছোট আতফাল জনাব সোহাগ আহমদ এবং নযম পেশ করেন প্রথম স্থান অধিকারকারী বড় আতফাল জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব রিয়াজ আহমদ এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেম জনাব আবুল বাশার সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৪টি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

- রিয়াজ আহমদ
কায়েদ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ার বাসিন্দা জনাব প্রফেসর আবু শাহেদ গত ২৩/৮/২০০৩ইং রাত ১ (এক) টার সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর। মরহুম স্ত্রী, ৩ (তিন) ছেলে, ৩ (তিন) মেয়ে রেখে গেছেন। মরহুম ১৯৯৩ইং সনে ঢাকা দারুত তবলীগ এ মোহতারম সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবের নিকট বয়াত করেছিলেন। আহমদী হওয়ার পূর্বেও মরহুম জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। ব্যক্তি-জীবনে তিনি ছিলেন সাহসী, পরপোকারী, সর্বোপরি খোদাভীরু। তিনি তারুয়া জামাতের উমুরে আমা ও জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সবসময় তিনি নিজেকে আহমদী পরিচয় দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আখাউড়া শহীদ স্মৃতি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মেঝ ছেলে সুমন আহমদ আহমদী। আল্লাহ্তাআলা যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করেন। তাঁর মাগফেরাত কামনায় আপনাদের সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি।

- প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া জামাত
তারুয়া, বি.বাড়ীয়া

❑আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন নিবাসী মোঃ আব্দুর রউফ গাজী পিতা- মরহুম আইজ উদ্দীন গাজী গত ১৫ইং আগষ্ট শুক্রবার হঠাৎ হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। সকল ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার আবেদন জানান হ'ল।

- আব্দুল আজিজ
ঢাকা জামাত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে উগ্র মোল্লারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেখানে সাধারণ জনগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারনা রাখেন না। তাঁদের অবগতির জন্য আমরা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নিজ লেখনী থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। আমরা, ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। ২ঃ২৫৭

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একনিষ্ঠ প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আঃ)

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা"

অর্থাৎ-সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (আইয়ামুস, সুলেহ্‌ পৃঃ ৮৬-৮৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কোরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নাই।" (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২,মলফুযাত অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)

তিনি রসূল করীম (সঃ)-এর ভালবাসায় বলেন ঃ

"আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এই দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে ? সে-ই, যে বিশ্বাস করে – আল্লাহ্‌তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নাই এবং পবিত্র কোরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নাই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত।"

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১৩)

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit.

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆4th Issue August 31, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

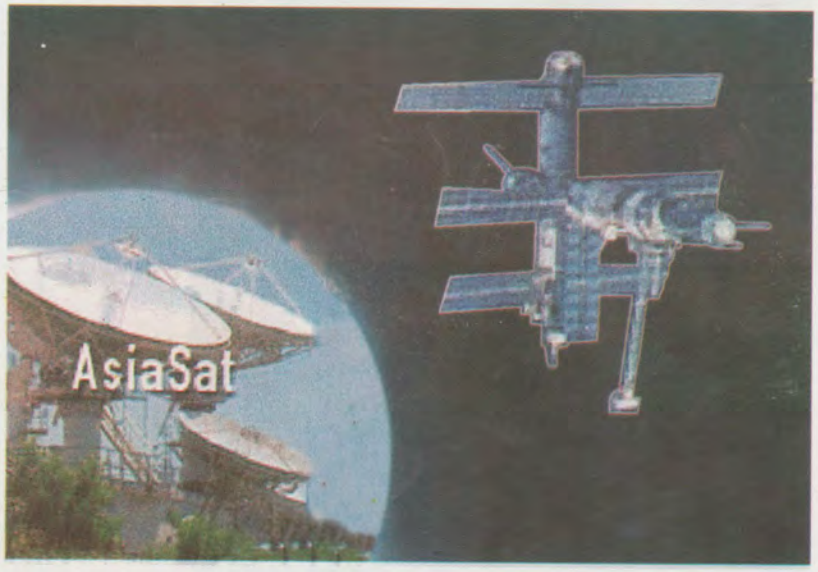

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST
FREQ. - 3660
S.R - 27500
POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamáat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com